কালাপাহাড়।

বা

ধর্ম্মদ্রোহী নাটক।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র হালদার প্রণীত।

KALAPAHARA

BY

HARISH CHANDRA HALDARA

LATE STUDENT OF THE

CALCUTTA GOVERNMENT SCHOOL OF ART.

কলিকাতা

বাল্মীকি যন্ত্রে

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

শকাব্দা ১৮০৩।

নাট্যোল্লিখিত পাত্রগণ।

কালাপাহাড়	...	যবন ধর্ম্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ সন্তান।
সোলেমান	...	বাদ্সাহ।
ব্রাহ্মণ ...	...	সরলা[illegible]
দেবরথ ব্রহ্মানন্দ	...	না[illegible]
আচার্য্য	...	শৃঙ্গবাদক।
ভণ্ড সন্ন্যাসী ও তল্পীদার	...	যবনচর।
একজন অস্ত্রধারী পুরুষ		হিন্দুচর।

পারিষদগণ, পাণ্ডাগণ, হিন্দুসৈন্যগণ, যবনসৈন্যগণ, নাগরীকগণ, ধ্বজাবাহকগণ, মোসালধারীগণ, ইত্যাদি।

পাত্রিগণ।

সরলা	...	কালাপাহাড়ের স্ত্রী।
মতিয়া	...	যবন রাজকন্যা ও কালাপাহাড়ের প্রণয়িনী।
সুরতিয়া	...	মতিয়ার সখী।

কুমারীদ্বয়, নর্ত্তকীগণ, সখীগণ, হিন্দুরমণীগণ, ইত্যাদি।

উপহার।

পরম পূজনীয়, ভক্তিভাজন—

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ দত্ত

মহাশয়ের কর-কমলেষু।

দাদামহাশয়

আমার এই হিন্দুধর্ম্মদ্রোহী, নিষ্ঠুর, পাষণ্ড, বিধর্ম্মী, যবন কালাপাহাড়কে আপনার পবিত্র কর-কমলে অতি সন্তর্পণে অর্পণ করিলাম; এই সামান্য লেখনী প্রসূত, ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আপনার কৃপানয়নে পতিত হইলে সমস্ত শ্রম সফল বোধ করিব।

তাং ১লা ভাদ্র
সন ১২৮৮ সাল
কলিকাতা।

প্রণেতা

শ্রীহরিশ্চন্দ্র হালদার।

কালাপাহাড়।

বা

ধর্ম্মদ্রোহি নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সায়ংকাল।

যমুনাতট, চন্দ্রোদয়।

(কালাপাহাড় উপবিষ্ট)

কালা। (স্বগত) সংসারে কদিন। এখানে সমস্তই লীলাখেলা বইত নয়। যদি মরে গেলুম তবেত সবই ফুরিয়ে গেল। আর যতদিন জগতে বেঁচে থাকব, ততদিন প্রাণের সাধ কেন না মিটাব? যখন এ মানব দেহ ধরেছি তখন তার

অনুযায়ী কার্য্য করা উচিত। লোকে আমার কি কর্‌তে পার্‌বে? আমি কি কাপুরুষ? সামান্য—জঘন্য হিন্দু-সমাজের অনুরোধে এমন সুখের স্বর্গ-রাজ্যটা পা দিয়ে ঠেল্‌ব? না, তা হ'তে পারে না। প্রেম! তুমিই জগতে সত্য। যমুনে! তোমার স্রোত যেমন এক মনে এক দিকে অনবরত ধাবিত হচ্ছে, তেমনি আমার প্রেমপিপাসা সেই কুরঙ্গনয়নীর পানে বেগে ধাবিত হচ্ছে—সে পিপাসার আর নিবৃত্তি নাই। আমি এখন কি করি? এই সায়ংকালে যমুনার হিল্লোল গুলি, একটির পর আর একটি, তার পর আর একটি বিলীন হচ্ছে দেখে, কোথায় নয়নের তৃপ্তি সাধন কর্‌ব, কোথায় ভক্তি ভাবে যমুনার পবিত্রবারি গণ্ডূষ করে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন কর্‌ব; না, এক প্রগাঢ় চিন্তা উপস্থিত। হে সন্ধ্যে! অদ্য আমার নিকট হতে বিদায় নাও। আর আমি তোমার সেবা কর্‌তে চাহি না। হে যমুনে! অদ্যকার ন্যায় কল্যও তোমার জল কলকল রবে প্রবাহিত হবে; কিন্তু আর আমি তোমার পবিত্রবারি ভক্তিভাবে মস্তকে দিব না। ব্রাহ্মণ, তোমার আর গৌরব কোথায়? (ক্রুদ্ধভাবে) তোমাদের

ছার্ তেজ! চাহি না—; তোমরা কিনা করিতে পার? তোমরা ভণ্ড! আমি তোদের সমাজে থাকিতে চাহি না। আর আমি তোদের ছায়া স্পর্শ করিতেও চাহি না। তোরা শোন্, কালা-পাহাড় কি প্রতিজ্ঞা করিতে প্রস্তুত;—এক সময়ে দেব-দেবীর মূর্ত্তি এই ভারত থেকে সমূলে উৎ-পাটন কর্‌তে এই হস্তে খড়্গ ধারণ কর্‌বে। শশাঙ্ক! তুমি সাক্ষী; আমি বিধর্ম্মী কিসে? বরং আমি ধর্ম্মের যথার্থ অনুগামী। আমি পৌত্ত-লীক নয়। মতিয়া, তুমি কি আমার? আমি তোমায় প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। যেদিন থেকে তোমার সেই সুবিমল মুখখানি দেখেছি, সেই দিন অবধি মন, প্রাণ তোমাতেই অর্পণ করেছি। তোমায় এ জীবনে কখন ভুল্‌তে পার্‌ব না। তুমি না আমায় অঙ্গীকারে আবদ্ধ কর্‌তে চেয়েছ? বল এমন কি কার্য্য আছে, যা—তোমার কথা মত পালন কর্‌তে আমি অসমর্থ? মতিয়া, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হব,—এত সামান্য কথা; যদি রাজ্য, ধন ত্যাগ কর্‌তে বল, তাতেও প্রস্তুত আছি। তাই ত—সন্ধ্যাটা যে গড়িয়ে গেল! গায়ত্রীটা উচ্চারণ করে নিই না কেন? (জপ

লইয়া আচমন ও গায়ত্রী পাঠ) ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎ-সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ। (হঠাৎ চমকিত হইয়া উচ্চৈস্বরে) অ্যাঁ, আমি কি কর্‌ছি? (হঠাৎ সুরতিয়া পশ্চাৎ দেশ হইতে কালাপাহাড়ের চক্ষুদ্বয় আবৃত করিল) আল্লা, আল্লা—কেও? তুমি কে?—আমি নির্জ্জনে একটু ভাব্‌ছি—তাও কি ভাব্‌তে দেবে না?—সরলা? তবে কে? সুরতিয়া? (সুরতিয়ার শীঘ্র বৃক্ষান্তরালে লুক্কায়ন ও কালাপাহাড় চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে করিতে দণ্ডায়মান) কৈ সুরতিয়া? কেউত নয়—এর মানে কি?

(নেপথ্যে) ও কালাপাহাড়, ও কালা—

কালা। কে আমায় ডাক্‌ছে? (সেই দিকে উঠিয়া অগ্রসর) তাইত এই যে! (অপ্রতিভ ভাবে) আরে সুখময়ী ভাল আছ ত? আমি ত, তবে ঠিক ঠাওরেছি?

সুরতিয়ার প্রবেশ।

সুর। বলি খুব যা হোক।

কালা। রাজকুমারী কেমন আছেন? আমায় কি তাঁর স্মরণ আছে?

সুর। হ্যাঁ কালাপাহাড়, আমাদের রাজকুমারীর কাছে কি তুমি বলে এসেছিলে? এই কি তোমার ভালবাসা? এতেই কি তুমি তাঁর হৃদয় অধিকার করতে চাও? ছি! কথায় বলে 'পরের বুক চিরে দেখে প্রেম ক'রো তবে।' তুমি অমন লুকোচোর, তা আমি জান্‌তেম না। রাজকুমারী এই সব শুন্‌লে কি বল্‌বেন বল দেখি?

কালা। কেন ভাই আমি কি করেছি! আমি ত' তোমাদের রাজকুমারীর কোন অপ্রীতিকর কার্য্য করিনে। যদি করে থাকিত' ক্ষমা কর।

সুর। (ব্যঙ্গ করিয়া) না এমন কিছুই নয়। হ্যাঁ কালাপাহাড় তোমায় কে এমন শেখালে? ড্যাঙ্গায়ও থাক্‌বে, আবার জলেতেও থাক্‌বে? তুমি কি মন্তর পড়্‌ছিলে? আমি সব গাছের আড়াল থেকে শুনেছি—হা! আবার বুঝি তোমার মনে নাই? তবে এই চল্লুম—রাজকুমারীকে গিয়ে বলে দিচ্ছি—

(কৃত্রিম রাগ প্রদর্শন।)

কালা। (বস্ত্র ধরিয়া) সুরভিয়া, আমি এই প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আর কখন গায়ত্রী উচ্চারণ

করব না। ওটা হঠাৎ কেমন মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল; তাতে অত রাগ কেন? (স্বগত) ঈশ্বর, তুমিই সত্য! পাপিষ্ঠের অপরাধ মার্জ্জনা করো। গায়ত্রী, তুমি কি সজীব? তোমাকেই উচ্চারণ কল্লে ঈশ্বর সন্তুষ্ট হবেন? এর মানে কি? তুমিই কি কেবল আমাদের অধিকৃত?

সুর। আবার কি বল্‌ছ? বল, আমার আঙ্গুল কাম্‌ড়ে বল, যে আর কখন ক'র্‌বে না।

কালা। (আঙ্গুল কামড়াইয়া) এই ভাই যথার্থ বল্‌ছি। আর আমি মোহজালে অন্ধ নই।

সুর। আচ্ছা, তোমার মুখ খানি এত ভারি ভারি হয়ে এল কেন? আমার উপর রাগ কর্‌লে নাকি?

কালা। সেকি! আমার প্রাণ থাক্‌তে কখন তোমার উপর রাগ কর্‌তে পার্‌ব না। আচ্ছা ভাই সুরতিয়া, ও সকল কথা এখন রেখে দাও; আমি তোমাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব; সেই প্রশ্নের উত্তরের উপর আমার আশা ভরসা সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌ছে। তুমি ঠিক্ করে বল দেখি, যে তোমাদের রাজকুমারী আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন কি না?

সুর। কেন তুমি দাড়ী রাখ, আমাদের মতন ইজের, আলখাল্লা পর, নামাজ কর, তা হলে আমাদের বিবিজান নিশ্চয়ই তোমার প্রেমে আবদ্ধ হবেন। প্রকৃত যবন হও, যবনের কার্য্য কর।

কালা। সুরতিয়া আর আমায় ওকথা বার বার বোলো না। তুমি রাজকুমারীর সখি, তুমি যা বল্‌বে, আমি তাইতে প্রস্তুত। আর আমি পাপিষ্ঠ হিন্দুদের কথা কখনই শুন্‌ব না। আমি নিশ্চয়ই ত্রিসন্ধ্যা নামাজ কর্‌ব; হিন্দুর বেশ, হিন্দুর আচার, হিন্দুর ব্যবহার, সমস্তই অন্তর্হিত কর্‌ব। আর অণুমাত্রও হিন্দুর চিহ্ন ধারণ কর্‌ব না। (স্বগত) ধর্ম্ম! তুমি সাক্ষী। আমি বিধর্ম্মী নই। রাজকুমারীর অপ্রীতিকর কার্য্য কখনই কর্‌ব না। আমি তাঁর অমৃতময় প্রেম থেকে কখনই বিচ্যুত হব না।

সুর। এই ত মানুষের কাজ। তোমায় বিবিজান প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন তা জান? তোমায় আজ তিনি ডেকেছেন; তাই আমি বল্‌তে এসেছি। কিন্তু গায়ত্রি কি মন্ত্র কখন প'ড়', না।

কালা। আমি যেতে প্রস্তুত আছি। আর

আমি তোমার উপকার এ জীবনে ভুল্‌তে পারব না। কিন্তু ভাই সুরতিয়া ইটি নিশ্চয় জেন যে রাজকুমারী মতিয়া ভিন্ন কালাপাহাড়ের অন্তরে আর কেহই নাই। কালাপাহাড় এখন যবন। যবন আর শ্মশ্রুতে ক্ষৌর স্পর্শ করবে না।

সুর। আর দেখ, তাঁর প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ তোমায় এই অঙ্গুরীটি দিয়েছেন। (অঙ্গুরী প্রদান) দেখ এখন শেষ রাখ্‌তে পারলেই হয়।

কালা। সে সব তোমাদের হাত।

সুর। যখন নবীন নাগর হয়ে বিবিজানের পাশে বস্‌বে, তখন আর কি আমাদের মনে থাক্‌বে? ভাই যথার্থ বল্‌তে কি, আমাদের রাজকুমারী তোমায় যে কোন্ চক্ষে দেখেছেন—তা বল্‌তে পারি না।

কালা। তা আমার অদৃষ্টের জোর! আমায় কখন যেতে বলেছেন? ভাই সুরতিয়া রাজকুমারীকে নিশ্চয় ব'ল' যে কালাপাহাড় যবন ধর্ম্মে দীক্ষিত হবে। আর আমি এখন কাফের হিন্দু নই। আমি একান্তই তাঁর অনুগামী।

সুর। আজ ঠিক্ সন্ধ্যার সময়। (স্বগত) আর পালায় কোথা? যে আঠাকাটিতে জড়ি-

য়েছি, আর ছাড়াতে হবে না। (প্রকাশ্যে) তবে কালাপাহাড় নিমন্ত্রণ রহিল যেও; আমার মাতার দিব্বি।

(সুরতিয়ার প্রস্থান।)

কালা। (স্বগত) তাইত, আমি এখন কোন্ দিক্ রক্ষা করি? আমার এ যে উভয় সঙ্কট! দুই দিকেই বিপদ্। এক দিকে প্রেমের পুতলী মতিয়ার সুমিষ্ট আহ্বান, অপর দিকে জ্ঞাতিবর্গের আহ্বান। (উর্দ্ধে দৃষ্টি) হা ভগবন্, এ পামরের অপরাধ গ্রহণ করবেন না। কালাপাহাড়ের আত্মা কখনই কলুষিত নয়—আমি ধর্ম্ম লোপ করি নাই। তোমারি উপাসনা করব। তোমাকেই হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করব। না—না—তবে কেন আমি কৃত্রিম মায়ায় মুগ্ধ হব? ধর্ম্ম তুমি কি দ্বিতীয়? কোন্ শাস্ত্রে লিখিয়াছে? কখনই গ্রাহ্য করি না। বেদ, তোমাতে যে নীতিগর্ভ উপদেশ ও যে ঈশ্বরের উপাসনা আছে; কোরাণেও সেই উপদেশ ও সেই ঈশ্বরের উপাসনা আছে। তবে কি বিভিন্ন? তবে কেন তাঁর প্রণয় পাশ হতে বিচ্ছিন্ন হব? যদি আমি প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করি,

তবে আমার নরকে গতি হবে; অনন্ত কালের তরে গতি! তার আর কখন নিষ্কৃতি নাই। না,—প্রাণ থাকিতে ত' মতিয়ার আজ্ঞা লঙ্ঘন কত্তে পারব না। (চিন্তা) অঙ্গুরী! তুমি আমার প্রিয়-তমার প্রণয়ের নিদর্শন হ'লে। মন! তুমি তাকে নিশ্চয়ই পেতে যত্ন কর। (নেপথ্যে কোলাহল) একি! কিসের জনতা! বোধ হয় আমারই কোন রূপ বিশৃঙ্খল ঘট্‌বে। উঃ—ক্রমশঃ যে বাড়্‌চে। আমার এস্থানে দাঁড়িয়ে আবশ্যক নাই। চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, তোমরা সাক্ষী, আমি মতি-য়ার প্রেমে মুগ্ধ ব'লেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হচ্চি; তা ভিন্ন আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। (অন্যমনস্ক বশতঃ) তবে একটু বিলম্ব করেই যাই না কেন? সায়ং সন্ধ্যাটা কত্তে হবে? ওঃ— আবার এ হৃদয়ে তাই উদয় হচ্চে? এখনও হিন্দুর জঘন্য প্রথা এ হৃদয়ে স্থান পায়? (করযোড়ে জানুপাতিয়া) মহম্মদ! আমি এখনও কি নিবীড় মোহ অন্ধকারে আচ্ছন্ন আছি? এখনও কি ঘন-ঘটাচ্ছন্ন অমানিশার ঘোরতর গভীর আঁধারে আমার আত্মা নিহিত রয়েছে? তবে কি আমার জ্ঞানালোক এখনও স্ফূর্ত্তি পায় নি? হে আল্লা

আমার হৃদয়ের আল্লা! সৎপথ দেখাও, জ্ঞান দাও, ধর্ম্ম দাও, মনে এরূপ বল দাও যে জঘন্য হিন্দুর কলঙ্ক-চিহ্ন হৃদয়থেকে ধৌত করিতে পারি!

(কালাপাহাড়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মতিয়া বিবির গৃহ।

মতিয়া ও সুরতিয়া উপবিষ্টা।

মতি। সখি! হিঁদুরা নিমক্-হারাম্ কে বলে! আমি তা কি করে বিশ্বাস করি! না সখি তা কখনই পারি না।

সুর। আপনি যে কালাপাহাড়ের প্রেমে একেবারে জড়িয়ে পড়েছেন, তা বেশ টের পাচ্ছি।

মতি। আচ্ছা সখি, কালাপাহাড় শীঘ্র কি আমাদের কুহক জালে পড়্বে?

স্নুর। রাজকুমারী তাকি আর বল্তে? যে ফাঁদ পেতে এসেছি তাতে নিশ্চয়ই কাম বজায় হবে।

মতি। বল্ দেখি, কি ফাঁদ পেতেছিস্!

স্নুর। কাল্কে আফিঙ্গের নেশা করিয়ে দিয়েছি; আর ছাড়্তে হয় না। রাজকুমারী বল্তে কি! আজ হয় ত' সেই নেশার চোটে ভোঁ হয়ে এখানে এসে পৌঁছবে।

মতি। সত্যই কি এখানে আস্তে তাকে নিমন্ত্রণ করে এসিছিস্।

স্নুর। হুঃ—তাও বুঝি জান না? আজ এলে হয়; এখনি কল্মা পড়িয়ে তবে ছাড়্ব'।

মতি। সত্য সখি ঠিক্ বল্‌ছিস্ ত'।

স্নুর। এই মাইরী——,

মতি। তবে খানার আর নাচের আয়োজন কর্ত্তে বলে আয়।

স্নুর। তবে আমি শীঘ্র যাই।

(স্নুরতিয়ার প্রস্থান।)

মতি। (স্বগত) তবে কালাপাহাড় নিশ্চয়ই আমায় ভালবাসে? এতক্ষণে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'ল। মনে করেছিলাম যে হিন্দুরা যবনের সঙ্গে বিয়ে করে না। তা—কালাপাহাড়! মনে করেছ, যে, গোপনে প্রেম করবে? আমাদের কাছে খোলা-খুলি। আজ এলে হয়, আমি যে ভালবাসি, আজ সেই ভালবাসার জন্য তোমায় আমায় এক সঙ্গে খানা খাব; তোমায় আমার উচ্ছিষ্ট খাওয়াবো। এই যে সুরতিয়া—সব আয়োজন ঠিক হয়েছে ত'?

সুরতিয়ার প্রবেশ।

সুর। সব আমি প্রস্তুত করতে বলে এসেছি। আপনার কিছু বলতে হবে না। আয়রা বাই আসছে আমি ডেকে এসেছি।

মতি। সখি এক কাম কর্ দেখি; একটা মজা মনে পড়ল, (হাস্য) দেখ্ তোকে একবার ধর্ম্ম-গুরু হ'তে হবে।

সুর। রাজকুমারী তোমার হাসি যে আর গালে ধরে না? কিসের গুরু? ধর্ম্ম-গুরু না নাটের গুরু!

মতি। সখি তোকে একবার পীর-পৈগম্বর সাজ্‌তে হবে। (হাস্য)

সুর। (স্বগত) এই বার মজালে। (প্রকাশ্যে) ওগো কি বল্লে? আমার হাসি যে আর পেটে ধরেনা। (উচ্চহাস্য) ওগো সে যে দাড়ি—ছিঃ!

মতি। হ্যাঁলা, হ্যাঁ। এই এক বারটী; (হাসিতে হাসিতে) আমার দিব্বি। ওই যে, ওই খান থেকে, বস্; আমি যাই। (গমন ও বেশ ভুষা লইয়া পুনরাগমন)

সুর। না রাজকুমারী আমায় ও কথা বোলো না, আমি ধর্ম্মের কথাবার্ত্তা বল্‌তে পার্‌ব না। আমায় আর কিছু বল আমি এখনি কত্তে রাজী আছি, কিন্তু ওটি পার্‌ব না।

মতি। এই দেখ আমি তোকে দিব্যি ক'রে সাজিয়ে দিচ্ছি। আমার মাথা খাস্—হাসিস্‌নে। র'স্, এই দাড়ীটা পরিয়ে দি।

সুর। রাজকুমারী (ক্রন্দন স্বরে) কি কল্লে। ওমা, দেখ দেখ সত্যি সত্যি যে আমার খোদার সুড় বার করে দিলে।

মতি। (একটা সাদা থান, আল্‌খাল্লা ও পাগড়ী পরাইয়া দিয়া করতালির সহিত হাস্য) এই বারে ঠিক পৈগম্বর বলে মানিয়েছে; বাঃ—

লো, বেশ হয়েছে। দেখিস্ যেন ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রেমের কথা আনিস্‌নে।

সুর। কে না আস্‌ছে? এই বার মজালে—আমি কি করি? না, তবে আমি প্রেম শিক্ষাই দেব।

মতি। চুপ কর্ কেও যেন টের পায় না।

সুর। তবে আমি মক্কার ধর্ম্ম গুরু বলে পরিচয় দেব।

মতি। আঃ—তাই দিস্।

কালাপাহাড়ের প্রবেশ।

মতি। আমাদের এমন কি সৌভাগ্য যে আপনার আবার এস্থানে পদার্পণ হ'ল? (হস্ত ধারণপূর্ব্বক উপবেশন)

সুর। তবে আপনার প্রতিজ্ঞা ত অটল?

কালা। কি! আপনাদের ভ্রম এখনও দূর হয় নি? আমি কি প্রবঞ্চক?

মতি। ধন্য কালাপাহাড়! তুমি যথার্থ হিন্দুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

কালা। আপনার সঙ্গে সাক্ষাতে যে আমার

কি পর্য্যন্ত আনন্দ হয়েছে—তা বল্‌তে পারিনে। যদি হৃদয় চিরে এই অন্তর দেখাতে পার্ত্তেম তবে এখনি সব জান্‌তে পারতেন।

মতি। তুমি যথার্থ প্রেমানুরাগী। আমি জানিলাম তুমি আমার জন্য ধর্ম্ম ত্যাগ কত্তেও কুণ্ঠিত নও।

কালা। কি? তা বলে হিন্দুসমাজে কলঙ্ক অর্পণ করি নাই।

সুর। এতে আবার কলঙ্কটাই বা কি?

মতি। কখনই হ'তে পারেনা।

কালা। আর বোধ হয় যাহারা আমার নিন্দা অপবাদ করে, তাহারা নিজে ইহার দারুণ গোঁড়া বল্‌তে হবে? বিবিজান, যদি আমি সময় পাই তবে আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি, মৃত্তিকা দেব-দেবীর পূজা রহিত কত্তে, আর ভণ্ড ব্রাহ্মণদিগের কীর্ত্তি লোপ কত্তে ত্রুটি ক'রবনা।

সুর। এইত উচ্চ পদস্থ মহাত্মাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য।

মতি। কালাপাহাড়, এত দিনে জানলেম তুমি আমার হৃদয় অধিকার কর্ত্তে সমর্থ হবে। এতদিনে বোধ হয় আমার প্রতিজ্ঞাও সফল হবে।

কালা। আপনার কি প্রতিজ্ঞা?

মতি। আমার প্রতিজ্ঞা যিনি হিন্দুদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করবেন, এমন কি হিন্দুদের ধর্ম্মের বিপক্ষে যিনি বিরোধী হবেন,—তাঁকেই আমি পতিত্বে বরণ করব।

কালা। ঈশ্বর শীঘ্রই আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ কর্ব্বেন সন্দেহ নাই।

মতি। আমি পূর্ব্বে আপনাকে বলিছি, যে ভালবাসা আর বিশ্বাস না থাকলে প্রণয় হয় না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সলিমান বাদ্‌সা না তোমায় তাঁর অসংখ্য সেনার সেনাপতিত্বে বরণ কত্তে চেয়েছেন?

কালা। কই আমিত এর বিন্দু বিসর্গও জানি নে। তবে আমাদের প্রণয়ে কি তিনি প্রতিরোধ করবার যত্ন করবেন?

মতি। সলিমানের তুল্য অমন ভদ্র বাদ্‌সা কি আর হবে? তিনি তোমাকে যথার্থ উপযুক্ত দেখে এমন দুঃসাহসীক কার্য্যে প্রবৃত্ত করাচ্চেন।

কালা। আমি অবশ্য তাঁর আজ্ঞা পালনে সম্মত। তিনি আমাকে এত ভালবাসেন তাহা আমি জানিতাম না।

মতি। আপনি যথার্থ বীরকুলের মণি। যুদ্ধ বিষয়ে দক্ষ না হ'লে বাদ্‌সা আপনাকে কখনই আহ্বান কত্তেন না—ইটি বেশ জানুবেন।

কালা। সে কেবল আপনার ভালবাসার জন্য আপনি বল্‌ছেন। সে যা হোক, আপনার প্রণয়লাভের জন্য এমন কি দৃঢ়ব্রত আছে—যাহা আমি পালন কর্ত্তে অসমর্থ? সত্যিয়া—আমি তোমার হৃদয় স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কচ্চি যে, তোমার জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত নই। তা যবন-ধর্ম্মে দীক্ষিত হবো—এত সামান্য কথা!

সুর। যে জঘন্য সমাজের অনুরোধে এমন পবিত্র প্রণয় থেকে বিচ্যুত হয়, সে কাপুরুষ। কালাপাহাড়, তুমিই আজ জগতে যথার্থ মনুষ্য-নামের গৌরব রক্ষা কল্লে। কি! জঘন্য হিন্দুদের মধ্যে এমন লোক আছে যে এমন পবিত্র প্রণয় থেকে বিচ্যুত করবে? না কখনই হ'তে পারে না। কালাপাহাড়! তুমি এমন সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন তা জানতুম না। তোমার হৃদয়ের এক একটী ভাবে যে কত উচ্চ অভিপ্রায় ব্যক্ত হচ্চে শুনে অত্যন্ত আমি সন্তুষ্ট হয়েছি।

কালা। সে কেবল আপনার মঙ্গলপূর্ণ বচনে। আপনার জ্ঞানোপদেশ আমি হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করি। কিন্তু একটী কথা বল্‌তে আমার সাহস হচ্চে না।

সুর। কি বলুন আপনার তাতে বাধা নাই।

কালা। আপনি কে? আপনাকে যথার্থই যে ধার্ম্মিক বলে বোধ হচ্চে।

মতি। ইনি—এই—মক্কার ধর্ম্মগুরু।

কালা। বটে? তবে কৃতার্থ হলেম।

সুর। কালাপাহাড় যতদিন হিন্দুদের মধ্যে মাটীর দেব দেবীর উপাসনা থাকবে, তত দিন উহাদের মঙ্গল নাই, শান্তি নাই, কিছুই নাই; তুমি যে হিন্দুর নিকৃষ্ট ধর্ম্ম ত্যাগ করে আমাদের যথার্থ ও বিশুদ্ধ ধর্ম্ম আশ্রয় করেচো, ইহা তোমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য বলতে হবে। তাতে তুমি ইহকালেও পরকালে স্বর্গের অনন্ত সুখ উপ-ভোগ কত্তে পারবে।

কালা। আপনার সাধু উপদেশ আমার প্রাণে বজ্রবৎ বিদ্ধ হয়েছে। আর কখন অপনীত হবার নয়।

সুর। যদি যবন ধর্ম্মে মন একান্তই নিবেশ কল্লে তবে তার কার্য্য কর।

কালা। কি কার্য্য বলুন, এখনি সমাধা করি।

সুর। কোরাণের সমস্ত অভ্যাস কর। আল্লার কাছে শপথ কর যে যবন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে যবনের ন্যায় কার্য্য করব।

কালা। ওঃ—এতক্ষণে আমার দেহ, মন,

আত্মা পবিত্র ও শীতল হ'ল। এখন আমি যথার্থই যবন হলেম। যবনের কর্ত্তব্য কার্য্য কত্তে কখন ত্রুটি করব না।

(নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি)

একজন অনুচরের প্রবেশ।

অনু। নাচের আয়োজন ও খানা সাজান হয়েছে।

(প্রস্থান।)

মতি। তবে কালাপাহাড় আর বিলম্ব করবার আবশ্যক কি? যবন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে খানা খাবে এস।

কালা। না—আর বিলম্ব কি? আপনি চলুন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাচ্ছি।

সুর। তবে আসুন। হৃদয়ে বিমল আনন্দ উপভোগ করবেন আসুন।

(সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজপথসন্নিহিত তরুতল)

[এক জন ব্রাহ্মণের চীৎকার করিতে করিতে বেগে প্রবেশ]

ব্রাহ্ম। ধর্ম্ম যাওয়া—প্রাণ যাওয়া—যবন হওয়া—মান যাওয়া,—পামর কালাপাহাড় দেখ্‌বি? ঐ তোর মস্তকে বজ্রাঘাত হলো! হলো!! কি ব্রাহ্মণের অবমাননা? দুরাচার যবন। ভস্ম হ, ব্রহ্ম-তেজে ছার্ খার্ হ। পুড়ে যা—যা—যা, গেলি? জীবন সার্থক হোক্। হায়! হায়! হায়! (হস্তে পইতা জড়াইয়া কঠোর দৃষ্টি) কি হল? নারা-য়ণ রক্ষা কর। রক্ষা কর। আমি তোমারি ক্রীত দাস। প্রেমের প্রতিমা বিসর্জ্জন! জনমের তরে বিসর্জ্জন যায়! কালাপাহাড়—ওরে বর্ব্বর—ওরে আত্মঘাতী—(ক্রন্দন স্বরে) ওরে নিষ্ঠুর! কি কল্লি? কি কল্লি। সর্ব্বনাশ হ'লো! জনমের মত ডুবলো—ডুবলো? সরলা! হায়। দুরাচার! একি! যবন! তোরে এই ব্রহ্ম অস্ত্রে দগ্ধ করবো।

বুকে পাষাণ দিয়ে সাগরে ডুবিয়ে দেবো। পালিয়ে যা——

দেবরথ ও ব্রহ্মানন্দের প্রবেশ।

আবার তাই! মনে ক'ল্লুম আর দেখ্‌ব না। কে তোমরা? এই ব্রহ্ম অস্ত্রে দগ্ধ করবো। এখনও বল কে তোমরা? যবন! পাপিষ্ঠ যবন! দুরাচার আমি ব্রাহ্মণ। প্রাণের সাধ থাকে ত' স্পর্শ করিস্ না। (বক্ষে করাঘাত) গাত্র দগ্ধ হ'লো, পুড়ে গেল, ছার খার হ'লো, গেলুম—গেলুম;—

দেব। এ ব্যক্তিটা কে হে? এমন করে রাজ-পথে চীৎকার কচ্চে কেন? চল চল ঐ দিকে শীঘ্র চল।

ব্রহ্মা। বোধ হয় কোন উন্মাদগ্রস্থ ব্যক্তি হবে।

দেব। কি ভয়ানক চীৎকার কচ্চে! চল, ওকে জিজ্ঞাসা করিগে। (নিকটে গিয়া) তুমি রাজপথে অমন করে চ্যাচাচ্চো কেন? এখনই যে রাজকর্ম্মচারিরা দেখ্‌তে পেলে ধরে কারাবদ্ধ ক'র্ব্বে।

ব্রাহ্ম। কে তোমরা? রক্ষা কর—রক্ষা কর;

পামর কালাপাহাড় আমায় সবংশে মেরে ফেল্লে। দুরাত্মা! কালাপাহাড়! দেখ্‌বি?

দেব। (জনান্তিকে) তাইত, এযে দেখ্‌ছি কোন গূঢ়ভাবে পূর্ণ। উঃ কালাপাহাড়! ব্যক্তিটা দেখ্‌ছি, হৃদয়ে কোন দারুণ আঘাত পেয়েছে, (প্রকাশ্যে) ওহে! বলি তোমার কি হয়েছে? এমন করে এখানে চীৎকার কল্লে কি হবে? এস আমাদের সঙ্গে এস। শান্ত হবে ত এস।

ব্রাহ্ম। কি বল্লে? যাবো? কোথায়? যমালয়ে? হায়! আমার কনকলতা কোথা যাবে? আমার মনি রেখে কোথায় যাবো?—দুরাত্মা কালাপাহাড় নেবে? যবনের সহধর্ম্মিণী ক'রবে? কখন দোব না। (হস্তোত্তোলন করিয়া) সরলে! এস—শীঘ্র এস—পথ পেয়েছি। ঐ দেখ্‌তে পেয়েছি। স্বর্গের পথ—মা—এস—কোলে করি। ঐ যে—ঐ যে—নিয়ে যায়, ওগো ধর—ধর (দেবরথকে বেষ্টন করত) মা এস মা—বক্ষ শীতল করি, (ক্রন্দন স্বরে) হৃদয় জ্বলে গেল—আর পারি নে।

দেব। ভ্রাত ভয় নাই। তুমি যে বিপদে পড়না কেন, আমরা তোমার নিশ্চয় সহায়তা ক'রবো। ভ্রাত। আর কেঁদো না। বুঝিছি; আর বল্‌তে হবে না। সেই দুষ্ট! সেই পাষণ্ড!

ব্রহ্মা। এত দূর হয়েছে। সহজ মানুষকে এমন ক'রেছে! এমন হয়েছে! কি ভয়ানক দৃশ্য! হা ঈশ্বর! আর যে দেখা যায় না।

ব্রাহ্ম। ভারতবাসী! উঠ? ধর্ম্মলোপ—বংশ-লোপ—আর নীরব থেকো না। পামর কালা-পাহাড় ধর্ম্ম লোপ করে। উঠ? জাগ? দুরাত্মার মস্তক ছেদন কর। ব্রাহ্মণ যাওয়া-সবংশে যাওয়া—হা মরলে! প্রাণ যায়! (বক্ষে করাঘাত) বুক যায়, জ্বলে যায়—(ক্রন্দন) মাগো আর সহ্য হয় না। বুক ফেটে গেলরে—আর পারি না। হা ভগবান! ভারতবাসী জাগ? জাগ? দুরাত্মার মস্তক ছেদন কর, উঠ—উঠ—উ—

দেব। দেব একটু শান্ত হও, হায় তোমায় এ দশা যে আমরা আর দেখ্‌তে পারি না।

ব্রাহ্ম। দুরাত্মন! এত বড় স্পর্দ্ধা! যবন ধর্ম্মে আনুবি? আমাকে সবংশে মারবি? ছেড়ে দে আমায় ছেড়ে দে। (বল প্রকাশ ও দুই জনে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা) ভারতবাসী জাগ—উঠ—ধর্ম্ম লোপ, বংশলোপ—দুরাত্মা কালাপাহাড়—যবন কোথায়? ধর—ধর—ভারতবাসী—ধর——

(বেগে পলায়ন)

ব্রহ্মা। তাই তো গেল কোথায়? হায়! হায়! কি কষ্ট আর যে সহ্য হয় না। হা ভগবান! লোকটা একেবারে এমন হয়ে পড়েছে? আমার ভয় হয়ে ছিল, বলি হত্যাটাই হোল নাকি?

দেব। ব্রাহ্মণের দেখ্‌ছি সবংশে নির্ম্মূল হ'তে হোল। ইটি নিশ্চয়ই দুষ্ট কালাপাহাড়ের দুরভিসন্ধি।

ব্রহ্মা। মহাশয় বলেন কি? সেই দুষ্ট! সেই পাষণ্ড! কালাপাহাড়! এমন করেছে? মহাশয় এর ব্যাপারটা কি জানেন?

দেব। বিষয়টা গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঐ কপট, ধূর্ত্ত যবন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে।

ব্রহ্মা। আরে বলেন কি মহাশয়! ব্রাহ্মণের ছেলে, অমন ঋষিবংশ, আবার তাতে অমন কুলীন, কুলের মুকুটী বল্লেই হয়। আরে মলো হতভাগা একেবারে অধঃপাতে গেছে। তার পর———

দেব। আরে দূর্ তোর্ কুলীনের কপালে আগুণ। তার পর কিনা দুরাত্মা ঐ ব্রাহ্মণটীর কন্যাকে যবনী কর্ত্তে চায়। তাতে আবার ওর একটী বই কন্যাসন্তান নয়; এখন বোধ হয় যথার্থই বল পূর্ব্বক আপনার দুরভিসন্ধি প্রকাশ কচ্চে।

ব্রহ্ম। বটে? ঐ ব্রাহ্মণটীর কন্যা; আহা! কি সৎপাত্রেই তবে কন্যাটী সম্প্রদান করা হয়েছিল!

দেব। তাতে আবার এখন বাদ্‌সার প্রিয়পাত্র; শুনেছি নাকি কালাপাহাড় সেনাধ্যক্ষ হয়েছে?

ব্রহ্ম। কি বলেন মহাশয়! বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ শোণিত্ কি যবনের কাছে কলঙ্কিত হবে? কখনই না, কখনই হবে না। আসুক, সহস্র সেনাপতি আসুক; কি কর্ত্তে পারে দেখা যাক্——।

দেব। দেখ্‌বে আর কি! অরণ্যে রোদন করা মাত্র! যখন ঐ একজন দেশের প্রধান লোক তখন আর কি কর্‌বে বল; ওর হাতেই সব।

ব্রহ্ম। তবে কি এই নরাধম, কুলাঙ্গার ব্রহ্মতেজ্ ম্লেচ্ছের পদে অর্পণ কর্‌লে? একটা সামান্য কুঠার দিয়ে কি হিমাদ্রিগিরিমূল ছেদন কর্‌বে? আর্য্যসমাজকে দুরপনেয় চিরকলঙ্কে কলুষিত ক'র্‌বে? ভারতভূমির পবিত্র ধর্ম্মে কালকূট অর্পিত কর্‌বে? তা কখনই হ'তে দোব না।

দেব। আবার শুনেছি নাকি ভারতের দেব-দেবীর মূর্ত্তি সমুদায় ধ্বংশ কর্‌বার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছে। যা শুনেছি, তাতে বোধ হয় এই নরাধম কৃতকার্য্য হতে পারে।

ব্রহ্মা। ওরে ব্রহ্মদেষী, ধর্ম্মদেষী, কাপুরুষ! তোর নিশ্চয়ই শীঘ্র পতন হবে। বসুমাতা অত কখনই সহ্য কর্‌বে না।

দেব। ভাই তবে এস, আর প্রকাশ্য স্থলে এমন করে চীৎকার কল্লেই বা কি হবে। আবার কেও শুনতে পেলে এখনি হয়তো রাজদ্রোহী ব'লে কারাদণ্ড কর্‌বে। এস, আমরা সকলে একতাবন্ধনে বন্ধন হই। তার পর ঐ ধূর্ত্তকে ইহার সমুচিত ফল দিতে পারি কি না; এস সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি।

ব্রহ্মা। এস ভাই এস; আর দেরী কোরো না। ব্রাহ্মণমণ্ডলে দুরাত্মার অসদভিসন্ধি প্রচার করিগে। ঐ না ওখানে আবার কি হয়েছে।

(নেপথ্যে) গেলুম রে, সর্ব্বনাশ হলো রে, দেবতা বিসর্জ্জন, চূর্ণ হ'লো, ভেঙ্গে গেল, হা নগরবাসী শীঘ্র এস, শীঘ্র এস, চূর্ণ হোল, চূর্ণ হোলো ——

উভয়ে। ঐ বুঝি কার সর্ব্বনাশ কল্লে। ঐ কালাপাহাড়, ঐ বর্ব্বর——

(দুই জনের বেগে প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সরলার গৃহ।

(করতলগণ্ডা সরলা উপবিষ্টা।)

সর। হা প্রাণাধিক স্বামিন্! কেন এত নিদয় হলে? কেন এ অবলা সরলার নির্জীব হৃদয়ে শেল্ বিদ্ধ কোল্লে? স্বামিন্! এই কি তোমার উচিত? আমার হৃদয়ে আঘাত লাগ্‌লে তোমার কি হৃদয় তাতে কণামাত্র ব্যথিত হয় না? দুশ্চারিণী মায়াকুহকিনী সেই পাপিনী যবনী! মায়াজাল বিস্তার করে আমার স্বর্গরাজ্য হস্তগত করেছে। ওরে কালনাগিনী! কেন তুই আমার কোমল হৃদয়ে শতমুখ ধরে দংশন কল্লি? পাপীয়সী! তুই যবনী হয়ে, আমার হৃদয়ের সুধাংশুকে কালরাহু হয়ে গ্রাস কল্লি? স্বামিন্! কি

কল্লে ; একটা সামান্য মায়াকুহকিনীর কাছে এমন পবিত্র পৃথিবী পুজিত ব্রাহ্মণধর্ম্মে কলঙ্ক অর্পণ কর্‌লে ? আজ তোমার সরলা কোথা যাবে ? কার কাছে দাঁড়াবে ? কোথায় গিয়ে কলঙ্কের মুখ দেখাবে ? নিষ্ঠুর স্বামিন্‌ ! স্ত্রীবধ কর্ত্তে কি তোমার দয়ামায়া হৃদয় থেকে একেবারে চলে-গেছে ! এ অনমদুঃখিনীর দশা কি হবে ? স্বামিন্‌ ! যখন ধর্ম্ম ত্যাগ করেছ তখন জেনেছি, মন জেনেছে, আমাকেও পরিত্যাগ করা হয়েছে। হা পিতঃ ! তুমি কোথায় ? তুমিও কি আমায় পরিত্যাগ কল্লে ? তবে আমার আর কে এ জগতে আছে ; আমার মৃত্যুই এখন পরম সুখ !

[বেগে খড়্গ হস্তে যবনবেশে কালাপাহাড়ের প্রবেশ।]

কালা। পাপীয়সী, লঘুচেতা, এখনও আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌ বল্‌ছি।

সর। (চকিত হইয়া) ওকি! নাথ অমন কচ্ছেন কেন ? এত রুদ্রবেশ কেন ? আজ এ দুঃখিনী সরলার উপর এত রাগ কেন ?

কালা। হে দিক্ দিগমণ্ডল! তোমরা এখনও দেখ আমার আত্মা কলঙ্কিত নয়। কালাপাহাড়ের প্রতিজ্ঞা চির অটল। পাপীয়সী এখনও আমার প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তর দিচ্ছিস্‌নে যে? নিরব রহিলি যে? এখনও বল্‌ছি যবন ধর্ম্মে দীক্ষিত হ। বসুমাতা এখনও তোরে অঙ্কে স্থান দিয়েছে। নচেৎ তুই নিশ্চিৎ জানিস্ যে, এই করাল কৃতান্ত সম কালাপাহাড় স্ত্রীবধ কর্ত্তেও কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়। এখন বল্ কোন দিক্ যেতে ইচ্ছা করিস্।

সর। নাথ! পতির বাক্য লঙ্ঘন করা মহা পাপ তা বেশ জানি। অবলার পতি ভিন্ন এ জগতে আর গতি নাই। পতি ইহজীবনের কেন? অনন্তকালের তরে? স্বামিন্! তব পদারবিন্দ হৃদয়ে ধরে——,

কালা। পাপীয়সী, এখন ও সব মিথ্যা অনুনয় রেখেদে। আমি ঘূর্ণাক্ষরেও তোর মায়িক্ অলৌকিক্ বাক্য বিন্যাস শুন্‌তে ইচ্ছা করি না। এখন প্রকৃত প্রস্তাবে কি উত্তর দিবি বল্।

সর। নাথ! অবলার হৃদয়ে সকলি সহ্য হয়। তবে বলি—কেন বল্‌ব না? আমাকে হৃদয় সমর্পণ

করে কি বলে যবন কন্যার প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হলেন? সরল হৃদয়ের অঙ্কুর কি বলে ছেদন কল্লেন? "এই কি উচিত হয়েছে? এ অধিনীকে পরিত্যাগ করেছেন; করুন। তবে কেন আবার যবনী কর্ত্তে চান? ধর্ম্ম, মান, সম্ভ্রম, জাত, কুল, এখন আমার সব গিয়েছে। এমন যে—স্বামী, অবলার এক মাত্র গতি! তাও হতভাগিনীর কপাল গুণে বিধাতা বিমুখ করেছেন। তবে এ ছার্ প্রাণ রেখে আমার কি ফল? (অশ্রুপতন) নাথ তোমার সুকোমল হস্তে মর্‌ব; এতো আমার পরম সুখ। এতে আমার ভয়ের চিহ্ন মাত্রও হৃদয়ে স্থান পায় না। ইটি বেশ জানুবেন যে, হিন্দুললনা যবনী হয়ে কখন যবন কন্যার পদ সেবার জন্য জন্ম গ্রহণ করে নি।

কালা। আমি যখন যবন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছি তখন তোর তাতে কি বিঘ্ন?

সর। সত্য বটে বিঘ্ন নাই। এ কথা সহস্র বার স্বীকার করি। স্বামিন্। তবে কি বলে তোমার হৃদয় থেকে আমাকে বিচ্যুত কল্লেন? আমার অধিকৃত হৃদয় কি বলে যবনীকে দান কল্লেন? কেন? অবলার হৃদয় কি কেবল সহ্য

করবার জন্য ? এ হৃদয়ে তা কখন সহ্য হবে না। কি! অস্পৃশ্যা যবনী তোমার বামে বস্‌বে আর আমি হতভাগিনী, জনমদুঃখিনী হয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তার পদ সেবা করব ? কখনই হ'তে পারে না। বিধাতা আমার অদৃষ্টে এমন লিপি কখনই লেখেন্ নাই। পর্ব্বতে, পর্ব্বতে, কন্দরে, কন্দরে, তোমাকে হৃদয়ে ধরে, ধ্যানে ধরে, জনম-দুঃখিনী সন্ন্যাসিনী হয়ে বেড়াব; সেও ভাল। তবু পিশাচিনী যবন কিঙ্করী হয়ে ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ কত্তে ইচ্ছা নাই।

কালা। (স্বগত) তাইত কিসে এর মন নত করি ? কিছুই যে উপায় দেখ্‌ছি না। এখন কি উপায় অবলম্বন কল্লে কার্য্য সিদ্ধি হতে পারে ? (প্রকাশ্যে) দেখ্ পাপীয়সী, তোর মনের ভাবে স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্চে যে, তুই যবন ধর্ম্মে দীক্ষিত হবি না। কিন্তু আমার এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, তোকে মহম্ম-দীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত কর্ব্বই কর্ব্ব। নচেৎ করাল কৃতান্ত সম এই শাণিত খড়্গ তোর হৃদয়ে বিদ্ধ করে এখনি এই পঙ্কিল-পাপের প্রগাঢ়-প্রায়শ্চিত্ত বিধান করব।

সর। নাথ! একটা সামান্য অবলা হৃদয়ের

শোণিত পান করে যদি আশা পরিতৃপ্ত হয় (বক্ষ বিস্তার করত) তবে এখনি বিদ্ধ কর——কর—আর বিলম্ব সহ্য হয় না। তাতে কণামাত্রও এই অসহায়া হিন্দুললনা ভীতা নয়। আর ক্ষণকালও উপেক্ষা কর না। না হয় আমায় ঐ শাণিত খড়্গ দাও—শীঘ্র দাও; আমি স্বহস্তে এই পাপ হৃদয়ে খড়্গ বিদ্ধ করে তোমার সুখের চরম আশা সাধন করি। (রোদন) হা পিতা, কোথা রহিলে? হা এ হতভাগিনী জনমদুঃখিনী হয়ে নরকে গমন কচ্চে। হে জগতের পিতা! একবার চেয়ে দেখুন, এ পাপিনীর হৃদয়ে আর যে সয় না। নাথ! সরলার হৃদয়ে কি এত সহ্য কর্ত্তে এই দগ্ধ জগতে পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন? অনাথিনী আর কার কাছে এ ছার্ হৃদয় জুড়াবে? সরলা বলে কে আর স্নেহ কর্‌বে? আর কার মুখ পানে চেয়ে এ প্রাণ জুড়াব? হা নিষ্ঠুর স্বামিন্! একটা অবলার শোণিত পান কত্তে কি করুণাময় পিতা তোমায় এই আদেশ করেছেন? যাক্—পাপ হৃদয় এখনি ফেটে যাক্। এস, শীঘ্র নাশ কর,—(মুর্চ্ছিত)

কালা। (চীৎকার পূর্ব্বক) কি! এখনও পাষাণ্ হৃদয়ে দয়া মায়া! সরলে! যাও—চলে যাও। এ

হৃদয়ে আর তোর বিন্দুমাত্রও স্থান নাই। আর আমি তোর মুখ এ জীবনে দেখ্‌ব না, এই আমার শেষ দেখা। হায়! সত্যিই যে এখন আমার হৃদয় অধিকার করেছে। সরলে! আর আমি এখন তোমার নই। এখন জনমের তরে বিদায় দিচ্চি নাও—গ্রহণ কর। আমার আর কর্ত্তব্য কাজ কিছুই পালন করবার নাই। উঃ! তবুও যে প্রাণ ফেটে যায়—যাক্। আবার পাষাণ্ হৃদয়ে দয়া মায়া! যা—মায়াকুহকিনীর কুহক জালে আর পড়িস্‌নে। হৃদয় ছিন্ন করে পলায়ন কর্। না—না—আর না—একেবারে চির নিদ্রায় নিদ্রা যাও—সুখে অনন্তকাল নিদ্রা যাও। সরলে! এই সোহা-গের শেষ চুম্বন—(চুম্বন) জনমের মত চলিলাম।

(বেগে প্রস্থান)

[খাঁড়া হস্তে ব্রাহ্মণের প্রবেশ।]

ব্রাহ্ম। এত বড় স্পর্দ্ধা! সিংহের বিবরে শৃগাল প্রবেশ করে! দুরাত্মা কোথায়? কোথায় গেল? কোথায় যবন্? কালাপাহাড়ের মুণ্ড কই? কই কোথায় গেল? আর যে, দেখ্‌তে

পাইনি। ওগো কে তোমরা আছ—দেখিয়ে দাও—দেখিয়ে দাও—আর যে পারিনে! হৃৎপিণ্ড খসে গেল—কই—কই—এই যে,—ওকি? মা সরলে! (ক্রোড়ে করিয়া) কোথায় গেলে মা—মা জগদম্বে! যদি আমাকে সবংশে নির্মূল কর্‌বার তোমার অভিসন্ধি থাকে তা এখন পূর্ণ হয়েছে। (উঠিয়া) ওরে দুরাত্মা কালাপাহাড়, তোর আজ প্রতিজ্ঞার চরম ফল পেলি। মা জগদম্বে! অপরাধির অপরাধ নাও মা। কোথায় যবন্? কালাপাহাড় কই? আয়—শীঘ্র আয়—সরলাকে যবন্ কিঙ্করী কর্‌বি আয়—শীঘ্র আয়—তোর চরম আশা সাধন করি? কোথায় যবন্? কালাপাহাড় কই? এইবার সরলাকে নে;—মা জগদম্বে! বলি নাও মা———

(অজ্ঞানে সরলার উপর মারিতে উদ্যত
ও মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

সর। (চকিত হইয়া) ওকি! ওকি! পিতা! আমার উপর খড়্গাঘাত কেন? আমি কি তোমারও কাছে অপরাধিনী? বলনা পিতা? পিতা—পিতা———,

ব্রাহ্ম। (উঠিয়া) আঃ!—বাঁচলেম—মা—এয়েছ—মা, এতক্ষণ কোথা ছিলে মা?

সর। কেন পিতা বল্‌বে না? কেন আমায় কাট্‌বেন? (ক্রন্দন) পিতা তোমার চরণে আমি কি অপরাধ করেছি পিতা! যদি করে থাকি তবে মেরে ফেল।

ব্রাহ্ম। মা—কি—অপরাধ কোরোচো মা—আমার চরণে! কই না—কিছুই—না।

সর। পিতঃ! সরলার হৃদয়ের শোণিত দিয়ে যদি এই ত্রিলোক পুজিত হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয়, তাতে সরলা এখনি প্রস্তুত আছে। একটা ক্ষুদ্র ললনার হৃদয়শোণিত উৎসর্গ করে যদি হিন্দু সমাজের দুরপনেয় কলঙ্ক মোচন হয় তবে কেন উপেক্ষা কচ্চেন? পিতঃ! তোমার চরণ ধরে বলছি তোমার এ হতভাগিনী কন্যাকে জনমের তরে বিদায় দাও।

ব্রাহ্ম। সরলা—বিদায়—আর এ নরাধম পিতার কি হবে? এ পাপিষ্ঠের নরকেও স্থান নাই। সরলে! আমি তোমার পিতা নই। আমায় আর পিতা বলে ডেকো না। এখন আমি তোমার পক্ষে সাক্ষাৎ করাল কৃতান্ত হোয়েছি।

সর। পিতঃ! ইটী নিশ্চয় জান্‌বেন আজ অবধি তোমার সরলা মৃত্যু পথের পথিক হ'ল। যদি এ শূন্য হৃদয়ের রক্তপাতে ব্রাহ্মণ কুলের ঘোর কলঙ্ক-শিখা নির্ব্বাণ হয়; তবে এরচেয়ে আমার আর কি সৌভাগ্য আছে? তাঁতে আপনারও মুখোজ্জ্বল হবে সমাজেরও হবে।

(নেপথ্যে সম-স্বরে নগরবাসীদের
ভজনাগীত।)

ভৈঁরো—কাওয়ালি।

নেবে কি মা পূজা হৃদয়ের?
দিতেছি বিদারি বুক রুধির মোদের।
মরি কি চরণ তল, শোভে রাঙ্গা শতদল,
তরুণ অরুণ ভাতি, ঢুলু ঢুলু নয়নের।
ওই যে আনন তব, রঞ্জিত স্বভাব নব,
ঝরিছে সুরভি হাস শীতল চাঁদের;
হৃদয় রুধির তুলি, দিতেছি পরাণ খুলি,
চাবে কি স্নেহের চক্ষে, দীন ভারতের?

ব্রাহ্ম। মা এস মা—আর না—ঐ দেখ, মা জগদম্বার পূজা করিগে। পূজার সময় হয়েছে—না—আর থাকৃতে পারি না। মা সরলা—এস—এস, দেরি কর না; দুর্ভাগার জীবন বলি দেবে এস। তোমার পিতার! আর না—আর না—দেরি কর না—ঐ দেখ—ঐ দেখ মার ভজনাগীত হচ্চে। এইবার—সময় হয়েছে বলি দেবে এস—এস———,

(প্রস্থান।)

সর। (ক্রন্দনস্বরে) একি! হঠাৎ এরকম ভাব হ'ল কেন? না জানি অদৃষ্টে কি আছে? বিধাতঃ—

(প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(রাজবাটী সংলগ্নস্থ পুষ্পোদ্যান।)

মতিয়ার প্রবেশ।

মতি। (স্বগত) আজ কেন কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না। এমন যে মলয় মারুত, যার পরশনে

শরীর শীতল হ'ত; সে কেন আজ বিষের জ্বালায় দহন কচ্চে?—কামিনী-কুঞ্জের নিকট গেলে এত-ক্ষণে সুরভি পবনে নাসিকা স্নিগ্ধ করত; আহা! প্রমোদ উদ্যানে তরুলতাগণ কেমন পবন হিল্লোলে নাচ্‌ত; কিন্তু আজ কেন তা—দেখ্‌ছি না। তাইত, আজ বোধ হয় অন্যমনাই হয়েছি। তা হবারি তো কথা। মন! কেন আর দগ্ধ হও? তুমি যে কালা-পাহাড়ের প্রেম ভিক্ষারিণী! তা তোমার তো আশা পূর্ণ হয়েছে? তবে কেন বিষের জ্বালায় দগ্ধ হচ্চ? এ যে, ভয়ানক জ্বালা! আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক্‌তে পারি না। মনের অভিসন্ধি প্রকাশ কর্ত্তেই হবে। সরলার বুক চিরে রক্ত পান কল্লেও এ জ্বালা যাবার নয়। সরলা তুমি যেই হও; এখন আমার আশা পথের কণ্টক,—প্রণয় কুসুমের কীট, তুমি যে এখন কালাপাহাড়ের বিষ নয়নে পড়েছ; তা জানি। তবে কেন তার আশায় এখনও জীবন ধরে আছ? তোমার তো হৃদয় নিয়েছি, এখন মৃত্যুকে আশ্রয় কর।

সুরভিয়ার প্রবেশ।

সুর। রাজকুমারী আজ এ ভাব কেন? মুখ-

খানিতে হাসি নেই, চোক দুটী ছল্ ছল্ কচ্চে, চুল গুলি এলিয়ে পড়েছে, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়্ছে, কেন কি হয়েছে?

মতি। প্রাণ যে কেমন কচ্চে, সখি তা কিছু বুঝ্তে পাচ্চি না।

সুর। তা তো হবারি কথা। তুমি বল আর না—বল, এই তুমি হাঁ কল্লে সব জান্তে পারি। তা যাই হোক্ রাজকুমারী বল্তে কি, প্রেম যে কি পদার্থ তা, ভাই জগতে একলাই চিনেছো।

মতি। আরে ভাই, তাই যদি চিনুব তবে কেন এত হবে বল্ দেখি?

সুর। রাজবালা! কি জান, গগনের চাঁদকে হাত বাড়িয়ে ধর্তে গেলে অমনতর কত সহ্য কর্ত্তে হয়। বল কি? তুমি এক জনের বুকে বসে ছুরী দিয়ে তার মনচোরকে চুরি করে আন্বে; আর সে কি ভাই তোমার জন্য পীরের কাছে সিন্নি দেবে? তা বল দেখি?

মতি। সখি! ঘরের বোনেদ শক্ত হ'লে চোরে কি কখন সিঁদ্ দিতে পারে? ভাল বাসা কি কেবল এক চোকে? যদি সে যথার্থই তার হৃদয় নিয়ে ছিল; তবে কেন আর সে তার মুখ পানে

ফিরেও তাকালে না? কি জান? এক জনের হৃদয় অধিকার করা এই বড় শক্ত কথা।

সুর। রাজকুমারী বল্‌তে কি, আমি ত আগেই বলেছি যে, তুমি এক খোঁচাতেই তার দুটী চোক্ গেলেছ? আর সেকি ভাই এখন অন্ধ হয়ে তোমার প্রেম চাহনীর অন্তর হ'তে পারে?

মতি। সখি! চাঁদও ধরিছি—অঞ্চলে বেঁধিছি—হৃদয়ে রেখিছি, এখন গাঁট শক্ত হলেই হ'ল।

সুর। আরে ভাই প্রেমের অনুরাগে কি না হ'তে পারে? প্রেমিক না হ'লে কি প্রেম পথের পথিক হ'তে পারে? গন্ধহীন ফুলে কি অলি মকরন্দ পান কত্তে ধাবিত হয়?

মতি। সখি! আমার মন কেন কিছুতেই তুষ্ট হচ্চে না?

সুর। কেন রাজকুমারী! কুমুদিনীর হৃদয় চাঁদকে কেড়ে নিয়েও কি এখন সুখী হওনি?

মতি। যত মনে করি আর জ্বল্‌ব না ততই যেন প্রাণটা হু-হু করে জ্বলে উঠে। প্রিয় সখি! এর উপায় কি বল দেখি?

সুর। উপায় কল্লেই উপায় না কল্লেই নিরু-পায়।

মতি। আহা! সরলা তো সরল হৃদয়ের চিত্রই বটে? সাক্ষাৎ প্রেমের পুত্তলী বল্লেই হয়। তা যেই হ'ক্ যখন আমার বিষ নয়নে পড়েছে; তখন সে নন্দনের—পারিজাত হলেও মাটি থেকে তুল্‌তে হবে।

সুর। তার বাকি কি? বাকির মধ্যে খালি প্রাণটী। তাও যদি নিয়ে সুখী হও; তবে আর কেন অপেক্ষা কচ্চেন?

মতি। আমার প্রাণ-দণ্ড কর্‌বার তাদৃশ ইচ্ছা নাই। সখি, কি জান মরম্‌বেদনা যে কি ভয়ানক গভীর যাতনা তা আমার অন্তরাত্মাই বিলক্ষণ জান্‌তে পাচ্চে।

সুর। তা রাজকুমারী কি কল্লে তোমার আশা পূর্ণ হতে পারে?

মতি। কেন? কারাগারে আবদ্ধ কর্‌ব। যতদিন না যবন ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়, ততদিন বন্দিনী ভাবে জীবন-যাপন কত্তে হবে। এখন এই আমার মনোগত ভাব।

সুর। কারাগারে কি উপায়ে বদ্ধ কর্‌বেন?

মতি। দেখ্ সখি, একটা উপায় ঠাওরেছি; এখন কার্য্য সিদ্ধি হলেই হ'ল। সখি! কিন্তু

তোমাকেই সেই সমস্ত কার্য্যের ভার নিতে হবে।

স্বর। রাজকুমারী আমা দ্বারা যদি সম্পন্ন হয় তবে আমি এখনি কত্তে প্রস্তুত আছি।

মতি। এই এমন কিছু নয় তোমায় একবার তপস্বিনীর বেশ সাজ্‌তে হবে।

স্বর। পার্‌বো ত?

মতি। কেন? তপস্বিনীর বেশে সেজে সেই শ্মশান কালীর উপাসনার ছলে ধরে এনে কারা-বন্দিনী করবে?

স্বর। আর যদি হিঁদুরা টের পায়।

মতি। এম্‌নি সাজিয়ে দোব যে টের পাবে? দেখ্‌ সখি, গায়ে খুব ছাই মাখ্‌বি; মাতায় জটা পর্‌বি; গলায় রুদ্রাক্ষ মালা দিবি; হাতে ত্রিশূল ধর্‌বি; চুল গুলো এলিয়ে রাখ্‌বি; আর এক-খানা গেডুয়া রঙ্গের সাড়ী—তা হলেই হ'ল। কিন্তু চাতুরী চাই; আর দেখ্‌, মালা ধরে ধরে একটী একটী করে গুন্‌বি।

স্বর। তা যেন হ'ল কিন্তু আর এক কথা—,

মতি। কথা কি? খুব সাহসের সহিত কাজ

করবি। দেখিস্ যেন ভয় পাস্‌নে। আর দেখ্ কেবল কালী কালী উচ্চারণ করবি।

সুর। দেখ রাজকুমারী, তোমার কাজ কত্তে যদি প্রাণও যায় তাতেও ভয় পাইনি। (স্বগত) কিন্তু কি, রাজকুমারীর কি কঠিন প্রাণ! সরলার হৃদয় সর্ব্বস্ব নিয়েও পিপাসা নিবারণ হল না! (প্রকাশ্যে) তবে আমি বেশ পরে কার্য্য সিদ্ধি করিগে।

রতি। প্রিয় সখি, শীঘ্র যাও—বিলম্ব কর না; যত শীঘ্র আগুন নেবে ততই ভাল।

(সুরতিয়ার প্রস্থান।)

—বাঃ! এই যে, সখীরা যে গান গাইতে গাইতে এই দিকেই আস্চে।

(সখীগণের গান ও নৃত্য করিতে করিতে করতালি দিয়া প্রবেশ।)

ভৈরবী—খ্যাম্‌টা।

প্রিয় সখীর মন মত মিলেছে নাগর;
বিকচ কমলে যেন বসছে ভ্রমর!
রাজবালা বিরহিনী, পেয়ে সুখে গুণমণি,
যেন হাসে কুমুদিনী, ধরি করে সুধাকর।

মতি। বাঃ—এযে আমারি ভাবের গান! চলি এখন। কালাপাহাড় বোধ হয় আস্‌বে।

(সখীগণের নৃত্য করিতে করিতে মতিয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(কালীমন্দির সম্মুখস্থ শ্মশান-ভূমি)

তল্পীস্কন্ধে দুইজন যবনের প্রবেশ।

২য় য। (সভয়ে) বাপুইরে, মলামরে এ কোয়ানে আন্নুরে বাই—ও মামু, মুইত আর ঝাতি পারিনে। মোর পরাণ্‌টা কেমন কেমন ঠেক্‌ছে।

১ম য। তোর ঝালাতে মোর গাটা রাগে কাঁপ্‌তি নেগেচে; আরে সম্বন্ধীরপুত তোরে যহন সোধালাম যে তুই একাম কর্ত্তি পার্‌বি

কিনা? এহন গুতার চোটে ঝাওয়াব। (হস্ত ধরিয়া টানা)

২য় য। মামু ছেড়েদে, ছেড়েদে, নড়াটা ছিড়্ তি নেগেছে। ও বাপুইরে—গেলাম—ঝে; দেহিচিন্ মামু বুকির মদ্দি যেন মানিক্টা ধুক্ ধুক্ কর্‌বারে নাগ্‌ছে।

১ম য। (চুল ধরিয়া) মামু মামু পাতাইছে; হ্যা নম্বন্ধীর দাদাঠাকুর; হেদে ও হালার পুত; তোরে কি মৌরসী পাটা দাহিলা দেছিনাহি? হালার ঝেন কেনাকালি মামু হইছি। (মারিতে উদ্যত)

২য় য। ও মামুগো গেছি; আর না—না—না। মোরে মেরোনা, ছেড়ে দাও।

১ম য। এই দুটা লাথির চোটে নম্বন্ধীরে কাত্ কল্লি এহনি সব জান্‌তি পার্‌বা।

২য় য। ও মামু—ও মামু—মুই ঝে গেলাম। হেদে তোর পায়ে গড়করি; মোরে ছেড়েদে। না—না মু ঝাচ্চি—ঝাচ্চি ই—ই—ই—।

১ম য। চল্, আরে মোল চক্ষু দুটা আবার বোঝ্লি যে?

২য় য। না—না, মামু এইঝে চক্ষু দুটা বাটার

মত ঝল্‌ছে। (ভয়ে) মামু এডারে কি কয়; মুই ঝে কিছু সম্‌জাতি পাচ্চিনা। ও বাপ্‌পা, হেদে ও মামু এহানে গোর বানায় নাহি?

১ম য। এডা নিরেট্‌ বোকা দেখ্‌তে পাচ্ছি। আরে এডারে শ্মশান কয়।

২য় য। মামু এহানে শয়তান্‌ আছে নাহি? (ক্রন্দন) মামু মনের দুঃক্কু তোরে কই। মোর আর এহানে কে আছে মামু। মোর যে ইস্ত্রী আর ছোট ছোট দুটা ছাওয়াল্‌ আছে মামু। মোরে যদি শয়তানে মারি ফেলে? মুইত গেলাম; সে দুটা ছাওয়ালের বেহাল্‌ কি হবে?

১ম য। আরে গোড়া শ্মশান—শ্মশান— যেহানে হেঁদুদের মড়া পোড়ান ঝোড়ান হয়। এই বোঝ্‌লি তো। এত ভাল আপদেই ঠেক্‌লাম, এ সম্বন্ধীরে বোঝাতে বোঝাতে প্যাডির মধ্যে জ্যাবটা ঢুকি গেলঝে।

২য় য। ও মামু হেঁদুরা কি মোদের মত গোর বানায় নাহি?

১ম য। মর্‌ ভাগাড়ের মদ্ধি অইতে আইছিস নাহি? দখ্খান কচু চিবায়ে বক্ষণ কর্‌। এমন ঝানোয়ারটাহেকেন দরে আন্‌লাম। ঝাহক্‌ এরে

দিয়ে ত কাম্ বজায় কর্ত্তি হ'বে। বলি শোন্, আমি ঝা বল্‌ব তা কর্‌তি পার্‌বা ত ?

২য় য। কি বল্‌বা মামু, মুই সব কর্ত্তেই রাজী ; মুইত গর্‌রাজী নহি।

১ম য। তবে শোন্, ঐঝে মন্দির দেহা যাচ্ছে উহানে মোর সাত্ ঝাত্তি হ'বে। মুই হোম কর্‌ব।

২য় য। ও মামু ও গোর নাহি? উহার মদ্ধি মোনাল্ ঝল্‌ছে যে? বাপুইরে, উহানে বুত্ নাহি ?

১ম য। এ সম্বন্ধীরে বুতে ধর্‌ছে নাহি? আরে ও মন্দিরে হেঁদুদের কালী ঠাহুর আছে।

২য় য। বটে মামু, দেবতা নোক্ আছে ? তা ঝান্‌তুম না।

১ম য। হেদে ও সম্বন্ধী,তোরে বাঙ্‌লা কইতি আসে ?

২য় য। মামু, মুইত যহন্ দেহে চানের কাম্ কর্‌তাম ; তহন এই খেঁদো বলে এড্ডা হেঁদু নোক্ ছেল, মোর সাথ হামেসা থাক্‌ত বাত্ টাত্ কয়-তাম্ ; তামাক খাতাম্ ; লাঙ্গল দাতাম্ ; চাস কর-তাম্ ; তাইতেই কিছু কিছু বাঙ্‌লা কইতি আসে।

১ম য। তবে পারবিতো ?

২য় য। হুঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ খুব।

১ম য। বল্ না।

২য় য। খুব পারুব, এঁ্যা—খুব।

১ম য। আচ্ছা বল্‌দেকিন্ "চণ্ডমুণ্ডবধে দেবী দক্ষ যজ্ঞ নাশিনী।"

২য় য। এঁ্যা—এঁ্যা কি বল্‌ছ—এই চাঁদা মাছ রেধে দিবি সুখে ভক্ষি নাতিনী।

১ম য। আরে ম'ল তোর বুদ্ধির গোড়ায় আগুণ।

২য় য। বজনা—ঐঝে আগুণ ঝল্‌ছে। খুব হ'বে এঁ্যা।

১ম য। তোরে ঝা বল্‌ব তাই করিস্ বেশী ফেত্‌রাজী করিস্‌নে? তুই হুঁ হাঁ দেয়ে সেরে দিস্।

২য় য। মামু মুই খুব সেয়ান্ ছাওয়াল্ আছি। মোরে ঝা একবার সুধিয়ে দেবে, তা মুই ঝান দিয়ে করুবা।

১ম য। হেদেও—উঁয়ানে ঐঝে মোগাল্‌টা পড়ি আছে চুলির মদ্ধি হ'তে দরিয়ে আন্ দেহি।

২য় য়। এই ঝাই। (স্বগত) এয়ানে কেন মত্তি এ্যালাম; (কিঞ্চিৎ অগ্রসর) যদি হেঁদুদের বুত

ডাহিনী গুলা বুকির মদ্ধি আসি জাঁকি ধরে! ও বাপুইরে এডা কি ঠেক্‌ছে; মড়ার গাত্তার খুলি নাহি? (উচ্চৈস্বরে) বাপুইরে, গেলাম রে,—ও মামু—ও মামু—এ আল্লা—রস্থলাল্লা—

(ভূমিতলে পতন)

১ম য। (দৌড়াইয়া গিয়া) কিরে—বলি ও-ও-নাদির বাই বলি হইছে কি? আরে হইছে কি রে? এঁ্যা—এঁ্যা উঠ্‌না, উঃ-রে-উঃ—(ধরিয়া) আরে হইছে কি?

২য় য। উঃহুঁঃ—হুঁঃ—হুঁঃ——

১ম য। (উচ্চৈস্বরে) আরে অক্কা পালি নাহি? বলি ও নাদির বাই। এঁ্যা—এঁ্যা আরে হইছে কিরে?

২য় য। এ আল্লা—রস্থলাল্লা——,

১ম য। আরে গোড্ডা পাত্তিনামা দেছে রে! বলি উঃ ও—ও, ঝালালে বাপু; কেন মত্তি এডারে আন্‌লাম, বলি বুতে ঘার ভাঙ্‌ছে নাহি? এত বল্‌লাম তো সাড়া টাড়া দেলে না (ধাক্কা মারিয়া) আরে টাহা পাবি অখন্।

২য় য। (উঠিয়া) মামুগো কি বল্লে টাহা

পাব তা হ'লে প্যাড্ডা ভরে খেয়ে বর্ত্তাই ত অখন।

১ম য। আরে গোড্ডা টাহা নিতে খুব মজ্‌-পুত্‌, কাম কর্‌তি পার্‌বা না। তুই এখানে দাঁড়া যেন কোথায় যাস্‌নে।

[প্রস্থান ও মোসাল্ জ্বালাইয়া প্রবেশ।]

এহানে এই মোসাল্‌টা ধর দেহি।

২য় য। কই দেও (মোসাল্ ধারণ)

১ম য। (তল্‌পী হইতে পূজার উপকরণ বাহির করণান্তর) এহানে বস্ না।

২য় য। এ মোসাল্‌টা এহানে পোঁত্‌ব নাহি?

(প্রোথিত করণ)

১ম য। আয় তোরে হেঁদুদের সন্ন্যাসী সাজিয়ে দিই (সন্ন্যাসী সাজান ও স্বয়ং সন্ন্যাসী বেশ ধারণ)

২য় য। মামু গো মোরে সয়তান্ বানালে নাহি? একি কর্‌লে? মোরে তারা দেহতে পেলে যে তাদের জুটী বানায়ে লেবে।

১ম য। অরে, তুই ক্ষ্যাপ্‌ছিস্ নাহি? হেঁদু-দের সন্ন্যাসী সাজ্‌তে গেলে এমনি কর্ত্তি হয়,

(স্বগত) এইবার আলি হয় এইবার হেঁদুদের মত কথা কইতি হ'বে। রাতিটা দেখ্‌ছি ঢের হয়েছে। এখন জপ্ কর্ত্তে হবে। (হোমাগ্নি প্রজ্জলিত করণ) হ্যাঁ, সুরতিয়া বলেছে, রাত তিন্‌টার সময় তারে কালীর মন্দিরে যাবার ছলে এ স্থানে আনুব। ত ; তিন্‌টা আর কাঁর ঘর, এখন এলেই হ'ল। একটা মেয়ে মানুষকে জবাই কর্ব্বো বৈত নয় ? তাহ'লে মোকে আর কাম্ করুতি হবেনা, মুই রাজার হালে থাকুব। রাজকুমারী মতিয়াবিবি বলেছে যদি যবনী কত্তে পারিস্ তো ভাল না হয় জবাই করে নদীতে ভাসিয়ে দিবি। এ দুয়ের মধ্যে একটা কর্ত্তে পারুলেই হ'ল। তাহ'লে মুই পীরের হুকুমে চোদ্দ হাত্ লাফায়ে উঠি। মোর অন্ন খায় কে ? (প্রকাশ্যে) দেখ্ ও সমঙ্কী তুই চুপ্ দিয়ে থাক্। কথা কস্‌নে—হুঁ—হাঁ দিবি বোঝ্‌লিতো।

২য় য। আল্লার কসম্ মুই তাই করব। মুই টাহা পালি হ'ল।

১ম য। ঐ বুঝি আশ্চে ; এইবার সর্ব্বনাশ কল্লে। আরে—টাহা পাবি অখন।

২য় য। মুই একবারে বোঝলাম (মুখভঙ্গি)

[সুরতিয়ার ভৈরবী ও সরলার সন্ন্যাসিনী-
বেশে প্রবেশ ।]

ভৈর। মা এ সকলি মায়া, এ মায়া সহজে কি কেও কাটাতে পারে ?

সর। ভৈরবী! যা বল্লে সকলি বুঝিছি। এ নশ্বরদেহ ধারণ করে কার সাধ্য যে, এই মায়া-মোহের প্রলোভন থেকে স্বাধীন্ থাক্‌তে পারে ? আমরা সামান্য অবলা বৈত নয়।

ভৈর। বাছা! তোর সরল হৃদয়ের দুঃখ দেখ্‌লে আমার যে প্রাণ কেঁদে উঠে। এখন বাছা আমার সঙ্গে মা কালীর সাধনা কর্‌বি আয়। তাতে তোর সব দুঃখ ঘুচ্‌বে। চল বাছা ঐ তাপস্‌দের কাছে যাই।

সর। ভৈরবী। ওরা কে ? আর কি নিমিত্তই বা এই ভয়ানক শ্মশান মধ্যে বসে আছে ?

ভৈর। বাছা! এরা জগৎমাতা মহাশক্তির সাধনা দ্বারা হৃদয়ে আবির্ভাব কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

সর। ভৈরবী। আর না। তবে কেন ? আজ আমি জগতের সমস্তেই জলাঞ্জলি দিয়েছি। কেন আর মুগ্ধ হ'ব ? কার জন্য ? পিতা, ও পতির

জন্ত! না? সরলার আমার বল্‌তে আর কেউ নাই। সরলা এখন কাঙ্গালিনী, জনমের তরে অনাথিনী, সন্ন্যাসিনী। আজ সরলা ঘোর নরক—জগতে দাঁড়িয়ে আছে। মাতঃ জগদম্বে! এই অসহায়া ললনার ভগ্ন-হৃদয় খানি তোমার চরণে অর্পণ কল্লেম।

ভৈর। বাছা! নির্ম্মল্ জলেতেই প্রতিবিম্ব পড়ে থাকে; তা, তোর যে হৃদয়ে মলা নাই। একেবারে যে বিশুদ্ধ! দেবীর মূর্ত্তি যে তোর হৃদয়ে স্পষ্টই বিরাজমান! আয় বাছা, দেবীর চরণে পুষ্পাঞ্জলী দিবি আয়। আর এ মায়া-মোহের কঠোর-নিগড়ে কেন আবদ্ধ হ'বি?

[উভয়ে তাপসদের নিকট গমন ও প্রণাম।]

১ম য। দীর্ঘায়ুঃসন্তু। আপনারা আসন গ্রহণ করুন।

[উভয়ের উপবেশন।]

ভৈর। তাপসবর! আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করুন; আজ বোধ হয় আমরা আপনাদের যোগ বিঘ্নের কারণ হলেম; ইটী মার্জ্জনা কর্ব্বেন।

১ম য। কি যোগ-বিঘ্ন! না ইটী কখন ভাব্‌বেন না। আজ মাতঃ করাল-বদনা যোগ-সাধনের আশাতিরিক্ত ফল দিয়েছেন। আপনাদের আগমনে আমরা যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিছি তা অন্তরাত্মাই বিলক্ষণ টের পাচ্চে।

সর। তাপসবর! আপনারা অন্তর্যামী। আপনারা ভুত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলি জান্‌তে পারেন। আপনাদের কিছুই অবিদিত নাই। তা যোগ-সাধনের কি আশাতিরিক্ত ফল লাভ কল্লেন? এ পাপিনীর আগমনে কিসে সম্ভব বলে বোধ হচ্চে?

১ম য। বৎসে! যথার্থই আমরা এই কাননে বাস করে থাকি বটে? কিন্তু রাজ্যের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করে থাকি। তথাপি আমরা যোগবলে স্পষ্ট জান্‌তে পাচ্চি যে, এই ভারতের ভয়ানক বিভ্রাট্ উপস্থিত।

সর। তাপসবর! কি বিভ্রাট্? কিসে ঘট্‌বে?

১ম য। বৎসে শ্রবণ কর। পরিণামে এই ভারতভুমির যে কি অধোগতি হবে, তাতেও তত হৃদয় কাতর হচ্চে না; কিন্তু সেই সঙ্গে শত শত সতী, সাধ্বী, পতিব্রতাকামিনীগণের জীবন

অকালে বিসর্জ্জন হ'বে। এই ভয়ানক বিপৎপাতে, যে সমস্ত ভারতে ঘোর সমরানল প্রজ্জ্বলিত হ'বে এমন নয়; দুর্দ্দান্ত যবনদিগের কর-কবলে এই স্বর্ণভূমি ভারতের অমূল্য রত্ন-জ্যোতিঃ ও বিনষ্ট হ'বে।

(অদূরে আলেয়া প্রকাশ)

ঐ দেখ, অপ-দেবতারাও আমাদের কথা শুনে হাস্‌ছে।

সর। (চমকিত হইয়া) তাপসবর! আপনার বজ্রবৎ কথা শুনে যে হৃদয়কম্পিত হচ্চে। আপনি যা বল্লেন সকলি সত্য, আর জীবন বিসর্জ্জন হ'বে তাও সত্য। কিন্তু এর উপায় কি?

১ম য। উপায়! এ ভয়ানক রক্তপাতের তো কিছুই উপায় দেখ্‌তে পাচ্ছি না!

২য় য। (সভয়ে) না, না—চলুন।

১ম য। কিন্তু বৎসে! আপাততঃ দেখ্‌তে পাচ্চি তোমার জীবনের উপর সমস্ত নির্ভর কচ্চে। এই পরম সনাতন্ হিন্দুধর্ম্মের জ্যোতিঃ আজ্ তোমারই হস্তে নিহিত। ধর্ম্ম রক্ষা হবে সত্য কিন্তু রক্তপাত নিবৃত্ত হ'বে না।

(পুনঃ পুনঃ আলেয়া প্রকাশ।)

ভৈর। এ স্থানে অপ-দেবতারা আজ্ এত ব্যস্ত কচ্চে কেন? কালী—কালী——

১ম য। বৎসে! ভয় নাই; এ পবিত্র আশ্রমে কিছুই বিপদের সম্ভব নাই।

২য় য। (সভয়ে) কই না—না—কিছু না—(তটস্থ)

সর। ধর্ম্মরক্ষার জন্য যদি প্রাণও যায় তাতে ক্ষতি নাই। বরং আমা কর্ত্তৃক এই বিশুদ্ধ হিন্দু-ধর্ম্মে কলঙ্ক অর্পিত হলো না, এই আমার পরম সৌভাগ্য। এতে আমার শুদ্ধ পিতার নয়, সমস্ত হিন্দুর ও মুখ উজ্জ্বল হবে।

১ম য। বৎসে! কি জন্য তবে এই ভয়ানক শ্মশান মধ্যে এলে?

সর। তাপসবর! তাকি আপনারা জানেন্ না। মা জগদম্বার সাধনে জীবন কৃতার্থ কর্ত্তে?

১ম য। এখন আমাদেরও তাই মনোগত ভাব। মা করাল-বদনার শুভ ইচ্ছা তোমার উপর শীঘ্র পতিত হ'ক্।

ভৈর। বাছা সরলা! তবে মায়ের সাধনা

কর, আমি বিদায় হই। আবার যদি দেখা হয় তো হ'বে তা নইলে এই শেষ দেখা। কালী—কালী—

সর। ভৈরবী চল্লে? যাও—আমারও বোধ হচ্চে এই শেষ দেখা। যদি লোকালয়ে যাও তবে আমার পিতাকে বোলো যে, তোমার সরলা মরেছে। তবে কি একান্তই চল্লেন?

ভৈরব। (স্বগত) এখন ত আমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'ল, এইবার এখন মর আর বাঁচ তা আমার কি? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ চল্লেম। কালী—কালী—

(ভৈরবীর প্রস্থান।)

১ম য। তবে তোমার অভিপ্রায় কি?

সর। তাপসবর! আমায় একটী পবিত্র স্থান দেখিয়ে দিন্ আমি দেবীর উপাসনা করব।

১ম য। না আর বেশী দূর যেতে হ'বে না— তুমি এই স্থানে আপন পবিত্র স্থান মনোনীত কর।

সর। এর অর্থ কি? এ স্থান কি যোগ-সাধনার পক্ষে উপযুক্ত নয়?

১ম য। (উচ্চৈস্বরে) হাঁ এই উপযুক্ত স্থান। এই স্থানেই নর-রক্ত-পিপাসু-মা-করাল-বদনার

তৃপ্তি-সাধন হ'বে। জগতকে স্মৃতি-পট থেকে অন্তরিত কর। দেখ, যেন এই সময় হ'তে অন্তিমকাল পর্য্যন্ত হৃদয়ে পাপ না স্পর্শ করে; সতীর হৃদয়-বাসিনী পবিত্র—প্রেম এখনও যেন অন্য দিকে না যায়? এখন এই তোমার শেষ সাধনা; এই তোমার শেষ হৃদয়ের চিত্র।

নর। ভৈরবী—কোথায়? না—না—আর না—তাপস্ আর বোলোনা—আমার হৃদয়ে এখনও আর কিছুই স্থান পায় নে। পাপ জানিনে; জান্‌তেও চাহি নে।

১ম য। বৃথা বাক্য ব্যয় না কোরে তোমাকে এখন সত্য কথা বলি; আমরা যবন, যবন্-ধর্ম্ম তোমাকে গ্রহণ করাবার জন্য এখানে কৌশলে আনাইয়াছি। এখন মন-প্রাণ যবন-ধর্ম্মে সংযোগ কর; হিন্দু ধর্ম্মের কলঙ্কের চিহ্ন সব হৃদয় থেকে ধৌত করে ফেল। তা হ'লে, তোমার ইহকালে ও পরকালে স্বর্গ-সুখ ভোগ কর্ত্তে পার্ব্বে। আর যদি না কর, তবে এখনি প্রস্তুত হও, শত সহস্র পূর্ব্বের গভীর নরক-যাতনা স্মরণ কর। (সন্ন্যাসী বেশ উন্মোচন পূর্ব্বক ছোরা হস্তে) যাকে তুমি একমাত্র হৃদয়ের আপনার বোলে ভাল বাস্‌ছে,

(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দ্বার ভঙ্গ ও কতিপয়
হিন্দুসৈন্যের বহিষ্কৃত হইয়া
যুদ্ধ করণ।)

হিঃ সৈন্যগ। কোথায় ম্লেচ্ছ কালাপাহাড় কোথায়? জয় রণদেবী কি জয়।

কালা। সৈন্যগণ! ঘোর অস্ত্র চালনা কর; বীরতেজে অগ্রসর হও; কাট; রণভূমি কাফের-দের রক্তে প্লাবিত কর।

যঃ সৈন্যগ। এইবার কাফেররা সমূলে উৎসন্ন হ'ক; আর নিস্তার নাই। জয় কালাপাহাড় কি জয়।

হিঃ সৈন্যগ। ম্লেচ্ছগণ! আমরা কি রণভূমে প্রাণ দিতে ডরাই? কোথায় বিধর্ম্মী কালাপাহাড় কোথা? তার রক্ত পানে আমাদের অসি তৃষিত হয়ে রয়েছে।

যঃ সৈন্যগ। কাফেরগণ, বৃথা উচ্চ আশা করিস্ নে; কালাপাহাড়, তোদের ন্যায় নীচ জঘন্যদের কলুষিত রক্তে তাঁর পবিত্র অসি কলঙ্কিত করতে চায় না। (ঘোরতর যুদ্ধ)

হিঃ সৈন্যগ। ওরে ভীরু কালাপাহাড়! তোর দেহে যদি এক বিন্দুমাত্রও বীরশোণিত থাকে, তাহলে তুই সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হ। শৃগালের ন্যায় লুক্কায়িত থাকিস্ না।

কালা। এই দেখ, তোদের সাক্ষাৎ কৃতান্ত উপস্থিত। (ঘোরতর অসিযুদ্ধ ও হিন্দু সৈন্য-গণের পতন) সৈন্যগণ! তোমরা নিরস্ত হও; কাফেররা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে। এইবার মন্দিরে অগ্নি প্রদান কর।

১ম সৈ। অগ্রে প্রাচীরের দিকে অগ্নি দাও।

(প্রাচীরের এক ধারে অগ্নি প্রদান।)

২য় সৈ! সেনাপতি মহাশয় ঐ দেখুন, ঐ দেখুন—মন্দিরের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রীলোক ক্রন্দন কচ্চে।

(মন্দিরাভ্যন্তরে ক্রন্দনধ্বনি)

৩য় সৈ। (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক) ঐযে—ঐযে—দেখুন, দেখুন।

কালা। শীঘ্র প্রবেশ কর। অগ্নি প্রবল হ'লে আর পারবে না; দ্রুত করে আন।

(মন্দিরের মধ্যে সৈন্যগণের প্রবেশ এবং কতিপয় স্ত্রীলোককে ধৃত করিয়া আনয়ন ও তাহাদের আর্ত্তনাদ।)

সৈন্যগ। কতকগুলা মরে গেছে; আর কতকগুলা ধরে এনেছি। (সৈন্যগণ স্ত্রীগণের হস্ত ধরিয়া দণ্ডায়মান।)

স্ত্রীগণ। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ম্লেচ্ছ যবন্, আমাদের ছুঁস্‌নে। তোদের মারবার যদি ইচ্ছা থাকে তো তোদের অসি দে, আমরা আত্মঘাতী হয়ে মরি।

কালা। নাও, এইবার চতুর্দ্দিকে অগ্নি দাও।

(অগ্নিপ্রদান ও ডঙ্কা নিনাদ।)

সৈন্যগ। দাও—দাও—এখানে অগ্নি দাও।

১ম স্ত্রী। ওরে দুরাত্মা আমাদের ছেড়েদে; আমরা আত্মঘাতী হই। ওরে দুরাত্মা কালাপাহাড়, আমাদের বিনাশ কর্ আমাদের যান্ত্‌নার শেষ কর্।

২য় স্ত্রী। মাগো—প্রাণে মরিগো। ওরে দুরাত্মা, কেন আমাদের ধরে আন্‌লি? ওরে দুরাত্মা ছেড়েদে; ছেড়েদে; ওরে হাত ছিঁড়ে গেল যে—মাগো প্রাণ যে যায়।

কালা। সৈন্যগণ ওদের হস্ত বন্ধন কর; সকলকে বন্দী কর।

(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সকলের হস্ত বন্ধন।)

৩য় স্ত্রী। মাগো, দেখা দাও মা। কালাপাহাড় ধরে নিয়ে যায়—নিয়ে যায় যে মা—তোমার মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে কি শেষে এই হ'ল মা? ওরে মাথা ছিঁড়ে গেল যে।

স্ত্রীগণ। কোথা গো মা ব্রহ্মময়ী, মর্‌বার সময় দেখা দাও মা—প্রাণ যায়; প্রাণ যে যায় গো———

কালা। (উচ্চৈস্বরে) কাফের্‌রমণীগণ! এখন তোরা কোন্ পথে যাবি? যবনী হ'বি না তরয়ালের সহিত পরিচয় কর্‌বি? সৈন্যগণ, উহাদের বক্ষে শীঘ্র তরবারী ধারণ কর। (তরবারী ধৃতকরণ) এখন্ বল্—প্রাণের আশা যদি থাকে ত এখনও বল্; যবনী? যবনী? না মৃত্যু?

১ম স্ত্রী। এখনি বধ কর্। ক্ষত্রিয় ললনা ধর্ম্ম বিনিময়ে জীবন ভিক্ষা চায় না—চায় না।

২য় স্ত্রী। প্রাণ থাকিতে না—এখনই কেটে-ফেল্, খণ্ড খণ্ড করে ফেল্, দেখ্ আমরা স্বর্গে চলে যাই।

৩য় স্ত্রী। এখনই বধ কর্, আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না। যদি আমরা সতী স্ত্রী হই, তবে বর্ব্বর তুইও এমনি করে মর্বি।

কালা। সৈন্যগণ! বল পূর্ব্বক যন্ত্রণা দাও—কিন্তু এখনও প্রাণে মেরো না।

(সৈন্যগণের যন্ত্রণা দেওন ও

স্ত্রীগণের আর্ত্তনাদ।)

সৈন্যগ। বল্, এখনও বল্—এইবার বিদ্ধ করি; বল্।

স্ত্রীগণ। (ক্রন্দন) আর পারিনে; বুক ভেঙ্গে গেল; একটু জল দাও; না—না তোরা, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল্ চাহিনা—চহিনা, শীঘ্র যন্ত্রণার উপশম্ কর্। আর পারি না। মা গো ব্রহ্মময়ী! এই কি তোমার মনে ছিল মা—ও মা—প্রাণ যায় যে।

কালা। কি এখনও বল্ যবনী ——

স্ত্রীগণ। কখনই না; মেরে ফেল্—মেরে ফেল্—বুক ছিঁড়ে ফেল্—ওরে ম্লেচ্ছ, তোরও প্রাণ এমনি করে যাবে? এই দেখ্ চল্লুম——

কালা। সৈন্যগণ! পাষাণ্ হৃদয়ে কার্য্য সমাধা করো। কাফেররমণীদের প্রতি কিছুমাত্র দয়া প্রকাশ কোরো না। এই তীক্ষ্ণ অসি সজোরে বক্ষে বিদ্ধ কর।

(সৈন্যগণ কর্ত্তৃক বক্ষে অসি বিদ্ধকরণ।)

স্ত্রীগণ। নরপিশাচ্ চল্লুম; কিন্তু এর ফলভোগ কর্‌তে হ'বে, ও—মা—গো—কোথায়—উ—হু—উঃ—আর পারিনে—হা—প্রাণ—যায়—গেল, আ—র—পা—আ—আ—আ—(মৃত্যু)

সৈন্যগণ। কার্য্য নির্ব্বাহ হয়েছে; আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিছি।

কালা। চল শীঘ্র চল; আর ক্ষণমাত্রও দাঁড়াবার অবকাশ নাই। চল, অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির ধ্বংশ কর্‌বে; চল—দ্বিগুণ উত্তেজে উত্তেজিত হও; এস্থান পুড়ে ছারখার্ হ'ক্।

সৈন্যগণ। অগ্রসর হও; (ডঙ্কা নিনাদ) জয় কালাপাহাড় কি জয়।

(সকলের প্রস্থান।)

পটক্ষেপণ।

[তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(নগর দ্বার।)

[শৃঙ্গ বাদন করিতে করিতে একজন আচার্য্যের প্রবেশ।]

আচা। (স্বগত) উঃ! প্রাণ ভরে এত বাজালাম; তবু কেন সুখ হ'লনা? দেহ যেন অবসন্ন হয়ে পড়্‌ছে। মনের সাধে হৃদয় খুলে শিঙ্গে বাজাব; তাও কেন পাচ্চিনে? আজ কেন প্রাণ খুলেও খুল্‌চে না? মুখের হাসি, বুক থেকে বেরিয়েও যেন বেরুচ্চে না। প্রাণের সাধ, মনের সাধ, সব ইন্দ্রিয়ের সাধ, না মিটিয়ে কে জগতে বেঁচে থাক্‌তে পারে? যেন মন যা চায়; তা পায় পায় যেন পায় না। হায়! হায়! যেন মনে করি আকাশের চাঁদ, ফাঁদ পেতে, হাত বাড়িয়ে, ধরি—ধরি—ছুঁই—ছুঁই—তবু ছুঁতে পারি না—

মরে যায়। এজগতে আশাতেই বেঁচে থাকা; আশা না থাকলে কেও বেঁচে থাকতে পাত্ত না। তা কালাপাহাড় তোমার কি দোষ? এ তোমার নয়; এ স্বভাবের দোষ; তোমার অন্তরে, তোমার প্রাণে, যা ভাল লেগেছে, তাই তুমি করেছ। মতিয়ার প্রেমচক্রের ঘুরুনীতে, খাপি-খেয়ে, সারা হয়ে, মারা গিয়েচো। যেমন আমার শিঙ্গা বাজিয়ে, বাজিয়ে, নগরে, নগরে, গ্রামে গ্রামে, বেড়াতে ভাল লাগে; আমার আশা, ভালবাসা, এই প্রাণের শিঙ্গা, বেজে বেজেও যেন ভাল বাজ্চেনা বলে, কিছুই ভাল লাগ্ছেনা। হায়! হায়! কারও প্রাণে প্রতিধ্বনিও হচ্চে না; তাইতে আমার প্রাণ কাঁদছে। হায়! যেন বুক ফেটে, প্রাণ কেঁদে কেঁদে, উঠ্ছে। (শৃঙ্গ বাদন) তবু এত জোরে বাজালাম; প্রাণ ভরে বাজা-লাম; হায়! হায়! তা হয়েও হ'ল না।

[এক প্রান্তে চিন্তিত হইয়া উপবেশন
ও কতিপয় নাগরীকের প্রবেশ।]

১ম না। কে তুমি এখানে দুঃখিত মনে বসে আছ?

আচা। আমি কে? যেন বলি, বলি, মনে করি কিন্তু বল্‌তে পাচ্ছিনে। আমার এই প্রাণের শিঙ্গাকে জিজ্ঞাসা কর ও এখনি তোমাদের বুকে বজ্রের মত শব্দ ক'রে বলে দেবে। (শৃঙ্গ বাদন)

২য় না। তাইত, এ কেহে? বলে কি? এ শিঙ্গে বাজায় কেন? না কালাপাহাড়ের গুপ্ত চর?

আচা। কেমন, আপনারা কি এখন জান্‌তে পেরেছেন? না—পেরেও পারেন নাই? হায়! হায়! বেজেও বাজ্‌ল না। (অধোমুখে) হৃদয়ের দুঃখ হৃদয়েই বিঁধে রহিল।

সক। আপনার কি দুঃখ বলুন না কেন?

আচা। (শৃঙ্গ বাদন) কই উৎসাহে মন নাচ্‌লনা যে? হায়! হায়! আজ আশার উৎস শুষ্ক হ'ল। মরুহৃদয়ে জলদের প্রকাশ—যা মনে করে ছিলাম; তা হ'ল না; নিরাশা কল্লে।

১ম না। আপনি কিসের দুঃখ কর্‌ছেন? বলুননা এখনি তা নিবারণ করব।

আচা। এইটীই আমার প্রাণের শিঙ্গে; এইটীই আমি হৃদয়ভরে বাজাই। রাজার ধনে,

মণি মুক্তায় আমার দরকার নাই। আমি ভিক্ষারী আচার্য্য, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লিতে পল্লিতে, এই শিঙ্গে বাজিয়ে বাজিয়ে, ভিক্ষা করে বেড়াই।

২য় না। তবে কিছু আমাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করুণ।

আচা। আপনি কি ভিক্ষা দেবেন? যা প্রাণ চায় তাত পাইনা।

৩য় না। কেন যা চাইবেন তাই দেব। টাকা-কড়ি কি কিছু প্রত্যাশা করেন?

আচা। আমার ভিক্ষা আলদা; হিরা, জহ-রত, রজত, কাঞ্চন, কিছু চাইনে। আমি যা চাইব তা যদি দিতে পার, তবে আমি চাইতে পারি; এত দেশ ঘুরে এলেম, এত রাজ্য দেখে এলেম; কিন্তু কোথায় ত প্রাণ ভরে ভিক্ষা পেলেম না, কেউ দয়া করে ডেকে জিজ্ঞাসাও কর্‌লেনা। এই দেখুন, চল্‌তে চল্‌তে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে গিয়েছে; আর হাঁট্‌তে পারিনে—

২য় না। কি ভিক্ষা নেবেন, বলুন। আমা-দের যদি সাধ্য থাকে তবে এখনি দেব।

আচা। এমন কিছু নয়; এই প্রণয়!

সকলে। কি, প্রণয়! (রাগত হইয়া) আপনি উন্মাদ না কি?

আচা। যদিনা দেন; তবে আর এখানে দাঁড়াই না। এখনি আবার অন্য স্থানে গিয়ে মনের সাধে শিঙ্গে বাজাতে থাকব।

২য় না। কিপ্রকার প্রণয় আপনি ভিক্ষা চান?

আচা। মাতৃভুমির স্বজাতীয় প্রণয়!

সকলে। আঃ——তবে তাই নিন; আপনাকে আমরা তাই দান কল্লেম।

আচা। তবে সকলে একতার হার গলায় পর। আর বিলম্ব করনা। (শৃঙ্গ বাদন) যবনের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ কর। তোমাদের প্রাণের প্রাণ হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট হ'ল। সেই প্রেমের-প্রস্তরময়-প্রতিমূর্ত্তি ভেঙ্গে গেল; সব দেবদেবী নষ্ট হল; পুড়ে ছারখার হ'ল; হায়! হায়! এখনও হৃদয়ে যে সুখ পাচ্ছিনে? ভারতভুমি, অস্ত্রধারণ কর। স্বজাতির বলের পরিচয় দাও। যবনের হৃৎ-পিণ্ডের অন্তদেশ বিদ্ধ কর।

(শৃঙ্গ বাদন ও ক্ষণেক চিন্তা)

(হঠাৎ নগরবাসীদের প্রস্থান ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া প্রবেশ ও আস্ফালন।)

আচা! আর না, আর স্ত্রীলোকের অঞ্চল ধরে বেড়িও না। দেশ গেল; ধর্ম্ম লোপ হ'ল; ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম দেশকে ডুবিয়ে দিলে! কালা-পাহাড় হিন্দুসন্তান! যবন হয়েছে! দেশ উচ্ছন্ন কচ্ছে! ভারতের সতী নারীর রক্তে মাটী কর্দ্দ-মাক্ত কচ্ছে! মাতঃ ভারতভূমি! চেয়ে দেখ, হিন্দুর জাতিত্ব, জ্ঞাতিত্ব, প্রভুত্ব, সকলি গিয়াছে; যবন ভারতের রাজা হয়েছে। হে স্বজাতীয় আত্মার আত্মাগণ! সব একত্রিত হও; আর ঘুমি-ওনা; চক্ষু তুলে দেখ, শীয়রে শমন; অস্ত্র ধর, রণভূমে বক্ষ পাতিয়া দাও। তোমাদের সোনার ভারত আজ ছারখার হ'ল। তোমাদের ভার-তের হিন্দুর-গৌরব-সূর্য্য আজ অস্তমিত হ'ল। ভারত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'ল। সোণার ভারতের বঙ্গ-সন্তান চেয়ে দেখ! আর একবার চেয়ে দেখ। (শৃঙ্গ বাদন) এই উৎসাহ! এই প্রণয়! এই ভিক্ষা! আর কিছু চাহিনা; রজত, কাঞ্চন, মণি, মাণিক্য কিছু চাহি না। ভারত সন্তান! উৎ-

সাহিত হও। একতায় মনঃপ্রাণ উত্তেজিত কর। ঐ দেখ যবন! যবন গৃহ প্রবেশ কর্‌বে; আর দেরী নাই। এখনি দেশে যবনধর্ম্মের স্রোত বহিবে। হয়, বুদ্ধে বুক পেতে ধর, নয় সাহসে যুদ্ধ কর। যবনের দাস্ হয়োনা। কাপুরুষ, বিধর্ম্মী হয়োনা। আমি এখন অন্য রাজ্যে চল্লুম। এই আমার ভিক্ষা!!! যবন! সাবধান!

(শৃঙ্গ বাদন ও প্রস্থান।)

১ম নাগ। যবন! যবন! সাহসের সহিত নগর রক্ষা কর। কখন প্রবেশ কর্ত্তে দিও না। সাবধান! এই যে ডঙ্কা নিনাদ! এই দিকেই যে আস্‌ছে! দেখ, যেন প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয়োনা! কি ভিক্ষা দিয়েছো?

(নেপথ্যে যবনসৈন্যের কোলাহল)

নাগ গণ। (উচ্চৈস্বরে)

"কিভয় কিভয় গাও ভারতের জয়।
গাও ভারতের জয় ভারতের জয়॥"

(কালাপাহাড় ও যবনসৈন্যগণের প্রবেশ।)

যঃ সৈন্যগণ। জয় কালাপাহাড় কি জয়!

নাগ গণ।

"কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়।
হোক্ ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়॥"

যঃ সৈন্যগণ।

যবন ধর্ম্মেতে প্রাণ কর্ সমর্পণ।
নতুবা এখনি যাবি শমন ভবন॥

নাগ গণ।

যায় যাক্ ছার্ প্রাণ তৃণের সমান!
মাতৃভুমি রক্ষা তরে করিব তা দান!

(ঘোরতর অসিযুদ্ধ)

যঃ সৈন্যগণ। এইবার হয়েছে? যথেষ্ট হয়েছে? কাফেরগণ! যুদ্ধ করিতে আর এখনও সাধ আছে?

(কতিপয় নগরবাসীর পতন)

নাগ গণ। দুরাত্মা, বিধর্ম্মী, মাতৃভুমি তরে প্রাণ উৎসর্গ করেছি।

কালা। তবে এইবার অস্ত্রের বল্ পরীক্ষা কর্। হিন্দু কাফের্‌রা এইরূপে ধ্বংশ হোক্।

(যুদ্ধ ও ক্রমে ক্রমে সকলের পতন)

কালা। সৈন্যগণ! নগর মধ্যে এইবার প্রবেশ কর।

যঃ সৈন্যগণ।—জয় কালাপাহাড় কি জয়!

(সকলের ডঙ্কা বাজাইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিল্কা-হ্রদ-তীরবর্ত্তী-স্থান।

(অদূরে জগন্নাথ-দেবের মন্দির।)

[লাঠি হস্তে পাণ্ডাগণের যুদ্ধ কোলাহল।]

১ম পাণ্ডা। হা প্রভু! জগড় নাথ! কাঁই গিলা, কাঁই গিলা! প্রভু কিমতি হইলা! ই-এ্যা মদা, মদা ভই—ই-এ সপড় ভই—আরে কঁড় কৌচিয়ে। ইয়ে বাট দে আস।

২য় পাণ্ডা। ইয়ে পণ্ডা ঠাকুর মশই! কৌঠি যাউচিরে? মুতো ঠিয়া হইচি না পরা!

৩য় পাণ্ডা। মু ত যাউচিয়ে, তু এমতি গন্না করিচ কাঁই?

৪র্থ পাণ্ডা। ই—য়াতো—গতা—উ—ও——গতা; ই—য়া গতারে—মোর হিয়া ত ফাটি যাউ-চিয়ে। মোতে ড়ক্ষা কড়। হে-প্রভু জগড় নাথ! ড়ক্ষা কড়।

২য় পাণ্ডা। (ক্রন্দন) মোতে ললাটে ধাতা এমতি দুক্ক লিখিছ। যে মোতে কপাড় ভাঙ্গি গিলা। হা প্রভু! এ কিমতি হইলা? কিমতি ত্যজিলা? মোদের কি দব হইথিলা?

৩য় পাণ্ডা। হে প্রভু! সব দোব ক্ষমা কর। মু ত' কুছু জানি না। (ক্রন্দন) ই—য়া—য়া—

১ম পাণ্ডা। ই-য়ঁ্যা—কাঁদিছ কাঁই? আরে কাঁদিছ কাঁই? কিমতি হইলা রে? কঁদা ত্যজ কর।

(শুশ্রূষা)

৩য় পাণ্ডা। কাঁই? কাঁই? সে পড়া কাঁই? সে পড়ামুখ কাঁই? সে গুটা চম্মার কাঁই?

৩য় পাণ্ডা। মোর পরাণ টুটি গিলা; কাটি গিলা; ওঠারে ভণ্ডালি কাঁই? আস, আস, আসনারে সব চলি আস—ইয়া সত্য—

২য় পাণ্ডা। মুত বাউচি পরা; তু কিমতি কহিছন্তি?

৩য় পাণ্ডা। তু ঠটা মক্করা করিছ কাঁই? এঁ্যাই? গুঠা থাপড় মারি কিরি গল ফাটাই দিব না?

২য় পাণ্ডা। তোর মথা ভাঙ্গি দিব না শড়া—

৩য় পাণ্ডা। শড়া! অন্ধা হইচুয়ে (বিবাদ) তু দেখিছু না পরা?

২য় পাণ্ডা। কঁড় কঁইছু? তু কঁড় কঁইছু? তু শড়া বলি গালি দিছ কাঁই? (উচ্চে) তু শড়া, তোর বাপ্প শড়া, তোর চৌদ পুরুষ শড়া।

১ম পাণ্ডা। আরে সদা থম, থম; আরে—থম না রে; কঁড় কঁউচিএ? তু জিব না?

সকলে। (পরস্পর মারামারি) আরে তু কিমতি হইলা পরা—এঁ্যা! আরে ঠিয়া রহিছ কাঁই? চলি চল।

১ম পাণ্ডা। আরে সব পুড়ি গিলা? আরে সব ছাড় খাড় হইলা? (ক্রন্দন)

(সকলের অগ্রসর ও কালাপাহাড়ের
উপর আক্রোশ।)

(মোসাল হস্তে কালাপাহাড়ের সৈন্যগণ সহ
জগন্নাথ-দেবকে টানিয়া লইয়া প্রবেশ
ও দগ্ধকরণ।)

৩য় পাণ্ডা। শড়া কড়াপড় কাঁই ? শড়া গইঠা মারি কিরি মথা ভাঙ্গি দিব না।

২য় পাণ্ডা। শড়া জগড়নাথ দগ্ধ করিছন্ত ? মুয়ড়ে পক্কা পড়িবিনি ?

কালা। সৈন্যগণ! ধর বাঁদরদের আঘাত কোরোনা।

৪র্থ পাণ্ডা। শড়া কড়াপড়া গইঠা মারি কিরি মুয়ড় ভাঙ্গি দিবনা ? ইয়ে দগ্ধ করিছন্ত।

৩য় পাণ্ডা। শড়া কঁড় কঁহিছুএ? মুতে মারিবি? কঁড় কঁহিছু ? (আস্ফালন) এ্যা—ই—তুকি—তুকি———।

পাণ্ডাগণ। আড়ে প্রভু ভষ্ম হই গিলা যে, মোতে কপাড় ভাঙ্গিগিলা। (ক্রন্দন)

কালা। বাঁদরদের এ স্থান থেকে তাড়িয়ে দাও। বাঁদরদের সহিত আবার কি যুদ্ধ কর্‌বে?

৩য় পাণ্ডা। শড়া বাঁদর—বাঁদর কহিছন্তি। মু বান্দর না তু বান্দর? পড়ামুক, আরে কাড়ি নিয় ভষ্ম হইগিলা। প্রভু ভষ্ম হইগিলা।

সৈন্যগণ। মার্‌ মার্‌, ধর্‌, ধর্‌, পালা, পালা, (যুদ্ধ)।

পাণ্ডাগণ। এ গুটা নবাব হইছে। পিপীড়া পলখ উঠিছু। এখনি চিতাবাড়ি দে কিরি মথা ভাঙ্গি দিবনা?

২য় পাণ্ডা। তুয়ার মথায় কঁঠাল ভাঙ্গি দিব না।

সৈন্যগণ। মার্‌ মার্‌—ধর ধর্‌—(আঘাত)

পাণ্ডাগণ। তু মারিবি? তু মারিবি? তু কাঁড় মড়িবি?

সৈন্যগণ। এখনও মার খেতে ইচ্ছা——

পাণ্ডাগণ। তু মাড়িবি, তু মাড়িবি, মোতে পড়াণ গল—হা প্রভু জগড়নাথ! মতে রক্ষা কর, মতে সর্ব্বনাশ হইলা—প্রভু ছাড়্‌ খাড়্‌ হইলা, উয়া বাপল, বাপল, বাপল। (মস্তকে করাঘাত)

(সকলের ক্রন্দন ও গীত।)

পূরবী—যৎ।

এই কি ঘটিলা শেষ!
এই কি ঘটিলা শেষ গো;
এবে ডুবিলা মোহোড়ি দেশ।
সুজড় সব যাই বুসিলা;
কলাপড় কাইনু আসি পশিলা?
ড়হি ড়হি সব সুখ খসিলা;
বঢ়িলা কুড়ঙ্গ ড়স গো।
প্রভু জগড়নাথ কু অনড় দোই,
ছাড় খাড় সব কঢ়ি ফেড়ই,
কঢ়িলা যবনে চিড়কা সই।
সহিলা পঢ়াণে এহি গো।

পাণ্ডাগণ। হা প্রভু! ম'তে জীবন নাশ হেলা।

কালা। সৈন্যগণ! ভস্ম হয়েছে কি? দেখ, যেন ইহার কিছুমাত্রও চিহ্ন না থাকে।

সৈন্যগণ। সমস্তই শেষ হয়েছে; জয় কালা-পাহাড় কি জয়।

পাণ্ডাগণ। (আর্ত্তনাদ) হা প্রভু! জগড়নাথ, মোদের ফেলি কাঁই গিলা? মোদের দশা কি হেলা? প্রভু সকায়ে বৈকুণ্ঠে চলি গিলা। (ভূমি তলে লুণ্ঠন)

কালা। এইবার নদীতে নিক্ষেপ কর।

(সৈন্যগণ ডঙ্কা নিনাদ করিয়া জগন্নাথকে নদীতে নিক্ষেপ করণ।)

পাণ্ডাগণ। (ক্রন্দন) হা প্রভু! মোদের কি দযে ত্যগ করিলা। আরে জলে ঝাঁপ দিয়, ঝাঁপ দিয়, প্রভু ভাসি গিলা—বিষ্ণু পঁজর ধর—ধর রে, ভাসি চল, ভাসি চা, ইয়া সদা ভাই। আস—বাহ—বাহ—জীবন—দিয়—

সৈন্যগণ। ধর—ধর—উপযুক্ত প্রহার দাও।

পাণ্ডাগণ। শড়া কড়াপড়া! তু যম ঘর যা! নড়কে পচি যা; ধসি যা; তু নরলোক বিষ্ঠা পকা হ; তোর ভিঠায় ঘু ঘু পাক বসা করুক।

১ম পাণ্ডা। শড়ার মুয়ড় দেখিস্ না; অপ-

বিত্র হইছে পরা; চলি চল; ঝাঁপ দিয়; বাহি চল। হা প্রভু জগড়নাথ———,

(পাণ্ডাগণের জলে ঝাঁপ দিয়া ভাসিয়া প্রস্থান।)

কালা। সৈন্যগণ দেখ—দেখ——

(মন্দিরের শিখরে বজ্রধ্বনিসহ জ্যোতিঃ প্রকাশ।)

সৈন্যগণ। কই? কোথা?

কালা। ঐ দেখ আবার দেখ।

(মন্দিরের শিখরে জ্যোতিঃ প্রকাশ)

সৈন্যগ। কই আমরা ত কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না।

কালা। ঐ মন্দিরের উপর। উঃ! ঐযে! ঐযে! কি বিভিষিকা!

(মন্দিরের শিখরে জ্যোতিঃ প্রকাশ)

সৈন্যগণ। ঐযে, ঐযে, এবারে দেখিছি; অমন তেজ ত কখন আমরা দেখি নাই।

২য় সৈন্য। মহাশয় ওর দিকে চাওয়া যায় না। চোক্ ঝোল্‌সে গেল। আমরা আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না।

৩য় সৈন্য। আর সহ্য কর্ত্তে পারি না; দেখুন, গাত্র দগ্ধ হ'ল!

কালা। (চকিত হইয়া) আবার কি দেখ! কি ভয়ানক! জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! ঐ দেখ, আমার দিকে চক্ষু রক্তবর্ণ করে আছে। দেখ্‌তে পাচ্ছ? ঐ বুঝি আবার——;

(বজ্রধ্বনি ও জ্যোতিঃ প্রকাশ)

সৈন্যগ। কই প্রতিমূর্ত্তি ত আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি না। উঃ! আমাদের গাত্র দগ্ধ হ'ল যে। আর সহ্য হয় না, আমরা পলাই।

(সৈন্যগণের ইতস্ততঃ ধাবমান)

কালা। তোমরা আমায় ফেলে যেও না। আমার চলৎশক্তি রহিত হয়েছে। ওই দেখ, আমায় গ্রাস কল্লে বুঝি? আর সহ্য কর্ত্তে পারি না। দেব জ্যোতিঃ! দেব অগ্নি! বুকের অন্তস্থল পুড়ে ঝল্‌সে গেল। আর বুঝি রক্ত নাই!

সব শুকিয়ে যায়, পুড়ে যায় যে। তোমরা পালিও না। সব অসাড় হয়ে এল যে। আর দাঁড়াতে পাচ্চি নে। প্রাণের ভিতর আগুন লেগেছে। জ্বলে উঠ্‌লো যে। সৈন্যগণ! কোথায়? আমায় ধর—ধর—আমি যাই—যাই।

(বজ্রধ্বনি সহ জ্যোতিঃ প্রকাশ ও কালা-পাহাড়ের মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

সৈন্যগ। এ কি হ'ল! আমরাও যে আর দাঁড়াতে পারি নে! চল—চল পলায়ন কর। প্রাণ বাঁচাও।

(সৈন্যগণের পলায়ন)

পটক্ষেপণ।

[চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সূর্য্যাস্ত—সময়।

[পর্ব্বত উপত্যকা—যোগিনী আশ্রম।]

(ফকিরিণীর গান গাইতে গাইতে প্রবেশ।)

জয়জয়ন্তি—আড়াঠেকা।

ফকি।

দেখা দাও প্রাণনাথ! মরি যে তব বিহনে।
নিবিয়াছে সব সাধ, অভাগী ছার জীবনে।
খুজিয়াছি নানা মত, কত দেশ শত শত,
সাঙ্গ বুঝি জীবব্রত, হইল কি এত দিনে;
হইয়ে রাজ-নন্দিনী, হইলাম ভিখারিণী,
একাকিনী, অনাথিনী, ভ্রমিছি আকুল মনে।

(স্বগত)—কতদেশ, কত রাজ্য, প্রাণ ভরে, নয়ন ভরে, দেখ্লুম। কত দূর দেখ্তে দেখ্তে চলে এলেম। সবই যে বিফল হল! প্রাণেশ্বর! আর কি তোমায় এ জীবনে দেখ্তে পাব? হায়! যাঁর জন্য রাজ্যসুখ তুচ্ছ করিছি। প্রাণের সাধ সব জলাঞ্জলী দিয়েছি। প্রাণের আশা ছেড়ে, রাজকুমারী হয়ে ফকিরিণী হয়ে কেঁদে, কেঁদে, পথে, পথে, বেড়াচ্ছি। প্রাণ যারে চায়; তার জন্য প্রাণও দেওয়া যায়। আমি এখন পাগলিনী ফকিরিণী! আমার তুমি বই এ জগতে আর কে আছে? যাকে প্রাণ দিয়ে হৃদয়ে এক মাত্র ভেবে ছিলাম; সে কোথায় গেল? কেন মন ভোলে না? এ প্রাণ যে জীয়ন্তে দগ্ধ হচ্চে। একটু এখানে বিশ্রাম করি। (উপবেশন)।

গীত।

পূরবী—আড়াঠেকা।

কোথা যাও দীন-মণি আঁধারি হৃদিগগণ।
যাবে যে জনম তরে, অভাগী ছার জীবন।
যেয়োনাকো অস্তাচলে, লুঠি দেব পদতলে,

গভীর আঁধারে পড়ি, যাইবে জীবন ধন ;
সাজ দীপ্ত দীন-মণি, সহস্র কিরণ খনি,
অধিনীরে কর দগ্ধ, জুড়াবে পাপ জীবন।

আহা! ইটী কেমন নির্জ্জন স্থান! এখানে জনপ্রাণী ত নাই। তবে একবার স্বাধীন ভাবে কাঁদিনা কেন? সেই প্রাণনাথের মুখপদ্ম একবার হৃদয় ভরে চিন্তা করি না কেন? (নিস্তব্ধ) না—হ'ল না! আমার কে? আমি কার? কি নিদারুণ! কি মর্ম্মভেদী! প্রণয় না—বিষ! যে একবার এর আস্বাদন করেছে সেই বল্‌তে পারে!

(দাঁড়াইয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর)

এখন কোথায় যাই। ঐ যে, কে না এই দিকেই আস্‌ছে? এ কে ও যে আমার মত পাগলিনী বলে বোধ হচ্চে? ঠিক্ যেন আমার মত কেঁদে, কেঁদে, পথে, পথে, বেড়াচ্ছে? তা ভালই হয়েছে। তবু মনের দুঃখ অনেক কম হবে। তবে, একে একবার এই দিকে ডাকি। আপনি কি একবার এই দিকে আস্‌বেন?

(যোগিনীর প্রবেশ।)

যোগি। কেন আমায় আপনি ডাক্‌লেন ?

ফকি। ইটী কোন্ স্থান আপনি কি বল্‌তে পারেন ?

যোগি। কেন ঐ স্থানটীর নামও কি আপনি জানেন না ? এ অতি সুরম্য স্থান। এ স্থানে পবিত্র-হৃদয়া যোগিনীগণ সদা সর্ব্বদা বিচরণ করেন। কখন কি পুর্ব্বেও এ স্থান দেখেন্ নাই।

ফকি। কই, আমি এখানে কখন আসি নাই। আজ দৈবযোগে এখানে এসে পড়েছি।

যোগি। ভগিনী! আমি এই আশ্রমে এখন বাস করি। এ স্থানের নাম যোগিনী-আশ্রম। আমি এক্ষণে এই পবিত্র আশ্রমে যোগিনী ব্রতে দীক্ষিত হয়েছি। ভগিনী! এস আতিথ্য গ্রহণ কর। ক্ষণকাল বিশ্রামসুখ অনুভব কর। পরে না হয় বাঞ্ছিত স্থানে যাবেন।

ফকি। ব'ন! তুমি কে ? তোমায় দেখে আমার যে যথার্থই সহোদরার মত ভালবাস্‌তে ইচ্ছা কচ্ছে। ব'ন আমি দুঃখিনী ফকিরিণী। আমার আমি! আমার আর কেহ নাই।

যোগি। যোগিনীগণের আতিথ্য সৎকার যে যে একটা মহৎ ধর্ম্ম তা অগ্রে পালন করুন। ভগিনী। আমারও আমি! আমার আর কেহ নাই। (পাতা পাতিয়া দেওন) ভগিনী! উপ-বেশন করুন।

ফকি। ব'ন! তবে আমিও এই আশ্রমে ফকি-রিণী ব্রত উদ্‌যাপন কর্ব্ব। ব'ন! এই আমার মনের একান্ত ইচ্ছা। যদি আমাদের উভয়ের হৃদ-য়ের ভাব এক, আর উভয়েরই অবস্থা এক, তবে কেন না উভয়ের হৃদয়ের পরস্পর মিলন না হবে?

যোগি। ভগিনী! তাতে ত আমার পরম সুখ; তাতে আমাদের মনের দুঃখ অনেক হ্রাস হতেও পারে। তার সন্দেহ নাই কিন্তু——

ফকি। কিন্তু কি?

যোগি। আমার আর দুই দিন বৈত নয়।

ফকি। দুই দিন কি? তবে কি আর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না?

যোগি। বোধ হয়, না।

ফকি। কেন?

যোগি। কল্য অমানিশায় আমার যোগিনী ব্রত উদ্‌যাপন হবে। যদি অমানিশার পর দিনও

আমার জীবন থাকে; তবে নিশ্চয় সাক্ষাৎ হতে পারে। আর যদি না হয়; তবে আমার সঙ্গে আর কখনও দেখা হবে না।

ফকি। কেন ব'ল তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না?

যোগি। আমার ইহাই প্রতিজ্ঞা! ইহাই ব্রত! যদি এই ব্রত সাঙ্গ কর্ত্তে পারি তবে আমি জীবিত থাকব; আর যদি না পারি তবে আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু। আরও ভগিনী, ওই দিবস আমার সহিত দেখা হবে না। আমার এ কঠোর প্রতিজ্ঞা কখন আমি বিচলিত কর্ত্তে পারব না।

ফকি। তবে আমার নিরাশা মাত্র। তবে আমারও নিশ্চয় এই প্রতিজ্ঞা, কল্য যদি আমিও ফকিরিণী ব্রত সমাধা কর্ত্তে না পারি, তবে আমিও জীবন অকাতরে বিসর্জ্জন করব।

যোগি। কেন, এ আশ্রমে এসে আমার জন্য প্রাণ হারাবেন? তার চেয়ে অন্য আশ্রমে যান; সেখানে সুখে থাকতে পারবেন। আমি আপনার মৃত্যুর কারণ হতে পারি না। অদ্য রজনী পর্য্যন্ত বরং এস্থানে বিশ্রাম করুন; কল্য প্রভাতে অন্যত্র যাবেন।

ফকি। না কখনই এই পবিত্র স্থান ত্যাগ কত্তে পারব না।

যোগি। তবে আসুন আপনার স্থান মনো-নীত করে দিচ্চি।

ফকি। আমায় এই আশ্রমে একটী নির্জ্জন স্থান দেখিয়ে দিন। যেখানে আমি নির্ব্বিঘ্নে সমাধি কত্তে পারব।

যোগি। কিন্তু ভগিনী, সাবধান; অদ্য হইতে কল্য পর্য্যন্ত অনেক বিঘ্ন ঘট্‌তে পারে। আর, অনেক বিপদের সম্ভাবনা আছে। দেখ, যেন সমাধি ছেড়ে কখন উঠোনা। যদি সমাধি ভঙ্গ হয়, তবে নিশ্চয়ই প্রাণ সংশয়। সেই দিনই যোগি-নীদের যোগ সাধনার উত্তম দিন। এই অমানিশা রজনী যদি নির্ব্বিঘ্নে কেটে যায়, তবে নিশ্চয়ই আমাদের মঙ্গল, নচেৎ নয়। দেখ ভগিনী! সমাধি যেন ভঙ্গ না হয়। খুব সাবধান থেকো।

ফকি। কেন আমি নিশ্চয়ই তোমার কথা-মত কার্য্য করব। কিছুই ত্রুটী হবে না।

যোগি। তবে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

[পর্ব্বত উপত্যকা—ঘোর অমানিশা।]

(ঝড়, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাৎ, কালাপাহাড়

অজ্ঞান অবস্থায় শয়িত।)

(অদূরে যোগিনী যোগ মগ্না।)

কালা। (চকিত হইয়া) আঃ এ কি! আমি কোথায় শয়ন করে আছি? একি! ঘোর অন্ধকার যে! আমি একাকী রয়েছি কেন? আমার এত সব সৈন্য কোথায়? উঃ কি ভীষণ দৃশ্য! ওকি! কে যেন বিকট মুখ-ব্যাদান করে আমায় গ্রাস কত্তে আস্চে। একি আমি পর্ব্বতে! কে আমায় এখানে আন্‌লে? আমার যে কিছুই স্মরণ হচ্চে না। একি স্বপ্নাবস্থা? না জাগ্রত অবস্থা? কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্চি না। উঃ কি ভয়ানক। সেই বিদ্যুতের মত রক্তবর্ণ চক্ষু যে! ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করে আমার হৃদয় তন্ত্র ধরে

টানুছে! কি ধবল পর্ব্বত চূড়ার ন্যায় দন্ত! তাতে আবার অগ্নির দ্রবময় রক্তধার পড়ছে! নিশ্বাস অগ্নি—যেন প্রলয় বায়ু! তার সঙ্গে শত শত নীল অগ্নিশিখা তীরের ন্যায় ধাবিত হয়ে যে আমার প্রতি লোমকুপে বিদ্ধ হচ্ছে? কেশরাশি যে প্রজ্জ্বলিত লৌহ-শলাকারূপে পরিণত হয়েছে! একি, আমি নরকে? না, না, না—এ স্বপ্ন! কিছুই না! তবে আমি কোথায়? আমার প্রাণের মতিয়া কোথায়? কই, আমার সেই সুশোভিত রাজ-অট্টালিকা কোথায়? সেই সুরম্য-হীরক-মণি-খচিত মতিয়ার দুগ্ধ-ফেন-নিভ শয্যা কোথায়? হায়! এই কি আমার অনন্ত শয্যা? না, না, এখনও আমি যে প্রমোদ-শয্যায় শয়ন করে আছি। তবে, কেন আমার গাত্রদাহ হয়? আহা! সেই কুসুমিত শয্যায় ত আমার মন, প্রাণ, দেহ, আত্মা, সব ঠাণ্ডা হ'ত। যে মতিয়ার সুমিষ্ট স্বর আমার কর্ণে সুধা ঢেলে দিত; এখন কেন বিপুলনাদে কর্ণ বধির হচ্ছে? তবে কি আমার মতিয়া আমায় জন্মের তরে ত্যাগ করেছে? না, না, এ কল্পনা কর্ত্তেও হৃৎকম্প হয়! আমার যে সেই মতিয়া!

যোগি। মাতঃ করাল বদনা! তুমি যে

যোগিনীর প্রাণ-সর্ব্বস্ব। আমার যোগ-সাধনার কেন বিঘ্ন দিচ্চেন? মা ক্ষমা করুন; আর বাধা দিও না।

(প্রণত ও পুনঃ যোগ-মগ্না।)

কালা। আজ যে হৃদয় শূন্য! প্রাণ শূন্য! সব শূন্য! সেই মতিরার প্রস্ফুনিত আনন আর যে আমার হৃদয়ে চিত্রিত নাই। ওঃ! জনমের তরে ভুলে যাই যে? আর কিছুই যে আমার মনে জাগরূক হচ্চে না। সব যে ভুলে গেলুম। এই যে আবার সেই বজ্রনিনাদ। (নেপথ্যে বজ্রধ্বনি) সেই ভীষণ বিকট দৃশ্য! এ শ্মশান যে! উঃ চারিদিকে প্রজ্বলিত শবের অস্থিরাশি! স্তুপাকার প্রজ্বলিত অস্থিরাশি! (নেপথ্যে বিদ্যুৎ ও বজ্রনাদ) হৃদয় পঞ্জর বিপুল নাদে মড় মড় করে পুড়চে! শত সহস্র শবের মাতা ফাট্‌চে যে! একি! কখন আমি জীবনে দেখি নাই! কি হৃদয় ভেদী দৃশ্য। সব ছার্ খার্ হয়ে গেল যে! স্মৃতিপট হতে সব নিবে গেল যে। আবার ঘোর অন্ধকার! জীব-নাশা, নিরাশা! নিরাশার ঘোর অন্ধকার! অন্ধকার!!! (মূর্চ্ছিত)

যোগি। মাতঃ! আমার যোগসাধনায় বিমুখ হলেন? মাতঃ করালবদনা! শীতল কোলে আশ্রয় দাও। মাতঃ! হস্ত তুলিছি মা, তোমার সরলাকে কোলে নাও। মা শূন্য জগতে রহিছি। আর বাধা দিওনা মা, ব্রত উদ্‌যাপন করি।

(প্রণত ও পুনঃ যোগ-মগ্না)

কালা। আবার সব মনে পড়েছে! আবার হৃদয়ে এখন বজ্রাক্ষরে দেখ্‌তে পাচ্ছি। হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে গভীর নাদ শুন্‌তে পাচ্ছি। হায়! আমি কি করিছি! সমস্ত জীবনে কি কার্য্য করিছি! সেই সমস্ত পাপ, হৃদয়ে একত্রিত হয়েছে। ওঃ! সেই সমস্ত পাপের জ্বলন্ত অগ্নি! নীল দ্রবময় ধাতুর অগ্নিতরঙ্গে বিপরীত কল্লোলে আমার হৃদয়ে তরঙ্গিত হচ্ছে। প্রতি শিরায় শিরায় সেই গলিত ধাতুস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। সেই অগ্নি!—জলন্ত অগ্নি!—উঃ! কত শত সতী, সাধ্বি, পতিব্রতা, পতিরতা, পতিপ্রাণা, কামিনী-গণের সুকোমল-বক্ষ বিদ্ধ করিছি। কত শত সহস্র দেব প্রতীমা ভষ্মস্যাৎ করিছি—কত দুর্ভাগা হৃদয় ছিঁড়ে ফেলিছি—এ সেই শাপাগ্নি। সেই

পাপাগ্নি! স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি। কি ভয়ানক! কি প্রাণ-সংহারক! আর সহ্য হয় না—পারি না—মরু হৃদয়ে অগ্নির তরঙ্গ!—হৃদয় যন্ত্র ফেটে উঠে যে! আঃ—বুক ফেটে বেরো—হৃদয় কঙ্কাল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পাপাগ্নি বের—বের—বের—আর বুকে রাখ্‌তে পারি না;———(বক্ষে করাঘাত) মৃত আত্মা সব! শত সহস্র একে বারে একত্রিত হও—আমার সম্মুখে তীক্ষ্ণ অগ্নিময় দণ্ড হস্তে উদয় হও—এখনি উদয় হও—তোমাদের হত্যাকারীর জ্বলন্ত প্রতিশোধ নাও—আর বিলম্ব কোরো না। এ হৃদয়ে আর পাপশিখা রাখ্‌তে পারি না—হৃদয় কঙ্কাল উৎপাটিত কর;—(বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ) এ নরক অনলে পুড়ে মচ্ছি—এ জ্বালার আর কিছুতেই নিবৃত্ত হবে না—জগতে এর আর কিছুই ঔষধ নাই—এর এই একমাত্র ঔষধ—না—না—না এর ঔষধ নাই—ঘোর পাপীর আর নিস্তার নাই—আর পারি না—উঃ—হা করুণাময় পিতা—পিতা

(মূর্চ্ছিত)

যোগি। রে নিষ্ঠুর! আমার ব্রতের বিঘ্ন দিচ্ছ। সাবধান! আর আমার আরব্ধ কার্য্যের কণ্টক হয়্‌নে। এখনি এ পবিত্র স্থান থেকে চলে

যা। নচেৎ এই যোগাগ্নিতে তোকে ভস্ম করে ফেল্‌ব।

কালা। (চমকিত হইয়া দাঁড়াইয়া) কে তুমি? আমার হৃদয় কণামাত্র শীতল কল্লে—আমার হৃদয়ে যে তোমার প্রতি-বিম্ব পড়েছে! উঃ! জানি না, কেন তোমার দিকে চাহিলে আমার প্রাণ শীতল হয়! কে তুমি? শীঘ্র বল; তোমার যে মুখ তেজপুঞ্জ দেখ্‌তে পাচ্ছি। (কালাপাহাড়ের যোগিনী সম্মুখে উপবেশন।)

যোগি। নিষ্ঠুর! পাপিষ্ঠ! সরে যা—এ পবিত্র স্থানে তোর অধিকার নাই। আমি যোগিনী! ব্রত সমাধা কর্ত্তে দে।

কালা। শ্মশান জগতে কই আর কিছু যে আমার নাই; সব ছার্‌ খার্‌ হয়ে গেছে। কেবল একটী আত্মা! প্রেতাত্মা নয়! জীবাত্মা! সেই কি ঐটী? কেন আমার হৃদয়ে এখনো আলোক দিচ্ছে? আমি জানি না আমার প্রাণ কেমন কচ্ছে যে; কে তুমি? সরোজিনী! জীবনের আলোকময়ী প্রতীভা! বল—বল—তোমার প্রে বুকে স্থান পেয়েছি। আশ্রয় দাও। আমায় বাঁচাও। আর চেপে রাখতে পারি না। আমি সেই কালাপাহাড়!

সেই করাল-কৃতান্তসম কালানল! আমি ভস্ম হয়ে যাই যে, আর আমার নরকেও স্থান নাই।

যোগি। (চমকিত হইয়া) কেও? কেও? ও কে? প্রাণনাথ! প্রাণেশ্বর! না—না—না—ব'লব না। তোমায় এজনমে ভুলেছি—সংসার ভুলেছি—পিতা ভুলেছি—আর আমার বলতে কেউ নাই। চলে যাও—অন্য হৃদয়ে যাও—এদিকে চেয়ো না—চেয়ো না—এ হৃদয় তোমার নয়; কারও নয়।

কালা। একি! আমার প্রাণ-প্রতীভা সরলা-প্রতীমা যে। যোগিনী—যোগিনী—যোগিনী, সেই না আমি তোমায় বলে ছিলাম; আবার পাষাণ হৃদয়ে দয়া মায়া! (ক্রন্দন স্বরে) হা সরলে! সে পাষাণ হৃদয় এখন ভস্ম হয়ে গেছে; আর নাই, এখন কণামাত্র শিশিরের জল দিয়ে বাঁচাও। আর আমি এখন যবন পিশাচ নই। আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। আর আর অপেক্ষা নাই। ওই দেখ, ভীষণ শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। (বজ্রনাদ) সরলে বুক পেতে দাও—তোমার বুকে মাথা রাখি। আঃ প্রাণ যায়—ধর—ধর (ধরিতে অগ্রসর)

যোগি। না—না—না আমি যোগিনী; সরলা নই। আমায় যোগ সাধনা কর্ত্তে দাও। আমায়

ছুঁয়োনা। আমার যোগ ভঙ্গ কর না। একি! আমি সংসারের মায়ায় প্রলোভিত হচ্ছি। প্রতারিত হচ্ছি। কে—কার? আমি—কার? কারও নয়; তবে কেন আমার বুক ধরে কে পেতে দিচ্ছে? মা করালবদনা! রক্ষা কর—মা—যোগ বিঘ্ন দিওনা। আমি এখনও বল্‌ছি সরলা নই—যোগিনী; আমার কেউ নাই। নিষ্ঠুর, অকৃতজ্ঞ, এ স্থান থেকে ফিরে যাও। চেয়োনা; জনমের তরে যাও; আর সংসার মায়ায় আমি কখন প্রতারিত হ'ব না।

(পুনঃ যোগ-মগ্না।)

কাল। আঃ সরলে! একি! সেই তুমি? আমার প্রাণের সরলা সেই কি তুমি? এ তোমার কোন্ মূর্ত্তি? বজ্রের অপেক্ষাও যে দুর্ভেদ্য! সে সরলার সরল মূর্ত্তি কই? আর কি আমি তোমায় হৃদয়ে পাব না? সরলা প্রতীমা!—না—পাষাণ প্রতীমা!!!

যোগি। না! কখনই না! এ হৃদয় বজ্র অপেক্ষাও কঠিন! দুর্ভেদ্য! নিষ্ঠুর কেন বার বার আমার বিরক্ত কচ্চ? এ স্থান থেকে চলে যাও।

কালা। না—না—না আর ওদিকে চাব না। সরলা নয়—আমার সে সরলা নয়—(পশ্চাৎ অগ্রসর) উঃ ভয়ানক জ্যোতিঃ বেরুচ্চে

যে! (জ্যোতিঃ প্রকাশ)—আর কাছে থাক্‌তে পারিনা। ও আবার কি? সেই বিকট দৃশ্য! এইবার আমার জীবন শেষ হলো বুঝি? প্রাণ জ্বলে যায়! ঘোর অন্ধকার!! আবার সেই অগ্নি!! সেই কালাগ্নি!! বুক জ্বলে গেল—যন্ত্রণা—যন্ত্রণা!!! গাত্র দগ্ধ হলো—(গাত্র বস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করত ছোরা খুলিয়া কঠোর দৃষ্টিতে) নরক যন্ত্রণা! মৃত আত্মা সব! এইবার—এইবার একত্রিত হও! (বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ) জীবনের প্রতিশোধ—জ্বলন্ত প্রতিশোধ নাও; এর চেয়ে আর কিছু দিতে পারব না। কই? কই? কই? দেখ—দেখ—সরলে! চল্লুম। সেই পামর কালাপাহাড়! তোমার আর কেও নয়; সেই নিষ্ঠুর স্বামীর জীবনের প্রতিশোধ নাও! চেয়ে দেখ—দেখ—দেখ—চল্লুম জন্মশোধ চল্লুম।

(বক্ষে ছোরাঘাত ও পতন।)

[সরলা বেগে কাঁদিতে কাঁদিতে কালাপাহাড়ের বক্ষে পতন।]

(বজ্রনাদ ও বিদ্যুৎ।)

যোগি। (ক্রন্দন) মা করালবদনা! এই কি

তোমার মনে ছিল! মা এত দিনে কি আশাপূর্ণ হ'ল? আর থাকৃতে পাল্লুম না। প্রাণেশ্বর—প্রাণনাথ—এই যে তোমার সেই সরলা প্রতীমা! যোগিনী নয়! তোমার সাধের সরলা—ধর—ধর—ধর; এই যে হৃদয় পেতে দিয়েছি। নাও—নাও—ধর—আমি এসেছি। কই নীরব রহিলেযে?

কালা। আমার সরলা—আ—মায় ক্ষ—মা কর—আ—মি—তো—তো—মা—মা—রি—ই—ই—ই—ই। (মৃত্যু)

যোগি। (ক্রন্দন) একি হলো? হায়! হায়! প্রাণেশ্বর! একটীবার কথা কও। সরলার তাপিত প্রাণ জুড়াও। মাত করালবদনা! এই কি আমার ব্রত উদ্‌যাপন কল্লেন? হায়! এত দিনে আমার অদৃষ্টের বিষময় ফল আজ কি পরিপুষ্ট হল? নাও—সেই ফল আজ গ্রহণ কর। হায় জীবিতেশ্বর! জীবিতনাথ! নাও—অধিনী—সরলাকে নাও; সেই তোমার সরলা! তোমা বই আর কাকেও জানে নাই। নাথ! প্রেমের এই শেষ আলিঙ্গন দাও। একটী তৃষিত চুম্বন নাও—নাও—যাই—দাঁড়াও—দাড়াও——।

(ছোরা দ্বারা নিজ বক্ষে আঘাত ও মৃত্যু)

(বজ্রধ্বনি ও জ্যোতিঃ প্রকাশ)

(ফকিরিণীর বেগে প্রবেশ।)

ফকি। কোথায় ব'ন? আর আমি সমাধি কর্ত্তে পাল্লুম না যে, আমার বুকে আঘাত লেগেছে। কই? কই? একি! তাই কি আমায় বলে ছিলে? এখানে এসো না; একি! (ভাবান্তর) এ—কে—কা—লা—পা—হা—ড়। এখানে পড়ে যে! ওরে কালনাগিনী——কালসাপিনী—— তুই কি সেই সরলা? এত দিন কোথা ছিলি? আমার কালাপাহাড়কে বুকে করে নিয়ে রহিছিস্? ওরে বর্ব্বর কালাপাহাড়! অবলাকে হৃদয় দিয়ে ফিরিয়ে নিলি? নে—নে—নে? এখনি নে? (করতালি) হা—হা—হা—এখন আমি কোথা যাব—আমার পাপের ঠিক প্রতিফল হয়েছে। এখন কোন্ দিকে যাই? আমি যবনি পিশাচিনী; আমার পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত!! এই প্রতিফল! আমিই কালাপাহাড়কে যবন করিছি! আমিই সরলাকে যোগিনী করিছি! যোগিনী আজ তোর ব্রত উদ্‌যাপন হলো। থাক্ পাপীয়সী, মায়াবিনী! কালাপাহাড় তোর? কে

বলে? হা—হা—হা। কালাপাহাড়, স্বামারি; এস কালাপাহাড়, তুমি আমার কাছে এস। আস্‌বে না—আচ্ছা থাক্; সরলাকে নিয়ে থাক্; পিশাচিনী সরলা—নিলি? নিলি? কেড়ে-নিলি,—নে—নে—তুই আমার কালাপাড়কে নিয়ে থাক্ আমি চল্লুম—হা—হা—হা—

(মতিয়ার প্রস্থান।)

বজ্রধ্বনি সহ যবনিকা পতন।

[সমাপ্ত।]



PRINTED BY K. K. CHAKRAVARTI AT THE VALMIKI PRESS,
40, GURUPRASAD CHOWDHURY'S LANE, CALCUTTA.

শূরবালা স্বরবালা

স্বর্গীয়া স্বর্ণলতা-বিরচিত।

হরিনাভি
সাহিত্য-উৎসাহিনী সভা হইতে
প্রকাশিত।

সম্বৎ ১৯৩৮।

Printed by Ashutosh Ghose & Co.
Albert Press, 37 Machuabazar Street,—CALCUTTA.

পাপী

মৃত্যুকালে মাতৃহীনা

সুরবালাকে

স্নেহশঙ্কর-কমলে সমর্পণ করিয়া গেল

অভাগিনী স্বর্ণলতা।

বিজ্ঞাপন।

আজ কাল স্ত্রীলোকের রচিত পুস্তক প্রকাশিত করা বিষম সমস্যার কথা হইয়াছে; এই একটী স্ত্রীবেশী পুরুষ সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া স্ত্রীলোকদিগের পুস্তক প্রকাশ করা এক-প্রকার কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন; স্ত্রীলোক-দিগের রচিত পুস্তক যদি একটু ভাল হয়, তাহা হইলে লোকে সহজে তাহা স্ত্রীলোকের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত হইবেন না। এই সকল বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ আমি গ্রন্থ-কর্ত্রীর নাম প্রকাশ বা ইহা যে স্ত্রীলোকের রচিত, তাহা উল্লেখ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক-সভার সভ্যগণ এই আপত্তি উত্থাপন করেন যে, "যখন আমরা গ্রন্থকর্ত্রী কৃত আমাদিগের সভার উপকারের কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এই পুস্তক প্রকাশে বদ্ধপরিকর হইয়াছি, তখন তাঁহার নাম প্রকাশ ব্যতীত

আমাদিগের উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইতে পারে না" সুতরাং নাম প্রকাশ করাই যুক্তিযুক্ত স্থির হইল।

হরিনাভি,
সভ্যস্ব-কার্য্যালয়।
১২৮৪ সাল।

শ্রীশরৎচন্দ্র দেব,
সাহিত্য উৎসাহিনী সভার
সম্পাদক।

এই পুস্তক সম্বন্ধে কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের অভিপ্রায়—

"আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আহ্লাদের সহিত পাঠ করিয়াছি। বঙ্গীয় মহিলাগণ নানা বিষয়ে গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, কিন্তু এই গ্রন্থের রচয়িত্রী, আদর্শের প্রতি স্বদেশোদ্ধারকের অনুরাগ ও ভক্তি দেখাইবার জন্য, অমিত্রাক্ষরছন্দে নাটিকাকারে এইখানি রচনা করিয়া দিয়াছেন। আমার বিবেচনায় অমিত্রাক্ষরছন্দে নাটক রচনা বিষয়ে এই গ্রন্থকর্ত্রী বঙ্গীয় রমণীগণের মধ্যে প্রথম পথপ্রদর্শিকা। ইঁহার রচনা সরল ও মধুর হইয়াছে।

কলিকাতা,
১১ই ফাল্গুন, ১২৮৪

(স্বাক্ষরিত) শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।"

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অভিপ্রায়—

"শরৎ বাবু

————পুস্তক খানি পঠিত হইল, রচনা মন্দ নহে। পুস্তক খানি সভা হইতে প্রকাশের যে বন্দ করিয়াছেন, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে। গ্রন্থকর্ত্তাকৃত উপকার স্মরণে আমাদের এ কার্য্য করা সম্পূর্ণ উচিত। গ্রন্থকর্ত্তার নাম প্রকাশিত করা বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে।

(স্বাক্ষরিত) শ্রীহরিশ্চন্দ্র শর্ম্মা।

দানপত্র।

আমি অর্থাভাবে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে অসমর্থতা প্রযুক্ত এবং দেখিবার সময়ের অভাবে এই পুস্তক খানির স্বত্ব হরিনাভি সাহিত্য উৎসাহিনী সভাকে দান করিলাম, সমগ্র রচনা একত্রে মুদ্রাঙ্কন কালে যদি ইচ্ছা হয়, স্বত্ব পুনর্গ্রহণ করিব। কিন্তু [illegible] রূপে লইবার ইচ্ছা নাই, [illegible] র মধ্যে লইব, এমন ইচ্ছাও

...া।
...য়াছেন,
...মোহন দেব,
...রাছেন।
...বিশেষ আগ্রহ ছিল,
...স্থলীতে যাইতাম। যখন
...র, তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে
...পর্ণ দিতে আরম্ভ করেন। আশ্চর্য্য
...জানিতে হইবে যে ৩ বৎসরের মধ্যে ইনি গীতার
...বাদ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন; এবং বিনা সাহায্যে
পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিতেন। পিতার নিকট
কিছু কিছু ইংরাজীও পাঠ করিয়াছিলেন। কতকগুলি
ইংরাজী গ্রন্থ বাঙ্গালায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন; কিন্তু
সেগুলি অসম্পূর্ণ থাকিয়া পরিত্যক্ত হইল।

ক্রমে বিবাহের অনেক সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। পিতা
অনেক বালককে নিজে আসিয়া কন্যা দেখিয়া যাইবার

স্বর্ণপত্র …

জন্যার মনে …

হইলে পাছে ধর্ম্মে …

এই বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞ…

হইল যে হয়ত স্বর্ণলতা, পূর্ব্ব…

পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, নচেৎ …

হইয়েও কেন কাহাকেও মনোনীত করি…

সে ব্যক্তি কে তাহা জানা আবশ্যক। মন্মথ বাবু…

পত্নী, যাঁহা এই অবগত হইলেন যে, তিনি মনে …

আমাকেই পতিত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। আশ্চর্য্য! কি

জন্য যে তাঁহার মন আমার ন্যায় দুর্ভাগ্য পুরুষের

প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল তাহা কিছুই স্থির করিতে

পারিলাম না। এক্ষণে বলিতে দোষ কি? আমিও পূর্ব্বা-

বধি তাঁহার ন্যায় (অথবা তাঁহাকেই) পত্নী পাইতে

ইচ্ছুক ছিলাম। কিন্তু আমি দরিদ্র, আমার পক্ষে এরূপ

আশা আকাশকুসুমবৎ; কন্যাপক্ষীয়ের মত হইলেও যে পিতা দরিদ্র হইয়া কখন এরূপ ধনীর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইবেন সে আশা দুরাশা, ইত্যাদি চিন্তা করিয়া মনকে প্রবোধ দিতেছিলাম, কিন্তু যখন শুনিলাম যে স্বর্ণলতা আমার প্রতি অনুরক্তা, তখন আর আমার আহ্লাদের সীমা রহিল না—মন প্রবোধ মানিল না—যদি ভূপেন্দ্র বাবু বিবাহ দেন ত পিতার অজ্ঞাতসারে (অবাধ্য হইয়া) বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলাম।

মন্মথ বাবু এই বিষয়ে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া একদিন আমাকে নিভৃতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি স্বর্ণলতাকে বিবাহ করিবে?" আমি আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিলাম এবং আমার বিবাহের প্রতিবন্ধক কি তাহাও উল্লেখ করিলাম। মন্মথ বাবু বলিলেন, "এক্ষণে পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে বিবাহ কর, পরে আমরাই এ কথা প্রকাশ করিব।" আমি বলিলাম, "তাহা হইলে পিতা মাতা মনোদুঃখ পাইবেন।" মন্মথ বাবু বলিলেন, "সে মনোদুঃখ স্বর্ণের ন্যায় পুত্রবধূ পাইলে অবশ্যই দূরীকৃত হইবে।" আমি আর শেষ ভাবিলাম না, পিতা মাতার অজ্ঞাতসারে ১৯০ সম্বতের অগ্রহায়ণ মাসে (কোন্ তারিখে স্মরণ নাই) স্বর্ণলতাকে বিবাহ করিলাম। বিবাহের যাবতীয় উৎ হুগলীতেই সম্পন্ন হইল, বিবাহের পর তৃতীয় দি প্রিয়তমা আমাকে এই কবিতাটী উপহার দিয়াছিলেন—

আশা পূরিল আমার।

এত দিনে মন আশা পূরিল আমার।
কত বহু দিন গত তব প্রেম পিপাসিত
হয়েছে মানস মন, আশার স্বপন
হবে তবু, মনে হয় ছিল না আমার।
——আশা পূরিল আমার।——

মনে মনে এ হৃদয় তোমারে বরণ
করেছে, হে প্রাণনাথ! ভাবিয়ে তোমারে নাথ,
করিয়াছে চিরদিন তরে সমর্পণ
এ দেহ তোমার পদে, হে নাথ! এখন
আশা হইল পূরণ।

কি আর বলিব নাথ! দাসী ব'লে মোরে
রাখিও আপন মনে হেরিও নয়ন কোণে
তা হলেই কৃতার্থ জানিব আপনারে;
এ মম মিনতি নাথ! রেখ মনে মোরে
যেন দাসী ব'লে মোরে।

এটিতে যে কিছু কবিত্ব আছে তাহা নহে; কিন্তু এটি
মি বড় ভাল বাসি তাই এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।
বিবাহের পূর্বে আমি অবকাশ পাইলেই হুগলীতে
তাম। কিন্তু বিবাহের পর বহুদিন পর্য্যন্ত আমি একবা
র সেখানে যাই নাই; তাহাতে পত্নীবতা আমাকে এই
খিয়াছেন—

শোক ধ্বনি।

১

কি নিঠুর তোমারি হৃদয়।
স্মরিলে গরল হয়, শুনিয়াছে কে কোথায়?
দেখিবার ইচ্ছা যদ দেখুক লোকায়,
দেখিলে আমিরে আছে কি না এ ধরায়।

কেমনেতে জানাব তোমায়।
কিরূপ আমার মন কে করে বল বর্ণন
প্রিয়জন ভেবে মনে লয়েছি তোমায়।
ভুলিতে নারিব যদি ত্যজহ আমায়।

৩

নিদয় কি হয়েছ এখন?
বল নাথ! বল বল ভালবেসে চিরকাল।
কোথা সেই ভালবাসা রেখেছ এখন?
ভুলিতে পারিনে, কিন্তু হয়েছ কেমন।

কেমনেতে এমন হইল।
বিপ্রিয় কি ভাব, নাথ? চরণেতে প্রণিপাত
তোমা যদি থাকে ভেবে ভাব তাহা হ'লে
আমি না ভাবিব, নাথ! প্রাণেতেও মরিলে

---

১৪ — "হায় যদি ভালবেসে ত্যজিব তোমায়।"
১ অর্থ বারম্বার [illegible] আমি [illegible] বুঝিতেছি।

তুমি মম প্রাণাধিক প্রিয়তম।

তোমা' হেরেছি যে দিন ... ও সুধাংশু সে দিন

চেয়েছে চকোর সুখে এ নয়নে যবে।

সে দেখিলে হবে অধিষ্ঠান যাপি তুমি।

(ক্রউচি শ্লোক পরিত্যাগপূর্ব্বক বঙ্কিম পরিত্যক্ত হইল।)

বলা বাহুল্য যে এ সময় হইতে আমি আবার ঠাকুরের নাম স্বগতকে ডাকিতে লাগিলাম। এই সময়ে তাঁহার পত্নীর ... হয়। তিনি শ্বশুরালয়ে পুনর্গমন করিলে, তাঁহার অবস্থিতি কালে শ্রীমতী এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—

"প্রিয়তমে ভগিনি!

তুমি এক্ষণে যেখানে আছ, সেখানে সকলেই তোমার অপরিচিত। কিন্তু তুমি বালিকা হইলেও তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিয়া চলিতে হইবে। গুরুজনের মনোরঞ্জন করা ... কর্তব্য কর্ম। তথাপি কয়েকটি সংকেত তোমাকে লিখিয়া দিই, এই অনুসারে চলিলে বোধ হয়, সাধারণের মনোরঞ্জন হইবে। আপাততঃ সেখানে (শ্বশুরালয়ে বাড়ীতে) ...দের সহিত কথা কহিও না; ... একজনের ... কও। ... তোমার সহিত দাসী আছে সত্য, তথাপি ... কোন সামান্য গৃহকার্য্য (যাহা তুমি নিশ্চয়ই সম্পন্ন করিতে পারিবে জান) দিলে, সম্পন্ন করিও; যদি কোন গুরু-

জন তোমাকে উক্তরূপ কার্য্য না করিতে দেখিয়া নিষেধ করেন, (নিষেধ করিবেন নিশ্চয়ই) তৎক্ষণাৎ বিরত হইও।

৩। সর্ব্বদাই পুরস্ত্রীলোকদিগের জন্য—কিছু যে সকল নিয়মাবলী চিরকাল চলিতেছে তাহারও উল্লেখ করি।

১। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিবে, এবং যদি তিনি কিম্বা অন্য কেহ কোন কার্য্য করিতে বলেন, তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিবে।

২। দাস দাসীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। কখন তাহাদিগের প্রতি নীরস বাক্য প্রয়োগ করিবে না।

৩। গৃহকর্ম্মের যেন কোনরূপ বিশৃঙ্খলা না ঘটে, সদা সুব্যবস্থিত এবং পরিষ্কার থাকে। এবং গৃহসামগ্রীর যেন স্থান বিপর্য্যয় না ঘটে।

অধিক লিখিবার প্রয়োজন নাই, মাত্র ঠাকুরাণীর উপদেশ সর্ব্বদা মনে আছে, সেই অনুসারে কার্য্য করিলেই তুমি সুখী হইবে। এবং সকলে তোমার প্রশংসা করিবে। ইতি—

স্নেহাস্পদ ভগিনী   মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী

শ্রীমতী নিত্যকালী—   শ্রীমতী স্বর্ণলতা

এই সময়ে ইনি শিশুদর্পণ ও স্ত্রীলোকের কর্ত্ত[ব্য] নামক এক খানি পুস্তক রচনা করেন, উহা রচনা কা[লে] প্রায় ২০ আটাশ বৎসর অতিবাহিত হয়, যদিও উহাব[…] ক… আমার সাহায্য বাকী তথাপি এস্থলে উহা উ[…] রহিত বলিয়াই উল্লেখ করিলাম। যদি কখন …

প্রকাশিত করিতে পারি, তাহাতেই এ বিষয়ের বিশিষ্ট উল্লেখ করিব। ১৯৩৮ সম্বতের ১২ই হইতে ২০ই জ্যৈষ্ঠের মধ্যে তিনি "সুরবালা" রচনা করেন। তাঁহার কবিত্ব শক্তি আছে দেখিয়া—তিনি কিছু কতদূর পারেন পরীক্ষা করিবার জন্য আমি এই গল্পটী বলিয়া তাঁহাকে পদ্য রচনা করিতে বলি-লাম। গল্পটী এই —"কুমারসিংহ [illegible] একজন রাজপুত রাজার বিজয় সিংহ নামে এক পুত্র ছিল। তাঁহার স্ত্রীর নাম সুরবালা। [illegible] মুসলমানেরা আক্রমণ করিলে প্রথমতঃ বিজয় সিংহ পরাজিত হইয়া অন্তঃপুরে আগমন করেন, কিন্তু সুরবালার নিকট [illegible] পুনরায় যুদ্ধে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন, সুরবালা যুদ্ধে [illegible] সৈন্য নষ্ট করিয়া পতির সহিত চিতারোহণ করেন।"

এই গল্প অবলম্বন করিয়া "[illegible] মালা" রচনা করেন। রচনা করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, আমি যেন [illegible] রচনা করি, এবং [illegible] "সুরবালা" আমার [illegible]।

[illegible] বাবু [illegible] পরিবর্ত্তন [illegible] হইয়াছেন। [illegible] আমি [illegible] করিতে পারি না। [illegible] দিন [illegible] এই কথা আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম।

১/০. ৩৭

তৎপর দিন স্বর্ণলতা আমাকে বলিলেন, "আমি একটী কথা বলিব শুনিবে?"

আমি। "শুনিবার হয় শুনিব।"

স্বর্ণ। "একটী কাজ করিতে হইবে।"

আমি। "যদি পারি ত অবশ্য করিব।"

স্বর্ণ। "যদি মনে কর অনায়াসে করিতে পার।"

আমি। "কৈ এমন কাজ কি?"

স্বর্ণ। "আগে না বলিলে জানিবে কি করে।"

আমি। "বল।"

স্বর্ণ। "করবে বল?"

আমি। "যখন তুমি অনুরোধ করচ, তখন অবশ্য করবো।"

স্বর্ণ। "তোমাকে একটী বিবাহ করিতে হইবে।"

আমি। "উপহাস করচ?"

স্বর্ণ। "না, উপহাস করিতেছি না, যথার্থ বলিতেছি, তোমাকে, আমার সন্তানের নিমিত্ত আর একটী বিবাহ করিতে হইবে।"

আমি। "কেন? এমন কথা বলে কেন?"

স্বর্ণ। "দেখ! আমি পিতৃপিত্রালয় হইতে শ্বশুরা যাইতে পারিলাম না। যাইতে ইচ্ছাও নাই,—আর যার প্রয়োজনই বা কি? তুমি এণ্ট্রান্সে উত্তীর্ণ হইবে হয়, হয়ত হইলেই তুমি কলিকাতায় আসিবে। আমাদের কলিকাতার বাড়ীতে যাইব। সেওয়ানজী

যাচ্ছেন আমরাও কলিকাতায় শীঘ্রই যাইব। তাহা হইলে প্রায়ই তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছ; অতএব তোমার যেখানে সম্বন্ধ হইয়াছে, সেইখানেই মত দাও।

তাহাই হইল, ১৯০৩ সম্বতের ২৫শে অগ্রহায়ণ আমার দ্বিতীয় বার বিবাহ হইল। ঐ বৎসর আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতে (Second grade) এন্ট্রেন্স-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতায় আসিলাম। ইতিপূর্বে স্বর্ণলতা প্রভৃতি সকলেই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। কিন্তু করাল কাল বিকট বদন ব্যাদান করিয়া ১৯৩৪ সম্বতের ১৭ই শ্রাবণ স্বর্ণকে গ্রাস করিল। জ্বররোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইনি স্বপত্নীকে কতকগুলি পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সুশীলার উপাখ্যানে এই কয় ছত্র লিখিত আছে—

"ধর সখি-দুঃখিনীর প্রীতি উপহার
"বনফুলমালা", কোথা কিবা পাব আর?
যতনে রাখিও সখি—এ কুসুম-মালা
তা হ'লে হইবে সুখী দুখি ভূপবালা।
"সুশীলার" মত সুখে সংসারকাননে
ভ্রমিও হে—হেন সুখী দেখি ইহা মনে
যদি কিছু দিন পরে হেরিব তোমায়
সত্য সখি এই শেষ মাগিছু বিদায়।"

হায়! স্বর্ণলতার যে আশা আর পূর্ণ হইল না।

হতভাগ্য স্বামী
ES.

* আমি পিতৃমাতৃসমীপে আত্মপ্রকাশ ভয়ে নাম গোপন করিলাম, যাঁহারা আমাকে চেনেন একথা প্রকাশ করিবেন না। পিতা মাতাকে একথা বলিয়া আহ্লাদিত করিতে চাই না। যদি পিতৃমাতৃ বর্তমানে আমার মৃত্যু হয় তবে মৃত্যুকালে প্রকাশ করিব, বাসনা রহিল।

কোকিল।*

বসন্তের সুমধুর সুসংবাদবাহী
হয়েছে শোভিত বন   বসন্তের আগমনে
হয়েছে কবকে গান বৃক্ষশাখে বসি।
হইলে শোভিত পাখি! বন উপবন।
শুনে পাখি তোর গান   বিমোহিত হয় প্রাণ।
কেমনে জানরে বসন্তের আগমন?
বসন্তেরে চাই পাখি! তোমারি কারণ
'মিমি' বলে করি' গান   ভরিয়া ফুকিস্ প্রাণ
আনন্দে মাতিনী বসি' ফুল ফুলবনে।
কি মধুর আস্বাদ রে! তোর সুমধুর তানে।
বালক বালিকা সব   বিদ্যালয়ে যবে যায়
সুপথেতে দাঁড়াইয়া তোর গান শোনে।
কিবা পাখি, তোর আমি অতি চমৎকার!

---

* John Logan রচিত *The Cuckoo*র অনুবাদ।

যখন বসন্ত যায় তখন না পাই হায়,
শুনিবারে তোমার সংগীত সুধাধার।
হে পাখি! অবিরত তুমি গীত ঢালি যায়,
শুনিলে তোমার গান তৃপ্ত হয় মম প্রাণ
গাইলে তোমার গান কেবা ফাঁদে চায়।
পাখি! পারিতাম যদি গগনে উঠিতে
ত্যজি শীতময় দেশ উড়িয়ে যেতেম বেশ;
থাকিতাম দোঁহে মোরা বসন্ত সহিতে।

সুরবালা সুরবালা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

একটী সুদৃশ্য কক্ষ।

সুরবালা ও চারুশীলা উপস্থিতা।

সুর। কি হেতু বিলম্ব বল, ওলো সহচরি!
নাথের আসিতে?

চারু। সখি অধীর হ'ও না,
কত কাজে ব্যস্ত তিনি,—বিলম্ব হয়েছে,
তাহে কিছু চিন্তা নাই—

সুর। কেন, প্রিয় সখি!
নাচে বামেতর অঙ্গ দেখি অমঙ্গল?
কেন প্রাণ উচাটন হইল আমার?
মনে আসে কেন, সখি! অমঙ্গল কথা?

চারু। চিন্তা নাই—ধৈর্য্য ধর—স্থির কর হিয়া—
যাই আমি—

(নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া)

ওই, সখি! আসিছে কুমার,
ধৈর্য্য ধর—সুস্থ হও—

বিজয়সিংহ। (প্রবেশ করিয়া) সখি হে, অসুস্থ?
চারু। প্রিয় সখি,
বিজ। কেন কেন?
চারু। তব অদর্শনে।
বিজ। (সুরবালার প্রতি)
নহি আমি, প্রাণেশ্বরি! চিরনির্ব্বাসিত।
সুর। তা' হ'লে এ অধীনী কি বাঁচিত জীবনে?
বল নাথ! কেন তব বিরস বদন?
গোপন ক'রিছ কেন দাসীর নিকটে?
বিজ। ভয়ানক সেই কথা!—এসেছি বলিতে,
সরে না বচন কিন্তু, বলিব কেমনে?
সুর। বল নাথ! কি সে কথা?—এমন কঠিন
তোমার কোমল মনে হ'য়েছে উদিত?
বিজ। আমার মনেতে নহে, বিধির বিধান;
সুর। বিধির বিধান যদি, কে করিবে আন?
বল নাথ! সুখ কুঞ্জ ভেদিয়া আমার,
এত কি কঠিন বাক্য, যাহা মম হৃদি
ক্ষত্রির শোণিতে জন্মি' নারিবে বহিতে?

বিজ। বলি শুন—কিন্তু শুনে সহিবে না বচন,
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে আজি করিয়া ধারণ,
যাইতে হইবে মোরে করিবারে রণ;
চারু। কোথা রণ?
সুর। কি কারণে?
বিজ। শুন সমুদয়;—
ঘেরেছে এ স্বর্ণ-পুরী যবন সেনায়,
পিতৃ-আজ্ঞা শিরে তাই করিয়ে ধারণ,
সসৈন্যেতে যেতে হবে সমর-অঙ্গনে।

(নেপথ্যে কামান-শব্দ)

ঐ শুন, গর্জিতেছে যবন-কামান;

[পুনর্নেপথ্যে তূর্য্যনিনাদ ও রণবাদ্য]

ঐ বুঝি সাজিতেছে রাজপুত সেনা;
ঘোষিতেছে ভেরী তাই; সাজিছে সকলে
শীঘ্র যাই আমি—মোরে করহ বিদায়।
সুর। ত্বরা করি' যাও, নাথ! সমর-ভূমিতে
উদ্ধার' জনমভূমি যবন হইতে।
বিজ। তবে যাই;—

[বিজয়সিংহের প্রস্থান।

সুর। এস।
চারু। জয়ী হও, যুবরাজ!
মঙ্গলা মঙ্গল দান করুন তোমারে।

সুর। এস, সখি, দেখি রণ বসি' গবাক্ষেতে ;
চারু। চল।

(উভয়ের উপবেশন ও নিরীক্ষণ)

সুর। ওই দেখ, সখি, মহম্মদী সেনা
ছাড়িছে কামান, ঐ পশ্চিম দিগেতে ;
কিছুই না যায় দেখা।
চারু। দেখ, প্রিয় সখি!
ও কে আসি' করে অসি ভ্রমে রণস্থলে?
ঐ দেখ, কে পলায় ভঙ্গ দিয়ে রণে?
ধাইল তাহার পাছে অসিধারী বীর,
ঐ দেখ ধরিয়াছে কেশগুচ্ছ তা'র,
দূরেতে ফেলিয়া দিল কাটি' পাড়ি' শির।
সুর। ও সকল কথা, সখি, থাক্ এইক্ষণে ;—
ইচ্ছা করে ধরি' অসি, পরি' বর্ম্ম গায়
যাই করিবারে রণ স্বদেশের তরে।
চারু। তুমি যে রমণী, সখি!
সুর। কি ক্ষতি তাহায়,
জগদম্বা সহায় যে রমণীকুলের,
কখন হ'বে না তা'রা রণে পরাজিতা।
[নেপথ্যে] এলা, আল্লা হো!
[অপর দিকে কিয়ৎক্ষণ পরে] এলা, আল্লা হো।
[পুনর্ব্বার চারিদিকে] জয় দিল্লিপতি!

[নেপথ্যে গম্ভীর স্বরে]

যুঝ সবে এক মনে—কর জয়ধ্বনি।

[চতুর্দ্দিক হইতে ঘোররবে]

এল আল্লা হো, এল্ আল্লা হো, জয় দিল্লিপতি।

সুর। (সচকিতে) ও কি সখি! কেন হয় হেন অমঙ্গল?
কেন বল যবনেরা করে জয়ধ্বনি?

চারু। করুক,—এখনি গুরা ক্ষত্রিয়ের তেজে
হীনপ্রভ হ'বে, যথা দীপ সূর্য্যতেজে।
মেতেছে আমোদে; যথা নির্ব্বাণের আগে
জলে দীপ মহাতেজে;—

সুর। কেন প্রাণ কাঁদে?
কেন মনে আসে, সখি, অমঙ্গল কথা?

চারু। মনেতে এনো না, সখি!

সুর। জানিতে কি হয়,
আলে নিজে না ভাবিতে, সদা মনে হয়,
যেন যবনেরা সব জয়ী হ'ল রণে,
যেন প্রাণনাথ মম ত্যজি' রণস্থল
যেতেছেন পলাইয়ে কাপুরুষ সম।

[নেপথ্যে]

'যুবরাজ রণ ত্যজি' পুরীর মধ্যেতে
যেতেছেন ঐ হ'য়ে পলায়নপর,

তবে কেন যুদ্ধ করি' আমরাও নবে

যাই এস পুরী মাঝে ত্যজিয়ে সমর!

সুর। আর কেন, প্রিয় সখি! বন্ধ কর দ্বার।

চারু। কেন, সখি?

সুর। যুবরাজে আসিতে দিব না!

সেই জন্য——

[নেপথ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহল]

জয় জয় জয় দিল্লিপতি।

আক্রমিতে পুরী আজি চেষ্টা কর সবে।

বেষ্টন করিয়া থাক পুরী চারিদিকে।

[নেপথ্যে ঘোর কলরবে]

আপনার আজ্ঞা শিরে করিনু ধারণ।

এস আল্লা হো!—জয় দিল্লিপতি।

সুর। শুনিলে?

চারু। শুনিনু? সখি!

সুর। বুঝিলে?

চারু। বুঝিনু।

সুর। কি করিবে?

চারু। জানি না ক;—তুমি কি করিবে?

সুর। শুনিবে কি?—কি করিব—শুন তবে বলি,—

পরিব সমরসজ্জা,—পশিব সমরে;

আছে পিপাসিত অসি;—যবন-শোণিতে

তৃষা শান্তি করি' তোঁর, রাজবারা তরে
এ ছার জীবন দিব ;—দেখিবে যবন
কত বল ধরে অঙ্গে ক্ষত্রিয় ললনা ;
দেখিবে কত বা বল ধরে দিল্লিপতি।

চারু। ছিছি, সখি !—

সুর। থাম তুমি—

[দ্বারে আঘাত]

ও কি শব্দ হয় ?

কে তুমি ?

[নেপথ্যে] বিজয় আমি।

চারু। কে ও যুবরাজ ?

সুর। নহ তুমি—যদি—বল যুদ্ধের সম্বাদ।

[নেপথ্যে] প্রিয়ে !—

সুর। থাম,—আগে বুঝি তব পরিচয়,
মোরে 'প্রিয়ে !' সম্বোধন করিও পশ্চাতে।

[নেপ] আমি যে বিজয়সিংহ ;

সুর। কেমনে জানিব ?
তিনি ত গেছেন এই করিতে সমর।

[নেপ] এলেম ফিরিয়ে,

সুর। কেন ?

[নেপ] দুরন্ত যবন
সমরে অজেয়—রণে নারিনু তিষ্ঠিতে।

সুর। তবে তুমি মম পতি নহ কদাচিত।

[নেপ] কি বলিলে ?

সুর। কাপুরুষ নহে মম পতি।
ক্ষত্রিয়-প্রাণেশ মম সূর্য্যবংশোদ্ভব,
গেছেন সমরাঙ্গণে নাশিতে যবনে।

[নেপ] দেখ, প্রিয়ে!

সুর। ছিছি! তুমি নহ মম পতি।

[নেপ] গবাক্ষ পথেতে দেখ সমর-প্রাঙ্গণ—
রণভূমি স্তব্ধ—

সুর। তুমি নহ মম পতি;
বোধ হয়, ত্যজি' তিনি নশ্বর জীবন,
সমরে গেছেন চলি' ত্রিদিব-আলয়ে;
ক্ষত্রিয় যে জন—কভু নহে কাপুরুষ।
যথা ইচ্ছা তব, তথা যাও এবে চলি',
মম দ্বারে দাঁড়াইয়া নাহি প্রয়োজন।
ক্ষত্রিয়-নন্দিনী আমি ক্ষত্রিয়-রমণী,
সূর্য্যবংশকুলবধূ চন্দ্রবংশোদ্ভবা,
পতি নাহি, আমি নিজে সমর মাঝারে
পশিব, শ্বশুর-রাজ্য রক্ষা করিবারে।

[দ্বারোদ্ঘাটন ও বেগে প্রস্থান।

চারু। কোথা' যাও, প্রিয় সখি! দাঁড়াও—দাঁড়াও।

[বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমরাঙ্গণ।

কুজ্ঝটিকাবৃত পূর্ণিমা রজনী।
শেষ রাত্রি।

অশ্বপৃষ্ঠে রণসজ্জায় সুরবালা।

সুর। চন্দ্রমা! মলিন কেন?—বুঝেছি কারণ,
ভ্রাতৃবংশে কুলাঙ্গার জন্মেছে দেখিয়া,
ক্ষোভে খেদে মৃতপ্রায় হ'য়ে তুমি এবে
যেতেছ গগন-প্রান্তে লুকা'বার তরে।
নিশি! কুজ্ঝটিকাজালে কেন লো মণ্ডিতা?
বুঝিয়াছি, ভারতের দুর্দ্দিন হেরিয়ে
ঢাকিতেছ ভারতেরে ঘোর অন্ধকারে।
ঢাকিতেছ যদি, দেবি!—থেক এই মত
যতদিন ভারতের সৌভাগ্য-তপন
উদিত না হয়—ততদিন তুমি দেবি!
রেখ ভারতেরে ঢাকি নিবিড়ান্ধকারে।
হায়রে, দুঃখের কথা কহিব কাহায়,
নিঃক্ষত্রিয় ভূমণ্ডল হ'য়েছে কি এবে?
নতুবা গ্রামান্য—অল্প দিল্লীশ্বর-সেনা
দেখিয়া, ক্ষত্রিয় সৈন্য পলায়নপর?

রণে ভয়?—ক্ষত্রতেজে জলাঞ্জলি দান?
পিতৃ-রাজ্য সমর্পণ যবনের করে?
অসহ্য!—ভারত-রাজ্য ভেটিবে যবন?
অসহ্য! অসহনীয়!—থাকিতে জীবন,
মাতৃ-ভূমি যবনের বজ্র মাঝারে—
নৃশংস কবলে—হায়! হ'য়ে কবলিত
সহিবে যাতনা?—হায়! দুরন্ত যবন
দলিবে মায়েরে?—আর কুলাঙ্গার যত
ভারতের,—তা' সবার সেবিবে চরণ?
ওঃ—
অসহ্য! অসহনীয়!—থাকিতে জীবন,
কেমনে এ সব, হায়, দেখিব নয়নে?
যায় যা'ক প্রাণ!—প্রাণে কি বা প্রয়োজন?
প্রাণ-নিধি থাকিবে কিসে?—পুরীর মধ্যেতে
প্রবেশিলে যবনেরা কি হইবে গতি?
অবশ্য অনলে পশি সতীত্ব রক্ষিতে
হইবে;—এখন তবে জন্ম-ভূমি তরে
কেন না জীবন দান করি অবহেলে?
কেন যতক্ষণ দেহে রহিবে জীবন
না নাশি যবন-সেনা?—রক্ষি প্রাণপণে
মাতৃ-ভূমি যবনের কবল হইতে?
এই বেলা শীঘ্র শীঘ্র রণভূমে পশি;
বিলম্বেতে কার্য্যহানি—

[নেপথ্যে দৃষ্টি করিয়া]

ওই না যবন ?

[অসি নিষ্কোষিত করিয়া অশ্বচালনোদ্যোগ]

[জনৈক অশ্বারোহী যবন সৈনিকের প্রবেশ]

দুরাত্মা যবন ! আমি ক্ষত্রিয়-ললনা,
জানিস্ না কত বল ক্ষত্রিয় শোণিতে ?
আয় দেখি ;—অসি মোর আছে পিপাসিত,
যবন-শোণিতে আজি ঘুচাইবে তৃষা।

[উভয়ের অসিযুদ্ধ ও যবন সৈনিকের পতন]

অপর সৈনিক। (প্রবেশ করিয়া)
কাফের রমণি ! ধন্য বীরত্ব তোমার
বীরনারী তুমি,—কিন্তু মম এই অসি
পাঠাবে তোমারে আজি শমন-ভবনে

[অসি উত্তোলন]

[জনৈক রাজপুত সৈনিকের বেগে প্রবেশ]

রাজ-সৈ। (যবন সৈনিকের প্রতি)
রমণীর সনে রণ ?—আয় মোর কাছে,
দেখি বীরপণা তোর—কাটি তোর শির,
এখনি পাঠাই তোরে শমন-ভবনে।

স্বর। (রাজপুত সৈনিকের প্রতি)
থাম তুমি—ন্যায়যুদ্ধে দিওনা ব্যাঘাত,
আমিই নাশিব নিজে এ পাষণ্ড নরে।

[যুদ্ধ ও যবনের পতন]

[নেপথ্যে অকস্মাৎ মুহুর্মুহু কামানশব্দ]

[বিশৃঙ্খলার সহিত]

এল্ আল্লা হো, এল্ আল্লা হো, জয় দিল্লিপতি,
কর রণ—বধ বধ ক্ষত্রিয়-জীবন।
পলায়্ পলায়্—ধর—

সুর। কে পালায় ?
(দেখিয়া) তোরা ?
ক্ষত্রিয়পাংশুল, মাংসপিণ্ডসার,
ভারতমাতার যত কুলাঙ্গার!
পলায়ে করিস্ আশা বাঁচিবার
কলঙ্কের ডালি ধরিয়ে মস্তকে ?

যবনের পদে স্বাধীনতাধন
অর্পণ করিয়ে; পূজিবি যবন
যবনের করে মায়ে সমর্পণ
করিয়ে, রহিবি উন্নত মস্তকে ?

দেখ্ দেখি ভেবে,—পলায়ে এখন
চিরদিন কিরে রহিবে জীবন ?
থাকে যদি, তবে পলায়ে এখন
রাখ্‌রে জীবন পরাধীন হ'য়ে।

নতুবা—যখন কিছু দিন পরে
যাইতে হইবে শমন-মন্দিরে
নিশ্চিত, তখন কি ভাবি' অন্তরে,
পলাইয়ে যাস্ জীবন আশয়ে

যদি রে পারিস্ যবনে নাশিতে,
যশের পতাকা এই অবনীতে
থাকিবে, সকলে "রাজপুত" নামে
    জয় নাদ করি কাঁপাইবে ধরা।
গা'বে বঙ্গ—মদ্র—গাইবে উৎকল
পঞ্জাব, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর.
গাইবে স্বদেশ, গাইবে বিদেশ,
    সবে মিলে গা'বে "জয় রাজবার।"

যদি সবে যাও শমন-ভবনে,.
জগত সংসার গা'বে একতানে ;—
"রক্ষা করিবারে স্বাধীনতাধনে
    রাজপুত সবে দিয়েছে জীবন।"
মরিলে সমরে, যা'বে স্বর্গপুরে—
পুণ্যময় সুখময় স্বর্গপুরে ;
গা'বে মহাযশঃ গন্ধর্ব্ব কিন্নরে,
    গা'বে যশোগান মরতভুবনে।

তবে কেন ভয় ?—কর জয় নাদ,
কাঁপুক মেদিনী শুনি' সিংহনাদ,
শুনি যবনেরা গণুক প্রমাদ
    কর জয় নাদ উগ্রচণ্ডী-নামে।

বল "জয় জয় মহিষমর্দ্দিনি !
উগ্রচণ্ডা, ভীমা, মহেশমোহিনি !
দাও জয়, দেবি বিপক্ষনাশিনি !"
কর জয় লাভ সবে তাঁর নামে ।

[নেপথ্যে রাজপুতদিগের জয়-কোলাহল ও রণবাদ্য]

তৃতীয় দৃশ্য।

(সমরাঙ্গণের এক দেশ)

চিতা প্রজ্বলিত।

(মৃত বিজয়সিংহ বক্ষে ভল্লাস্ত্রবদ্ধ পতিত)

হীনবেশে সুরবালার প্রবেশ।

সুর। প্রাণেশ! হৃদয়নাথ! হ'য়ে উত্তেজিত
এ দাসীর বাক্যবাণে; আসিয়া সমরে
ত্যজেছ পরাণ, নাথ! দুখী তাহে দাসী,
ত্যজিব পরাণ, পতি! তোমার চরণে
এস নাথ! চল দোঁহে আরোহি' চিতায়
নির্ব্বাপিত করি আজি হৃদয়ের জ্বালা।
বিষময় এ সংসার ছাড়ি' চল, নাথ।
চল যাই নিত্যধামে—সেই স্বর্গপুরে।

(বিজয়সিংহকে লইয়া চিতারোহণ)

পরীদ্বয়ের প্রবেশ।

(চিতার উপর পুষ্পবৃষ্টি)

(নৃত্য ও গীত।)

খাম্বাজ—একতালা।

বীরমূর্ত্তি দুটি পুড়ে চিতানলে,
দেখ্ রে নয়ন! ধ ধ ক'রে জ্বলে,
দেবগণ ওই আকাশমণ্ডলে
পারিজাত ফুল করে বরিষণ।
ধন্য পুণ্যবান্! ধন্য পুণ্যবতী!
মৃত পতি-কোলে জ্বলে মৃত সতী!
নয়ন মিলিয়া দেখুক জগতী;—
কত শোভা ধরে চিতা-হুতাশন।
ওই দেখ্, ওই অমরমণ্ডলী
যতনে রতন সিংহাসন তুলি,
নামে শূন্যপথে গগন উজলি,
খেলিছে আকাশে অমর কিরণ।
গাও এই গান আজি রে সকলে:—
পতি-সনে সতী বীররাজ্যে চলে,
অক্ষয় হইল কীর্ত্তি ধরাতলে,
এ কীর্ত্তি চিরদিনে হইবে ঘোষণ।*

সমাপ্ত

---

* এই গীতটী কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক রচনা করিয়া দিয়াছেন।

শ্রুতবোধ ।

বাঙ্গালা অর্থ সহিত মহাকবি কালিদাসের সংকৃত
শ্রুত বোধের ছন্দ সমূহ ।

কলিকাতা

জে, এন, ঘোষ এণ্ড কোম্পানীর ক্রিটিরিয়ন্ যন্ত্রে,
৩০০ সংখ্যক আপার চিৎপুর রোড

সন ১২৭৭ ।

মূল্য /১০ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে, সংস্কৃতানুরাগী অল্প সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে, কোন সংস্কৃত কবিতা শ্রবণ করিলে, সেটী কোন্ ছন্দের কবিতা, ইহা জানিবার জন্য একান্ত অভিলাষী হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বোধসৌকর্য্যার্থে সংস্কৃত ছন্দোবোধক কোন বাঙ্গালা পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। অতএব আমি মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত শ্রুতবোধে লিখিত ছন্দ সমস্তের বাঙ্গালা অর্থ সম্বলিত এই ক্ষুদ্রতর পুস্তিকা খানি প্রকাশ করিলাম। সচরাচর প্রচলিত প্রায় সকল প্রকার ছন্দের লক্ষণ ইহাতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রুতবোধে বিশেষ সুবিধা এই, যে শ্লোকে যে ছন্দের লক্ষণ লিখিত হইয়াছে, সেই শ্লোকটীও সেই ছন্দে রচিত। যাহাহউক, এতদ্বারা পূর্ব্ব অভাবের পূরণার্থে কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হইলে, অল্প আয়াসের অনল্প পুরস্কার লাভ করিব। অপর বক্তব্য এই, ছন্দোবোধক কবিতা গুলির মধ্যে যে সমস্ত সম্বোধন পদ আছে, অনাবশ্যক বোধে বাঙ্গালা অর্থ মধ্যে তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে।

খাঁটুরা আদর্শ বিদ্যালয়। }
৫ ই জ্যৈষ্ঠ ১৪৮৯ শক }   শ্রীভুবনমোহন শর্ম্মা।

শ্রুতবোধ।

ছন্দসাং লক্ষণং যেন, শ্রুতমাত্রেণ বুধ্যতে।

তমহং সং প্রবক্ষ্যামি, শ্রুতবোধ মবিস্তরম্ ॥ ১

গ্রন্থকারের উক্তি; যদ্দ্বারা শ্রবণমাত্র ছন্দের লক্ষণ সমস্ত অনায়াসে বোধগম্য হয়, তাহার উপায় স্বরূপ "শ্রুতবোধ" সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

———o———

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং, সানুস্বারং বিসর্গসংমিশ্রম্।

বিজ্ঞেয় মক্ষরং গুরু, পাদান্তস্থং বিকল্পেন ॥ ২

হ্রস্ব দীর্ঘের লক্ষণ; সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ এবং অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত বর্ণ গুরু অর্থাৎ দীর্ঘ; আর চরণ শেষস্থিতবর্ণ বিকল্পে দীর্ঘ অর্থাৎ প্রয়োজনানুসারে কখন দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব পরিগণিত হইয়া থাকে।

———o———

একমাত্রো ভবেদ্ হ্রস্বো, দ্বি মাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।

ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো, ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্ ॥ ৩

মাত্রানির্ণয়;—হ্রস্বস্বর একমাত্র, দীর্ঘস্বর দ্বিমাত্র, প্লুতস্বর * ত্রিমাত্র ও ব্যঞ্জনবর্ণ অর্দ্ধমাত্র; অর্থাৎ হ্রস্ব-

---

* প্লুত অর্থাৎ দীর্ঘেরও দীর্ঘ। দূর হইতে আহ্বান গানে, ও

স্বরের মাত্রা (পরিমাণ) এক, দীর্ঘস্বরের দুই, প্লুতস্বরের তিন ও ব্যঞ্জন বর্ণের অর্দ্ধ মাত্রা পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

---o---

যস্যাঃপাদে প্রথমে, দ্বাদশমাত্রাস্তথাতৃতীয়েঽপি।
অষ্টাদশদ্বিতীয়ে, চতুর্থকে পঞ্চদশ সার্য্যা ॥ ৪

যে ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় চরণে দ্বাদশ, দ্বিতীয় চরণে অষ্টাদশ এবং চতুর্থ চরণে পঞ্চদশ মাত্রা থাকে, তাহাকে "আর্য্যা" কহে।

---o---

আর্য্যা পূর্ব্বার্দ্ধসমং, দ্বিতীয়মপি ভবতি যত্র হংসগতে।
ছন্দোবিদস্তদানীং, গীতিংতামমৃতবাণিভাষন্তে ॥ ৫

যে ছন্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধ (তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ) আর্য্যার প্রথমার্দ্ধের (প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের) তুল্য, অর্থাৎ যাহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে দ্বাদশ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে অষ্টাদশ মাত্রা থাকে, ছন্দোবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে "গীতি" কহিয়া থাকেন। সংক্ষেপে এইমাত্র কহিলেই হয় যে, আর্য্যার চতুর্থ চরণে অষ্টাদশ মাত্রা থাকিলে, গীতিচ্ছন্দ উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ গীতি ও নিম্নোক্ত উপগীতি আর্য্যার প্রকার ভেদমাত্র।

---o---

আর্য্যোত্তরার্দ্ধতুল্যং, প্রথমার্দ্ধমপি প্রযুক্তংচেৎ।
কামিনি তামুপগীতিং প্রতিভাষন্তে মহাকবয়ঃ ॥ ৬

বোধনে প্রযুক্ত অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ, এই কয়েকটী স্বরবর্ণ প্লুতস্বর নামে পৃথক স্বররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

যে ছন্দের প্রথমার্দ্ধ, আর্য্যার দ্বিতীয়ার্দ্ধের সমমাত্রা বিশিষ্ট, অর্থাৎ যাহার প্রথম ও তৃতীয় চরণে দ্বাদশ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে পঞ্চদশ মাত্রা থাকে, কবিগণ তাহাকে "উপগীতি" আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।

---o---

আদ্য চতুর্থং, পঞ্চমকং চেৎ।
যত্র গুরু স্যাৎ, সাক্ষর পংক্তিঃ॥ ৭

যে ছন্দের সকল চরণের প্রথম, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট বর্ণগুলি লঘু, তাহাকে "অক্ষর পংক্তি" ছন্দ কহে; অক্ষর পংক্তির একৈক চরণে পাঁচটী করিয়া বর্ণ থাকে।

---o---

অগুরু চতুষ্কং, ভবতি গুরুদ্বৌ।
ঘন কুচ যুগ্মে, শশিবদনাসৌ॥ ৮

যাহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থবর্ণ লঘু অর্থাৎ হ্রস্ব এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু অর্থাৎ দীর্ঘ, তাহাকে "শশিবদনা" ছন্দঃ কহে; শশিবদনার প্রতি চরণে ছয়টী করিয়া বর্ণ থাকে।

---o---

তূর্য্যং * পঞ্চকংচেৎ, যত্র-স্যাল্লঘু বালে।
বিদ্বদ্ভির্গণেন্দ্রে, প্রোক্তা সা মদলেখা॥ ৯

যাহার চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ লঘু এবং অবশিষ্টগুলি

---

* চতুর্থ বর্ণ।

গুরু, পণ্ডিতেরা তাহাকে "মদলেখা" ছন্দ কহিয়া থাকেন; মদলেখার একৈক চরণে সাতটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

শ্লোকে ষষ্ঠং গুরুজ্ঞেয়ং, সর্ব্বত্র লঘু পঞ্চমং।
দ্বি চতুঃ পাদয়োর্হ্রস্বং, সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ॥ ১০

যাহার সকল চরণেরই ষষ্ঠবর্ণ গুরু ও পঞ্চমবর্ণ লঘু এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তমবর্ণ হ্রস্ব, এবং প্রথম ও তৃতীয় চরণের দীর্ঘ, তাহাকে শ্লোক বা অনুষ্টুপ ছন্দ কহে। শ্লোকের এক এক চরণে আটটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

আদি গতং তুর্য্যগতং, পঞ্চমকং চান্ত্যগতম্।
স্যাদ্ গুরুচেৎ সংকথিতং, মানবকাক্রীড়মিদম্॥ ১১

যাহার প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম ও অন্ত্যবর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট বর্ণ গুলি লঘু, তাহাকে "মানবকাক্রীড়" ছন্দ কহে; মানবকাক্রীড়ের এক এক চরণে আটটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

দ্বিতুর্য্য ষষ্ঠ মষ্টমং, গুরু প্রয়োজিতং যদা।
তদা নিবেদয়ন্তিতাং, বুধা নগস্বরূপিণীম্॥ ১২

যাহার দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, ও অষ্টম বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট বর্ণ লঘু, পণ্ডিতেরা তাহাকে "নগস্বরূপিণী" ছন্দ কহিয়া থাকেন; নগস্বরূপিণীর চরণে আটটী করিয়া বর্ণ থাকে।

সর্ব্বে বর্ণা দীর্ঘা যস্যা, বিশ্রামঃ স্যাদ্বেদৈর্ব্বেদৈঃ।
বিদ্বদ্‌বৃন্দৈ র্বীণাপাণি ব্যাখ্যাতা সা "বিদ্যুন্মালা" ॥ ১৩

যাহার সমুদায় বর্ণগুলি দীর্ঘ এবং চারিটী চারিটী বর্ণের পর বিরাম থাকে, বুধবর্গ তাহাকে "বিদ্যুন্মালা" আখ্যাপ্রদান করিয়া থাকেন; বিদ্যুন্মালার প্রতিচরণে আটটী করিয়া বর্ণ থাকে।

——০——

তস্মিং গুরু স্যাদাদ্য চতুর্থং, পঞ্চম ষষ্ঠং চান্ত্যমুপান্ত্যং।
ইন্দ্রিয় বাণৈর্যত্র বিরামঃ, সাকথনীয়া চম্পক মালা ॥ ১৪

যাহার প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অন্ত ও উপান্ত্য * বর্ণ গুরু, এবং পাঁচ পাঁচটী বর্ণের পর বিরাম থাকে, তাহাকে "চম্পক মালা" ছন্দ কহে; চম্পক মালার প্রত্যেক চরণে দশটী করিয়া বর্ণ থাকে।

——০——

চম্পক মালা যত্র ভবে, দন্ত্য বিহীনা প্রেমনিধে।
ছন্দসি দক্ষা যে কবয়, "স্তন্মণিমধ্যং" তে ব্রুবতে ॥ ১৫

চম্পকমালা অন্ত্যবর্ণ বিহীন হইলে, ছন্দোবিৎ পণ্ডিতেরা, তাহাকে "মণিমধ্য" ছন্দ কহেন; মণিমধ্যের প্রতি চরণে নয়টী করিয়া বর্ণ থাকে।

——০——

মন্দাক্রান্তান্ত্য যতি রহিতা, সালঙ্কারে যদি ভবতি যা।
না বিদ্বদ্ভি শ্রুবমভিহিতা, জ্ঞেয়া হংসী কমল বদনে ॥ ১৬

* শেষস্থিত বর্ণের পূর্ব্ববর্ণ।

পশ্চাদুক্ত (১) মন্দাক্রান্তা ছন্দ, অন্ত্য যতি* অর্থাৎ চরণের শেষস্থ সাতটী বর্ণ রহিত হইলে, কবিরা "হংসী" সংজ্ঞা প্রদান করিয়া থাকেন; হংসীর চরণে দশটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

হ্রস্বোবর্ণোজায়তে যত্র ষষ্ঠঃ, কম্বুগ্রীবে তদ্বদেবাষ্ট মান্ত্যঃ।
বিশ্রামঃস্যাদ্ধি বেদৈস্তুরঙ্গৈ, স্তাং ভাষন্তে শালিনী
ছন্দসীশাঃ ॥ ১৭

যাহার ষষ্ঠ, অষ্টম ও অন্ত্যবর্ণ হ্রস্ব, আর সমুদায় বর্ণ দীর্ঘ এবং যাহার চারি ও সাতটী বর্ণের পর বিরাম থাকে, তাহাকে ছন্দোজ্ঞ পণ্ডিতেরা "শালিনী" ছন্দ কহিয়া থাকেন; শালিনীর প্রতিচরণে এগারটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

আদ্য চতুর্থমহীন নিতম্বে, সপ্তমকং দশমঞ্চ তথান্ত্যম্।
যত্র গুরু প্রকটং স্মরসারে, তৎকথিতং ননু দোধক
বৃত্তম্ ॥ ১৮

যে ছন্দের সকল চরণের প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও অন্ত্যবর্ণ গুরু, অবশিষ্ট গুলি লঘু, তাহা "দোধক" ছন্দ; দোধকের চরণে এগারটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

(১) ৩২ সংখ্যক ছন্দ দেখ। * ছন্দোমধ্যে স্বর সঙ্কোচ।

যস্যা স্ত্রিষট্‌-সপ্তম মক্ষরং স্যাৎ
হ্রস্বং সুজঙ্ঘে নবমঞ্চ তদ্বৎ।
গত্যা বিলজ্জীকৃত হংস কান্তে
তামিন্দ্র বজ্রাং ব্রুবতে কবীন্দ্রাঃ॥ ১৯

যাহার চরণের তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম বর্ণ হ্রস্ব, অবশিষ্ট বর্ণগুলি দীর্ঘ, কবিগণ তাহাকে "ইন্দ্রবজ্রা" ছন্দঃ কহিয়া থাকেন। ইন্দ্র বজ্রার চরণে এগারটী করিয়া বর্ণ থাকে।

———o———

যদীন্দ্র বজ্রা চরণেষু পূর্ব্বে
ভবন্তি বর্ণা লঘবঃ সুবর্ণে।
অমন্দ মাদ্যন্মদনে তদানী
মুপেন্দ্র বজ্রা কথিতা কবীন্দ্রৈঃ॥ ২০

ইন্দ্র বজ্রার সকল চরণের প্রথম বর্ণ হ্রস্ব হইলে "উপেন্দ্রবজ্রা" ছন্দঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উপেন্দ্রবজ্রা ইন্দ্রবজ্রার প্রকার ভেদ মাত্র।

———o———

যত্রদ্বয়োরপ্যনয়োস্তু পাদা
ভবন্তি সীমন্তিনি চন্দ্রকান্তে।
বিদ্বদ্ভিরাদ্যৈঃ পরিকীর্ত্তিতা সা
প্রযুজ্যতা মিত্যুপজাতি রেষা॥ ২১

যে ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় চরণ ইন্দ্রবজ্রার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ উপেন্দ্র বজ্রার তুল্য, তাহাকে পণ্ডিতেরা "উপজাতি" ছন্দঃ কহিয়া থাকেন। (১)

আখ্যানকীষা প্রকটী কৃতার্থে
যদীন্দ্রবজ্রা চরণঃ পুরস্তাৎ।
উপেন্দ্র বজ্রা চরণাস্ত্রয়োঽন্যে
মনীষিণোক্তা বিপরীত পূর্ব্বা ॥ ২২ -

যে ছন্দের প্রথম চরণ ইন্দ্রবজ্রার ও অপর তিন চরণ উপেন্দ্র বজ্রার তুল্য, পণ্ডিতেরা তাহাকে "বিপরীত পূর্ব্বা" কহিয়া থাকেন। (১)

আদ্যমক্ষরং যত তৃতীয়কং, সপ্তমঞ্চ নবমং তথান্তিকম্, দীর্ঘমিন্দুমুখি যত্র জায়তে, তাং বদন্তি কবয়ো রথোদ্ধতাং ॥২৩

যাহার চরণস্থ প্রথম, তৃতীয়, সপ্তম, নবম ও অন্তিম অর্থাৎ একাদশ বর্ণ গুরু, অবশিষ্টগুলি লঘু, তাহাকে "রথোদ্ধতা" ছন্দ কহে; রথোদ্ধতার চরণে এগারটী করিয়া বর্ণ থাকে।

---

(১) উপজাতি ও বিপরীত পূর্ব্বা ছন্দোদ্বয়, ইন্দ্রবজ্রা ও উপেন্দ্র-বজ্রার মিশ্রণে উৎপন্ন।

অক্ষরঞ্চ নবমং দশমঞ্চ
ব্যত্যয়াদ্ভবতি যত্র বিনীতে।
প্রাক্তনৈঃ সুনয়নে যদি সৈব
স্বাগতেতি কবিভিঃ কথিতাসা ॥ ২৪

রথোদ্ধতার নবম বর্ণ হ্রস্ব ও দশম বর্ণ দীর্ঘ হইলে, "স্বাগতা" ছন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্বাগতা রথোদ্ধতার প্রকার ভেদমাত্র।

———o———

সতৃতীয়ক ষষ্ঠ মনক্ষরতে, নবমং বিরতিপ্রভবং গুরুচেৎ
ঘনপীন পয়োধর ভারনতে, ননুতোটক বৃত্তমিদং
কথিতং ॥ ২৫

যাহার তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ বর্ণ দীর্ঘ, অবশিষ্ট সমুদায় হ্রস্ব এবং চরণে বারটী করিয়া বর্ণ থাকে, তাহাকে "তোটক" ছন্দ কহে।

———o———

যদি তোটকস্য গুরুপঞ্চমকং, বিহিতং বিলাসিনি তদ-
ক্ষরকং।
রসসংখ্যাকং গুরু নচে নবলে, প্রমিতাক্ষরেতি কবিভিঃ
কথিতা ॥ ২৬

তোটকের পঞ্চম বর্ণ গুরু ও ষষ্ঠবর্ণ লঘু হইলে, "প্রমিতাক্ষরা" ছন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রমিতাক্ষরা, তোটকের প্রকার ভেদ মাত্র।

———o———

যদাদ্যং চতুর্থং তথা সপ্তমংস্যাৎ
তথৈবাক্ষরং হ্রস্ব মেকাদশাদ্যম্।
শরচ্চন্দ্র বিদ্বেষি বক্ত্রে বিন্দে
তদুক্তং কবীন্দ্রৈর্ভুজঙ্গ প্রয়াতম্॥ ২৭

যাহার প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমবর্ণ হ্রস্ব এবং অবশিষ্ট বর্ণগুলি দীর্ঘ, তাহাকে কবীন্দ্রেরা "ভুজঙ্গ প্রয়াত" ছন্দঃ কহিয়া থাকেন; ইহার চরণে বারটী করিয়া বর্ণ থাকে।

———o———

অয়ি কৃশোদরি যত্র চতুর্থকং, গুরুচ সপ্তমকং দশমং তথা।
বিরতিগঞ্চ তথৈব সুমধ্যমে, দ্রুতবিলম্বিতমিত্যুপদিশ্যতে॥ ২৮

যাহার চতুর্থ, সপ্তম, দশম ও দ্বাদশ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট গুলি হ্রস্ব এবং চরণে বারটী করিয়া বর্ণ থাকে, তাহাকে "দ্রুতবিলম্বিত" ছন্দ কহে।

———o———

প্রথমাক্ষরমাদ্যতৃতীয়য়োর্দ্রুতবিলম্বিতকস্যহি পাদয়োঃ।
যদি নাস্তি তদা কমলেক্ষণে, ভবতি সুন্দরি সা হরিণীপ্লুতা॥ ২৯

যদি দ্রুত বিলম্বিত ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় চরণের আদ্য বর্ণ না থাকে, তাহাহইলে, "হরিণীপ্লুতা" ছন্দ

উৎপন্ন হইয়া থাকে; হরিণী প্লুতার প্রথম ও তৃতীয় চরণে এগার এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে বারটী করিয়া বর্ণ থাকে।

---o---

উপেন্দ্রবজ্রা চরণেষু সন্তিচেৎ, উপান্ত্যবর্ণালঘবঃ পরে-
    ক্ষুতাঃ।
মদোজ্জ্বলদ্ভ্রূজিত কামকার্ম্মুকে, বদন্তি বংশস্থবিলং
    বুধাস্তদা॥ ৩০

উপেন্দ্র বজ্রা ছন্দের সকল চরণের উপান্ত্য অর্থাৎ একাদশ বর্ণটী লঘু হইলে, "বংশস্থবিল" ছন্দ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

---o---

যস্যা অশোকাঙ্কুর পাণি পল্লবে
বংশস্থ পাদা গুরু পূর্ব্ব বর্ণকাঃ।
তাকণ্য হেলা রতি রঙ্গ লালসে
তামিন্দ্র বংশাং কবয়ঃ প্রচক্ষতে॥ ৩১

বংশস্থবিল ছন্দের প্রথম বর্ণ গুরু হইলে, "ইন্দ্র-বংশা" ছন্দ উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রবংশা বংশস্থবিলের প্রকার ভেদ মাত্র।

---o---

যস্যাং প্রিয়ে প্রথমক মক্ষরদ্বয়ম্
তূর্য্যং তথা গুরু নবমং দশান্তিমম.।

সাদ্ব্যং ভবেদ্যতিরপি চেদযুগ গ্রহৈঃ
সা লক্ষতা ময়ূতকুতে প্রভাবতী ॥ ৩২

যাহার চরণস্থ প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, নবম, একাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু, এবং চারি ও নয়টী করিয়া বর্ণের পর বিরাম থাকে, তাহাকে "প্রভাবতী" ছন্দঃ কহে; প্রভাবতীর চরণে তেরটী করিয়া বর্ণ থাকে।

---o---

আদ্যং চেৎত্রিতয় মথাষ্টমং নবান্ত্যম্
তাবন্ত্যৌ গুরু বিরতৌ সুভাষিতে স্যাৎ।
বিশ্রামো ভবতি মহেশ নেত্র দিগ্‌ভি
র্বিজ্ঞেয়া ননু সুদতি প্রহর্ষিণীসা ॥ ৩৩

যাহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট গুলি লঘু এবং তিন ও দশটী করিয়া বর্ণের পর যতি থাকে, তাহাকে "প্রহর্ষিণী" ছন্দ কহে; প্রহর্ষিণীর চরণে তেরটী করিয়া বর্ণ থাকে।

---o---

আদ্যং দ্বিতীয়মপি চেদ্ গুরু তচ্চতুর্থম্
যত্রাষ্টমঞ্চ দশমান্ত্য মুপান্ত্য মন্ত্যম্।
অষ্টাভি রিন্দুবদনে বিরতিশ্চ যস্তিঃ
কান্তে বসন্ত তিলকং কিলতং বদন্তি ॥ ৩৪

যাহার প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট সমুদায় বর্ণ লঘু, এবং

আট্ ও ছয়টী করিয়া বর্ণের পর বিরাম থাকে, তাহাকে "বসন্ত তিলক" ছন্দ কহে। বসন্ত তিলকের চরণে চৌদ্দটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

প্রথম মগুরু ষট্কং বিদ্যতে যত্র কান্তে
তদনু চ দশমং চে দক্ষরং দ্বাদশান্ত্যম্।
গিরিভিরথ তুরঙ্গৈ র্যত্রকান্তে বিরামেঃ
সুকবি জন মনোজ্ঞা মালিনী সা প্রসিদ্ধা ॥ ৩৫

যাহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, দশম ও ত্রয়োদশ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট গুলি গুরু এবং আট্ ও সাতটী করিয়া বর্ণের পর বিরাম থাকে, তাহাকে "মালিনী" ছন্দ কহে; মালিনী অতি মনোজ্ঞ ছন্দ। ইহার চরণে পনরটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

সুমুখি লঘবঃ পঞ্চ প্রাচ্যা স্ত্রয়োদশমান্তিমঃ
তদনু ললিতালাপে বর্ণৌ তৃতীয় চতুর্থকৌ।
প্রভবতি পুনর্যত্রো পান্ত্যঃ স্ফুরং কনকপ্রভে
যতি রপি রসৈ র্বেদৈ রশ্বৈঃ স্মৃতা হরিণীতি সা ॥ ৩৬

যাহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট গুলি গুরু এবং ছয়, চারি ও সাতটী করিয়া বর্ণের পর যতি থাকে, তাহাকে "হরিণী" ছন্দঃ কহে; হরিণীর প্রতিচরণে সতরটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

যদি প্রাচ্যো হ্রস্ব স্খলিত কমলে পঞ্চ গুরব
স্ততো বর্ণাঃ পঞ্চ প্রকৃতি সুকুমারাঙ্গি লঘবঃ।
ত্রয়োঽন্যেচোপান্ত্যাঃ সুতনু জঘনে ভোগসুভগে
রসৈরীশৈর্যস্যাং ভবতি বিরতিঃ সা শিখরিণী ॥ ৩৭

যাহার প্রথম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ বর্ণ লঘু, অবশিষ্ট সমুদায় গুরু, এবং ছয় ও এগারটী করিয়া বর্ণের পর বিরাম থাকে, তাহাকে "শিখরিণী" ছন্দ কহে; শিখরিণীর চরণে সতরটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

দ্বিতীয় মলিকুন্তলে গুরুষড়ষ্টমং দ্বাদশম্
চতুর্দ্দশ মথ প্রিয়ে গুরুভগীর নাভীহ্রদে।
সপঞ্চ দশমান্তিমং তদনু যত্র কান্তেবতি
র্গিরীন্দ্র কণভৃৎকুলৈর্ভবতি সুভ্রু পৃথ্বীতি সা ॥ ৩৮

যাহার দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট বর্ণগুলি লঘু, এবং আট ও নয়টী করিয়া বর্ণের পর যতি থাকে, তাহাকে "পৃথ্বী" ছন্দ কহে; পৃথ্বীর প্রতি চরণে সতরটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

চত্বারঃ প্রাক্ সুতনু গুরবো দ্বৌ দশৈকাদশৌচেন্
মুগ্ধে বর্ণৌ তদনু কুমুদামোদিনি দ্বাদশান্ত্যৌ।
তদ্বচ্চান্ত্যৌ যুগরস হয়ৈর্যত্রকান্তে বিরামো
মন্দাক্রান্তাং প্রবর কবয় স্তন্বি তাং সঙ্গিরন্তে ॥ ৩৯

যাহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, দশম, একাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, ষোড়শ, ও সপ্তদশবর্ণ গুরু, অবশিষ্ট গুলি লঘু, এবং চারি, ছয়, ও সাতটী করিয়া বর্ণের পর যতি থাকে, পণ্ডিত প্রবরেরা তাহাকে "মন্দাক্রান্তা" ছন্দ কহিয়া থাকেন; মন্দাক্রান্তার প্রতি চরণে সতরটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

আদ্যং যত্র গুরু ত্রয়ং প্রিয়তমে ষষ্ঠং ততশ্চাষ্টমং,
সম্প্রোক্তা দশত স্ত্রয় স্তদনু চে দষ্টাদশাদ্যাস্তিমাঃ।
মার্ত্তণ্ডৈ র্মুনিভিশ্চ যত্র বিরতিঃ পূর্ণেন্দু বিম্বাননে
তদ্বৃত্তং প্রবদন্তি কাব্য রসিকাঃ শার্দ্দূল বিক্রীড়িতং ॥ ৪০

যে ছন্দের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও ঊনবিংশ বর্ণ গুরু, অবশিষ্ট গুলি লঘু, এবং বার ও সাতটী করিয়া বর্ণের পর বিরাম থাকে, কাব্যরসিক পণ্ডিতেরা, তাহাকে, "শার্দ্দূল বিক্রীড়িত" কহিয়া থাকেন। ইহার প্রতি চরণে ঊনিশটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

চত্বারোঽত্র বর্ণাঃ প্রথম মলঘবঃ ষষ্ঠকঃ সপ্তমোঽপি
যৌ তদ্বৎ ষোড়শাদ্যৌ মৃগমদতিলকে ষোড়শাস্ত্যৌ তথান্ত্যৌ।
রম্ভাস্তম্ভোরুকান্তে মুনি মুনি মুনিভির্দৃশ্যতে চেদ্বিরামো
বালে খণ্ডেন্দ্যঃ কবীন্দ্রৈঃ সুতনু নিগদিতা স্রগ্ধরা সাপ্রসিদ্ধা ॥ ৪১

যাহাতে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ষষ্ঠ, সপ্তম, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, বিংশ ও একবিংশ বর্ণ গুরু অবশিষ্ট লঘু, এবং সাত সাতটী করিয়া বর্ণের পর বিরাম থাকে, তাহাকে "স্রগ্ধরা" ছন্দ কহে। স্রগ্ধরার চরণে একুশটী করিয়া বর্ণ থাকে।

—o—

ইতি শ্রীকালিদাস বিরচিতঃ শ্রুতবোধঃ

সমাপ্তঃ।

—o—

শ্রুতবোধের অন্তর্গত সাঙ্কেতিক সংখ্যা।

মহেশ নেত্র	তিন
বেদ, যুগ	চারি
ইন্দ্রিয়, বাণ	পাঁচ
রস	ছয়
তুরঙ্গ, অশ্ব, হয়, মুনি, ...	সাত
গিরি, গিরীন্দ্র	আট
গ্রহ, নাগকুল, কর্ণভৃৎকুল	নয়
দিক্	দশ

—o—

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক নিম্নলিখিত স্থান সকলে তত্ত্ব করিলে গ্রহণেচ্ছুগণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

কলিকাতা বামাবোধিনী কার্য্যালয় যোড়াসাঁকো, চিৎপুর রোড, ৩০০ সংখ্যক ভবন এবং খাঁটুরা গবর্ণমেণ্ট মডেলস্কুল, ডাক গোবরডাঙ্গা।

মালতী-মালা।

(প্রথম ভাগ।)

শ্রীমতী কাদম্বিনী প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রকুমার রায়ের
প্রযত্নে প্রকাশিত।

বীণাযন্ত্র।
৩৭নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট—ঠনঠনিয়া—কলিকাতা।
শ্রীশরৎচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৮। আশ্বিন,

মূল্য চারি আনা মাত্র।

মালতী-মালা।

(প্রথম ভাগ।)

শ্রীমতী কাদম্বিনী প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু স্বরেন্দ্রকুমার রায়ের
প্রযত্নে প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট নূতন দত্ত প্রেসে শ্রীবিশ্বনাথ দাস
কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

১২৮৮। আশ্বিন।

উৎসর্গ-পত্র।

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায়

দাদা মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

মেজদাদা,

অবসর-কালে মিলি' কল্পনার সনে,
এতদিনে যেই হার করেছি গ্রন্থন,
সোহাগে, যতনে আজি তোমার চরণে,
সঁপিলাম ;—প্রীতিভরে করহ গ্রহণ।
হাসিমুখে, স্নেহচক্ষে দেখ একবার,
হাসিব, ভাসিব, হেরে আনন্দে অপার।

নড়াল
১২৮৮।
আশ্বিন।

সস্নেহাশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষিণী
শ্রীমতী কাদম্বিনী।

বিজ্ঞাপন।

মালতী-মালা জন-সমাজে প্রকাশিত হইল। ইহার রচয়িত্রী অবসর সময়ে যে সমুদায় কবিতা রচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন, মালতী-মালা সেই সমুদায় ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কবিতাবলীর সংগ্রহ মাত্র। এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত কবিতা-নিচয়ের কোনও একটী কবিতা পাঠ করিয়া, আমরা গ্রন্থকর্ত্রীর সরস-কবিতা-রচনা-ক্ষমতার পরিচয় প্রাপ্ত হই; তজ্জন্য তাঁহাকে অন্যান্য বিষয়ে কবিতা-রচনা করিতে অনুরোধ করি। তিনি আমাদিগের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া অবসর-সময়ে কবিতা রচনা পূর্ব্বক আমাদিগকে পাঠ করিতে দিতেন। মালতী-মালার রচয়িত্রী আমাদিগের পরমাত্মীয়া বলিয়াই হউক, অথবা তাঁহার কবিতা-নিচয় সরস এবং ললিত বলিয়াই হউক, আমরা তাঁহার কবিতা পাঠ করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিতাম; এবং ঐ সমুদায় কবিতা সর্ব্বথা সাধারণ-সমক্ষে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত মনে করিয়া অদ্য উহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-জগতে প্রকাশিত করিলাম।

বঙ্গীয় কুল-কামিনিগণ সাধারণতঃ যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, মালতী-মালা-রচয়িত্রী সেরূপ শিক্ষাও প্রাপ্ত হয়েন নাই। সুতরাং সম্যক্ শিক্ষা-প্রাপ্তির অভাবে, তাঁহার কবিতা যে অনেক স্থলে অপরিস্ফুট অথবা অর্দ্ধ-পরিস্ফুট হইয়াছে, ও রচয়িত্রীর মনোভাব যে সর্ব্বত্র সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই, এবং তাঁহার কবিতাতে যে অন্যবিধ-দোষ বহুল-পরিমাণে লক্ষিত হইবে, তদ্বি-

বষে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু মালতী-মালা অৰ্দ্ধ-শিক্ষিতা-বঙ্গীয়-কুল-কামিনীর প্রথম উদ্যমের ফল মনে করিয়া যদি সহৃদয় বঙ্গীয়-পাঠক ও পাঠিকাগণ, অনুকম্পা পুরঃসর, একবার ইহার আদ্যন্ত পাঠ করেন, তাহা হইলে রচয়িত্রী নিজ পরিশ্রম সার্থক ও আত্মাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিবেন। ইতি।

নড়াল। শ্রীসুরেন্দ্রকুমার-রায় ও শ্রীকুঞ্জবিহারি দত্ত।

মালতী-মালা।

(প্রথম ভাগ।)

কে আমি এ ভবে ?

১

যাহারে জিজ্ঞাসি "কে আমি এ ভবে,"
"কি কার্য্য সাধনে জনম মম ?"
ঈষৎ হাসিয়া সে করে প্রস্থান,
প্রকৃত উত্তর না দেয় কেহ।

২

বিস্তীর্ণ, বিশাল ধরণী-মাঝারে
মানব জনম করিয়া লাভ,
প্রত্যেকে সাধিছে কর্ত্তব্য আপন,
করিছে সময় স্বকার্যে ব্যয়।

৩

আমি অভাগিনী, জনম-দুঃখিনী,
ক্রমে ক্রমে আয়ু হতেছে ক্ষয়,
নাহি বুঝিলাম কর্ত্তব্য আপন,
কাঁদিতে, কাঁদিতে জনম গেল।

৪

নাহি বুঝিলাম কি কায সাধিতে,
আমারে স্বজন করেছে বিধি ?
নাহি বুঝিলাম "কে আমি এ ভবে"
কিবা প্রয়োজন ধরায় মোর ?

৫

বিধাতার সৃষ্ট-জীবের মাঝারে,
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-নর-জাতির কাছে,
করেছি জিজ্ঞাসা কত শত বার,
কিন্তু না পেলাম উত্তর কোন।

৬

তাই মনে মনে করেছি মনন,
সুধা'তে এ কথা প্রকৃতি কাছে,
দেখি যদি দেবী কৃপা বিতরিয়া,
করেন প্রদান উত্তর এর।

৭

গিরীশ-নন্দিনি, সাগর-সঙ্গিনি
মধুরে মধুর করিয়া ধ্বনি,
ধীরে ধীরে, ধীরে যেতেছ চলিয়া,
জলধি-সদনে, তরঙ্গ-ভঙ্গে।

৮

বল মাতঃ বল জিজ্ঞাসি তোমায়,
"বিস্তীর্ণ বিশাল পৃথিবী-মাঝ
কে আমি ? কি কার্য্য করিতে সাধন,
করেছে বিধাতা স্বজন মোরে ?"

৯

এ-কি-এ কি মাতঃ কেন হেন ভাব,
কেন হেন তব ভীষণোচ্ছ্বাস ?
কেন বা ছুটি'ছ প্রবল বেগেতে,
কেন বা সহসা হইলে হেন ?

১০

কাঁপি'ছে আতঙ্কে শরীর, পরাণ,
ভীষণ মূরতি হেরিয়া তব,
দুঃখিনীর প্রতি তুমি (এ) কি সজনি,
হইলে কুপিতা এ প্রশ্ন শুনি ! ! !

১১

কায নাই মাতঃ সুধায়ে আমার,
এ কঠিন প্রশ্ন তোমারে পুনঃ
ক্ষম অপরাধ দুঃখিনী বলিয়া,
সিন্ধু-বিলাসিনি-তটিনি মম !

১২

ভাঙ্গ,

ওই যে গগনে পূর্ণ-সুধাকর,
অতীব সুন্দর-রূপের খনি,
অত রূপ যার অবশ্য ক্ষমতা,
নিশ্চয় তাহার হৃদয়ে আছে !

১৩

তোমারে সুধাই যামিনী-বল্লভ,
"বিস্তীর্ণ, বিশাল ভবের মাঝ,
কে আমি ? কি কায করিতে সাধন
করেছে বিধাতা সৃজন মম ?

১৪

ও-কি-ও-কি দেব কিসের কারণ,
বদন-মণ্ডলে ভাতি'ছে হাসি ?
বুঝেছি বুঝেছি বলিতে হ'বে না,
করি'ছ বিদ্রূপ এ প্রশ্ন শুনি।

১৫

আচ্ছা,
সপ্তর্ষি-মণ্ডল জিজ্ঞাসি তোমায়,
পার কি করিতে উত্তর এর ?
কি কার্য্য সাধিতে জনম আমার
কেবা আমি এই বিপুল ভবে ?

১৬

আঁা-ও-কি,
কেন ঋষিগণ, লুকা'লে বদন,
শুনিয়া এ প্রশ্ন অভাগী-মুখে,
তোমারাও দেব দুঃখিনী বলিয়া
ঘৃণায় লুকা'লে বদন নিজ !!

১৭

অয়ি কুমুদিনি ! ফুটিয়া সরসে,
চৌদিকে বিস্তার করি'ছ শোভা,
পার কি বলিতে করিয়া নিশ্চয়,
মম এ প্রশ্নের উত্তর কিবা।

১৮

কেন বল তুমি পড়ি'ছ ঢলিয়া,
বাতাসের ভরে ? কেন বা বল,
দূর দূর ওই করি'ছে ভ্রমর,
উঠিয়া তোমার হৃদয় হ'তে ?

১৯

বুঝেছি, বুঝেছি বলিতে হবে না।
তব অসন্তোষ, এ প্রশ্ন শুনি,
হয়েছে দারুণ হৃদয়-মাঝারে;
তাই হেরি তব এ হেন ভাব।

২০

এ-কি-এ-কি কেন এ বিশ্ব সংসার,
সহসা স্তম্ভিত হইল হেন,
প্রবল ঝটিকা কেন বা উঠিল,
কেন বা বিদ্যুৎ চমকে ঘন।

২১

ও-কি-ও-কি শব্দ বিষম ভীষণ,
ঘোর মেঘ মন্দ্রে হ'তেছে ওই,
বিষম কঠিন বাজি'ছে শ্রবণে
ওই যে আবার হ'তেছে পুনঃ;—

২২

"অভাগি! হৃদয় নিজ কর অন্বেষণ,
সেই খানে পাবে তব প্রশ্নের উত্তর,
বলিবে হৃদয় তব কে তুমি এ ভবে,
কি কার্য্য সাধন তরে জনম তোমার।"

মুমূর্ষু দশাপন্না পতি পরায়ণা রমণীর স্বামীর প্রতি উক্তি।

১

কাছে এস প্রাণনাথ, হৃদয়ের ধন,
এ মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে, আশায় বঞ্চিত হ'য়ে
জনমের মত হেরি ও বিধু-বদন,
কাছে এস প্রাণনাথ, হৃদয়ের ধন,

২

কি বলিব প্রিয়তম, সরে না বচন,
হইতেছে স্বর ভঙ্গ, বিকল হতেছে অঙ্গ,
জ্যোতিঃ হীন-চক্ষু ; হেরি সব অন্ধকার,
যাতনা অনলে জ্বলে, শরীর আমার।

৩

সুকম মূরতি নাথ হেরিতে তোমার,
একবার প্রাণভরে, চির জীবনের তরে,
বড়ই বাসনা মনে হয়েছে আমার,
বিধাতা বিমুখ কিন্তু কি করিব আর।

৪

প্রাণেশ্বর—প্রিয়তম—অভাগী-জীবন—
এ জীবনে কভু আর, তব বাক্য সুধা-ধার,
পশিবে না শ্রুতি-মূলে ক্ষণেকের তরে,
তাই ভেবে প্রাণ কাঁদে ;—হৃদয় বিদরে।

৫

ভবের সুখের তরে কাঁদে না পরাণ,
অনিমেষ হেরি' যায়, নাহি মিটে আশা হায়!
হেরিতে তাহারে কভু পা'বনা আবার,
তাই ভেবে মন প্রাণ আকুল আমার।

৬

যত ক্ষণ দেহে মম থাকিবে পরাণ,
তব সন্নিধানে আজ, পরিহরি লোক-লাজ,
উদ্‌ঘাটি' মনের দ্বার দেখা'ব তোমার,
অভাগীর হৃদি মাঝে কি আছে কোথায়।

৭

অভাগী-জীবন সথে ভাসিবেনা আর,
অতুল আনন্দ ভরে, স্বর্গীয় সুখের সরে,
ভেসে ছিল এক দিন উল্লাসে যেমন,
দুঃখিনী-ললাটে আর হ'বেনা তেমন।

৮

এক দিন প্রিয়তম নিশীথ সময়
নিদ্রার কোমল কোলে, আবেশে প'ড়েছি ঢলে,
কল্পনা-সঙ্গিনী-স্বপ্ন এ হেন সময়,
দেখাল মুরতি এক বিভীষিকা-ময়

৯

সম্মুখে হেরিয়া সেইমুরতি ভীষণ,
শিহরিল অঙ্গ মম, চমকিত হল মন,
শ্বাস রোধ হয়ে এল না সরিল বাণী,
বিস্ময়ে বিহ্বলা; ভয়ে কাঁদিল পরাণী।

১০

বিকট কর্কশ স্বরে কহিলা আমায়,
কৃতান্তের অনুচর, সে মূরতি ভয়ঙ্কর,
"পতির সোহাগ পেয়ে দিতেছ সাঁতার,
প্রেম-সরে মহানন্দে, সুখে অনিবার।"

১১

"জানিলেনা কোন দিন ভবের যাতনা,
না বুঝিলে ভব দুখ কেবল সুখের মুখ,
হেরিতেছ জন্মাবধি উল্লাসে অপার,
ভাবিছ সংসার দিব্য সুখের আগার।"

১২

"বিধির লিখন আছে মানবের ভালে,
এসংসারে নরগণ সুখ দুঃখ বিমিশ্রণ,
আজীবন, অনিবার নিয়ত ভুঞ্জিবে,
বিধির এ বিধি কভু লঙ্ঘিত না হবে।"

১৩

"আজনম সুখ ভোগ করিতেছ রঙ্গে,
সুখের আমোদ যত, আস্বাদিছ অবিরত,
জানিলেনা কোন দিন ক্ষণেকের তরে,
কিসে দুঃখ বিনির্ম্মিত বলে বা কাহারে!"

১৪

"বিধির আদেশে হেথা মম আগমন,
ভাসাতে দুঃখ-সাগরে, উভে চির দিন তরে,
অনন্ত বিরহ আজি করিব ঘটন,
এ জীবনে আর কভু হ'বে না মিলন।"

১৫

আয়স-হৃদয় সেই পাষণ্ড দুর্জ্জন,
করি' শেষ নিজ-কথা, ঘটা'তে বিরহ-ব্যথা,
হাতে ছিল ভীম দণ্ড উঠা'ল তখনি
আতঙ্কে চীৎকার ধ্বনি করিনু অমনি।

১৬

আমার চীৎকার শব্দে হইয়া জাগ্রত,
সোহাগে মধুর স্বরে, জিজ্ঞাসা করিলে মোরে,
কি লাগিয়া প্রিয়তমে করিলে চীৎকার ?
কেন বা কাঁপিছে অঙ্গ ? কি ভয় তোমার ?

১৭

আদ্যন্ত স্বপন কথা কহিনু তোমারে ;
কহিলে সোহাগে, নাথ ! ধরি বক্ষে মম হাত,
পাগলিনি ! জান না কি অলীক স্বপন,
তাহাতে ব্যাকুল কেন বল তব মন ?

১৮

কতকি বলিলে আর সোহাগে, আদরে,
এখনো সে সব কথা জাগিতেছে মনে সদা,
সেই দিন, প্রিয়তম, অভাগী-জীবন,
জেনেছিল দেব-লভ্য সুখ সে কেমন।

১৯

অভাগী-জীবন সুখে জানিবেনা আর,
অতুল-আনন্দ ভরে, স্বর্গীয় সুখের সরে,
ভেসেছিল একদিন উল্লাসে যেমন,
দুখিনী-ললাটে আর হ'বে না তেমন।

২০

প্রাণেশ্বর—প্রিয়তম—অভাগী-জীবন—
আজি জনমের তরে, যেতেছি তোমারে ছেড়ে,
এ জীবনে আর কভু পা'বনা দর্শন,
এত দিন পরে বুঝি ফলিল স্বপন।

২১

নাহিক বাসনা কিছু হেরি বারে আর,
শুধু ও বদন খানি, হেরি বারে এ পরাণী,
একান্ত ব্যাকুল ভাবে করিছে কামনা,
কিন্তু বৃথা; এ জীবনে আশা মিটিল না।

২২

তৃপ্তি নাহি হ'ল নাথ সেবিয়া চরণ,
নিশি দিন সেবি যায় নাহি পূরে আশা হায়!
এ জীবনে আর কভু পা'বনা দর্শন,
তাই ভেবে, প্রাণ নাথ, কাঁদে প্রাণ মন।

২৩

অন্তিম সময়ে নাথ, এ মম মিনতি,
না বুঝিয়া দোষ কত, করিয়াছি শত শত,
কৃপা করি, কৃপাময়, করহ মার্জ্জন,
এ মিনতি অভাগীর করহ পূরণ।

২৪

তব করে আজি নাথ করিনু অর্পণ,
প্রাণাধিক-প্রিয়তম, তনয়, তনয়া মম,
দেখ সদা সযতনে, সোহাগে, আদরে,
ক্লেশ নাহি পায় যেন ক্ষণেকের তরে

২৫

এত দিনে মাতৃ হারা হইল উহারা,
মা, মা, মা, মা, বলি'যবে, কাঁদিয়া আকুল হ'বে,
সান্ত্বনা করিও, নাথ! সস্নেহে, সাদরে
জননী-বিয়োগ যেন না বুঝিতে পারে।

২৬

পরমেশ তব পদে এ মম মিনতি,
প্রাণাধিক-প্রিয়তম, তনয়, তনয়া মম,
সুখে থাকে, সদা যেন তোমার দয়ায়
দুঃখের যাতনা, জ্বালা জানিতে না পায়।

২৭

প্রিয়তম বৎসগণ থাক রে কুশলে,
চির জীবনের তরে, ছাড়িয়া যেতেছি ওরে,
আমার লাগিয়া বাছা! করোনা রোদন,
বারেক সবে মা বল জুড়া'ক জীবন।

২৮

তোদের ছাড়িয়া যেতে কাঁদিছে পরাণ,
হাবিধি! হাবিধি! ওরে, কেনবা সৃজিলে মোরে,
তা' না' হ'লে এত ক্লেশ ভুগিতে হ'তনা,
হ'তনা সহিতে তবে এত বিড়ম্বনা।

২৯

জগদীশ! তব পদে এই নিবেদন,
চির জীবনের মত, ত্যাগ করি এ জগত,
তব পদতলে আজি করি'ছি গমন,
কৃপা-দৃষ্টি মোরে সেথা করো বিতরণ।

৩০

দয়ার সাগর তুমি অখিল-তারণ,
থাকিয়া সংসার-বাসে, ভুলিয়া মোহের আশে,
তোমার অপ্রিয় কার্য্য করেছি বিস্তর,
ক্ষমা কর দয়া সিন্ধো ক্ষমার আকর।

৩১

প্রাণেশ্বর—প্রিয়তম—অভাগী-জীবন,
অভাগী মিনতি করে, রাখ তার শিরোপরে,
রাজীব-চরণ তব;—তোষ বিতরণে,
শান্তি-সুধা অভাগীর শান্তি-হীন-মনে।

৩২

যাই তবে প্রিয়তম জন্মের মতন,
প্রাণাধিক-প্রিয়তম, তনয়, তনয়া মম,
আজ হ'তে হ'ল তব কবিও মতন,
জননী-বিয়োগ যেন না বুঝে কখন।

৩৩

কি আর বলিব নাথ না সরে বচন,
যাই তবে প্রিয়তম, কুরা'ল-জীবনমম,
বিদায় দাওহে,—নাথ—কি বলিব আর—
গেল—গেল— প্রিয়তম—জীবন—আমার।

পূর্ণিমার শশী।

"অমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া"

রঘুবংশম্।

১

পূর্ণিমার চন্দ্র ওই;
গগনে উঠেছে সই,
আহা মরি কিবা শোভা,
বিশ্ব-জন-মনোলোভা,
দুই জনে মিলি এস করি নিরীক্ষণ
কি শোভা ধরেছে আজ কুমুদ-রঞ্জন।

২

সুনীল-অম্বর-মাঝে,
শশাঙ্ক কেমন রাজে,
চকোর পাগল পারা,
পিয়ে ইন্দু-সুধা-ধারা;
আনন্দ-প্রফুল্ল-মনে এ ভব ভবন,
হাসি'ছে পরিয়া শুভ্র কৌমুদী-বসন।

৩

চন্দ্র-রশ্মি হৃদে ধরি,
সুখে রঙ্গে নৃত্য করি,
করি কুল কুল ধ্বনি,
ধাইতেছে শৈবলিনী,

ঢালিয়া শান্তির ধারা সন্তাপীর মনে,
সুন্দর-তরঙ্গ-ভঙ্গে সাগর-সদনে।

৪

হেরি নিজ প্রাণ পতি,
আহ্লাদে কুমুদী সতী,
প্রস্ফুটিয়া সরোবরে,
সুমন্দ-বাতাস-ভরে,
সুন্দর-বদন-খানি শোভাতে মাখিয়া,
সোহাগে, আহ্লাদে, সুখে পড়ি'ছে ঢলিয়া।

৫

শশী পাশে তারাগণ,
দেখ সখি! প্রতিক্ষণ,
যেন কোন আশঙ্কায়,
লুকাতেছে নিজ কায়,
আবার আশ্বাসে যেন মেলিয়া নয়ন,
এ দিক ও দিক পানে করি'ছে দর্শন।

৬

যামিনী কেমন আজ,
পরিয়াছে শুভ্র সাজ,
অযুত হীরক জিনি,
অনুপম নিশামণি—
শোভিছে আবার তাহে শিরসে তাহার—
অতুল বিনোদতর—সৌন্দর্য্য-আধার।

৭

শশাঙ্কে হেরি গগনে,
আনন্দ-প্রফুল্ল-মনে
ছুটিতেছে অবিরত,
খদ্যোতিকা পুঞ্জ কত
প্রকাশিয়া মাঝে মাঝে রূপের কিরণ
আবার সরমে পুনঃ লুকায় বদন।

৮

পাপিয়া আনন্দ-ভরে
সুমধুর "পিউ" স্বরে,
আনন্দ-লহরী কত,
ঢালিতেছে অবিরত,
দেখ সখি! উপবনে কি শোভা হয়েছে,
সুগন্ধি কুসুম চয় ফুটিয়া রয়েছে।

৯

দেব! তব আগমনে,
যুবক যুবতী গণে,
নব-অনুরাগ-ভরে,
বিশুদ্ধ-প্রণয়-স্বরে,
আনন্দে, মনের সুখে করি'ছে নিয়ত,
প্রিয় সহ প্রেমালাপ,উপহাস কত।

১০

তব আগমনে আজ,
সমস্ত জগৎ মাঝ,

সুষমা, সৌন্দর্য্য, জ্যোতিঃ,
আহ্লাদ, সোহাগ, প্রীতি,
পূর্ণ-ভাবে, সর্ব্বস্থানে করি'ছে বিরাজ।
সুখের আকর দেব এ ধরণী আজ।

১১

বিমল তোমার রূপ
নাহি হেরি অনুরূপ,
নাদেখি ধরণীতলে
হেন দৃশ্য কোন কালে;
স্নিগ্ধকর, তাপহর-সৌন্দর্য্য তোমার,
কিন্তু দেব তাপ দূর হ'ল না আমার।

১২

কতবার এ জীবনে,
হেরিয়াছি এক মনে,
একাকী গবাক্ষে বসি',
তোমার সুষমা রাশি,
কিন্তু দেব! কোন দিন ক্ষণেকের তরে,
নাহি হ'ল শান্তি-লাভ অভাগী-অন্তরে।

১৩

হেরিলে তোমায়ে, শশি,
প্রবল উচ্ছ্বাসে আসি,
দুঃখ, জ্বালা, তাপ যত,
এ হৃদয় অবিরত,

বিষম যাতনানলে সন্তাপিত করে,
জীবন্ত থাকিয়ে দেব! অভাগিনী মরে।

১৪

অথবা কি দোষ তব,
সুধার আকর দেব!
যে কুসুম পরিমলে,
হৃদয় পরাণ ভোলে,
সুকোমল সে কুসুম শুধু পরশনে,
অজ-বাঞ্ছা ইন্দুমতী হারা'ল জীবনে।

১৫

দুঃখ দিতে নিরবধি,
সৃজিয়াছে মোরে বিধি,
তাই দেব তাপ হর,
স্নিগ্ধকর তব কর,
ভাগ্য দোষে মম কাছে বহ্নির সমান
তাই জ্বলে হে শশাঙ্ক হৃদয় পরাণ!

শৈবলিনী।

১

কি চিন্তিয়া মনে মনে অয়ি কল্লোলিনি!
উঠিতেছ—ছুটিতেছ আমোদে মাতিয়া?
গর্ব্বিতা হইয়া কিলো রূপের গরবে
আনন্দে, উৎসাহে তব নাচিতেছে হিয়া?

২

দুঃখিনী দেখিয়া মোরে উপহাস ছলে,
তাই কিলো নাচিতেছ নগেন্দ্র-নন্দিনি ?
তাই কিলো রঙ্গ ভরে পড়ি'ছ ঢলিয়া,
গর্ব্বিত-তরঙ্গ-ভঙ্গে হয়ে প্রমোদিনী ?

৩

তাও কি সম্ভবে কভু ;—দয়াবতী তুমি ;
ভ্রান্ত-মানবের দুঃখ করি নিরীক্ষণ,
বিলাপিছ নিশি দিন নগেন্দ্র-নন্দিনি,
কল কল কল স্বনে—অস্ফুট, করুণ ।

৪

উঠি'ছে—পড়ি'ছে দেখ ছুটি'ছে আবার,
তোমার লহরী-মালা প্রবলস্বননে ;
অই মত সজনিলো উঠি'ছে নিয়ত,
দুঃখের লহরী-মালা দুঃখিনীর মনে ।

৫

হাসি, কান্না বিমিশ্রণ স্বভাবে তোমার ;
দারুন দুঃখেতে যেন হইয়া ব্যথিত,
হারায়েছ বাহ্য জ্ঞান ;—হয়েছ পাগল,
কাঁদি'ছ হাসি'ছ যেন তাইলো নিয়ত ।

৬

সেই রূপ,তরঙ্গিনি ! হৃদয় আমার,
সহিতে না পারি আর দুঃখের বেদন,
হারায়েছেবাহ্য জ্ঞান ;—হয়েছি পাগল,
কভু হাসি, কভুপুনঃ করিলো রোদন ।

৭

বিষাদ-অনলে সদা জ্বলি'ছে হৃদয়,
  ঝুরিতেছে অশ্রুবারি সর্ব্বদা নয়নে,
এ জগতে মম সম নাহি কেহ আর,
  দুঃখের অনল সদা জ্বলে যার মনে।

৮

আমরি সজনি তব কুলকুল ধ্বনি,
  এ পোড়া হৃদয়ে করে শান্তি বরিষণ,
অমন মধুর ধ্বনি এ পোড়া জীবনে,
  অভাগী কখনো আর করেনি শ্রবণ।

৯

জানিলাম শৈবলিনি এত দিন পরে,
  "দরিদ্রের স্থান নহে এ ভব ভবন,
জানিলাম শৈবলিনি এত দিন পরে,
  "সুখ-আশা বৃথা তা'র দরিদ্র যে জন।

১০

মহৎ বলিয়া দেখ সজনি তোমার,
  কত জন হেরিতেছে তরঙ্গ-নিচয়,
অধম, দরিদ্র জ্ঞানে ভ্রমে কোন জন,
  দুঃখের তরঙ্গে মম ফিরিয়া না চায়।

১১

এ বিশাল, ধরামাঝে নাহি কেহ আর,
  নিভাইতে এ দুঃখিনীর দুঃখ-হুতাশনে,
কল্লোলিনি। তাই আজি এসেছি হেথায়,
  গাহিতে মরম-ব্যথা বিষাদের তানে।

১২

আমার সমান দুঃখী নাহি কেহ আর,
কোন দিন এ পরাণ হ'ল না শীতল,
কত বা ভাসিব আর বিষাদ-সলিলে,
কত বা ফেলিব আর দুঃখ-অশ্রু-জল।

১৩

নাহি ইচ্ছি এ জগতে করিতে প্রকাশ,
অভাগীর হৃদয়ের দুখ-কথা সব,
বিন্দুমাত্র অশ্রুপাতে শুধিবে না কভু,
সম বেদনায় যার একটী মানব।

১৪

দুখিনীর দুখ-জ্বালা না বোঝে কখন,
কপট আচারী, হেয় ভববাসিগণ,
একমাত্র এ জগতে তুমি লো তটিনি,
হেরিয়া দুঃখীর দুঃখ করিতে রোদন।

১৫

তাই আসিয়াছি আজি দুঃখ-নিবারিণি,
গাইতে মরম-ব্যথা তোমার পুলিনে,
স্থিরভাবে একবার করিয়া শ্রবণ,
কর শান্তি বরিষণ শান্তি-হীন-মনে।

১৬

কত বারি ধর তুমি সাগর-সঙ্গিনি!
হৃদয়-মাঝারে তব ? করিলে তুলনা।
অভাগী-হৃদয়-দুখ-সলিলের সনে,
সামান্য তোমার হ'ল অয়ি কলস্বনা।

১৭

বিদরিয়া যায় বক্ষ কহিতে কাহিনী,
 দু'নয়নে অশ্রুধারা ঝর ঝর ঝরে,
বাক্যস্ফূর্ত্তি নাহি হয় অয়ি শৈবলিনি !
 তবু আজ মর্ম্ম-ব্যথা কহিব তোমারে।

১৮

নয়নের বারি আজ তব বারি সনে,
 মিশা'তে হয়েছে সাধ ওগো কল্লোলিনি !
নিশ্চয় হইবে তপ্ত এ বারি পরশে,
 তোমার শীতল জল জলধি-রঙ্গিনি।

১৯

প্রবল বেগেতে তুমি চলি'ছ তটিনি !
 ক্ষণমাত্র স্থিরভাব নহে কোন স্থানে ;
চঞ্চল স্বভাব তব ; তথাপি সজনি
 জুড়াই'ছে দুখিনীর দগ্ধ-জীবনে।

২০

জানি ভাল দুখ-অশ্রু জগত-মাঝার,
 ভ্রমেও আদর কেহ না করে কখন,
নাহি বুঝে এই কথা এ দগ্ধ-মন
 তাই সখি ! দুঃখ-নীরে পূর্ণ দু'নয়ন।

২১

সজনি,—
 আজন্ম বহি'ছে এই দুঃখের সলিল,
 আজন্ম সহি'ছে বক্ষ দুঃখের উত্তাপ,
 আঁধার হইয়া মন আজন্ম রহিল,
 নাহি জানি জন্মান্তরে করেছি কি পাপ।

২২

অনলে করিলে সখি! সলিল সেচন,
অমনি শীতল হয়, না থাকে উত্তাপ,
এত অশ্রু ঝরে তবু না হ'ল বারণ,
হৃদয়-অনল মম বাড়ি'ছে সন্তাপ।

২৩

তাই যাচি দুখিনীরে কর স্থান দান,
ডুবিয়া অতল-গর্ভে সজনি তোমার,
যদি শান্তি পায় কভু এ পোড়া পরাণ,
যদি কিছু সুখ-লাভ হয় গো আমার।

২৪

তোমার লহরী সনে নতুবা সজনি,
লয়ে যাও ভাসাইয়া চিরকাল তরে,
যেখানে না উঠে কভু দুঃখের উচ্ছ্বাস,
ভাসে সদা যেথা সবে সুখের সাগরে।

২৫

প্রতিহত গতি তব কোন স্থানে নয়
বিস্তীর্ণ বিশাল এই জগৎ মাঝারে,
ল'য়ে যাও সখি তবে অচিরে আমায়,
ভাসে সদা যেথা সবে সুখ-পারাবারে।

কোন ও আত্মীয়ার বিবাহোপলক্ষে স্নেহ-উপহার।

(স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য)

১

মরি কি আনন্দ আজি উপজিছে মনে,
সুখদ-বারতা হেন করিয়া শ্রবণ,
বিবাহ হইবে তব আজি শুভক্ষণে,—
শুভক্ষণে স্বামী সনে হইবে মিলন।
হরষে পাগল প্রায় হইয়াছে মন,
আনন্দ সমীর প্রাণে বহিছে সঘনে,
হৃদয়ে উঠি'ছে ভাব কি যেন কেমন,
উল্লাসে সুখাশ্রু মম যুগল নয়নে।
আনন্দে মোহন বেশ ধরেছে ধরণী,
প্রকৃতি করি'ছে সুখে আনন্দের ধ্বনি।

২

সদয় হইয়া বিধি আজি যার সনে,
পরিণয়-পাশে তোমা করিল বন্ধন,
তুষিও, সেবিও তাঁরে সতত যতনে,
তাঁহার অপ্রিয়-কার্য্য করোনা সাধন।
ভুলিয়া লোভের মোহে জীবনে তোমার,
বিশ্বাস ঘাতিনী তাঁর হয়ো না কখন।
ভক্তি ভাবে, একমনে আদেশ তাঁহার,
ত্যজিয়া সহস্র কার্য্য করিও পালন॥

সাবধান ! সাবধান ! করোনা মনন,
ক্ষণতরে হতে তাঁর বিরাগ-ভাজন ।

৩

পতি-প্রেম সঞ্জীবনী-মন্ত্র অবলার,
এই কথা চিরদিন রাখিও স্মরণ ।
বিধানিতে তিল মাত্র সন্তুষ্টি তাঁহার,
অম্লান-বদনে করো নিজ প্রাণ-পণ ।
রোগে, তাপে সেবা তাঁর করিও যতনে ।
কটু-কথা কোন দিন বলোনা তাঁহার ।
এই কথা নিশিদিন থাকে যেন মনে,
পতিসংসারে নারীর প্রধান সহায় ।
আত্মীয় হ'তে আত্মীয় করিতাঁরে জ্ঞানে,
ভাল বেসে চিরদিন ভরিয়া পরাণ ।

৪

উন্নতি, কল্যাণ তব করিতে সাধন
নিশিদিন চিন্তা যিনি করেন অন্তরে ;
সুখের লাগিয়া তব যিনি অনুক্ষণ,
ভ্রমেন সতত দুখ, ক্লেশ তুচ্ছ করে ;
করিতে হৃদয়ে তব শান্তি বরিষণ,
নিজ-রক্ত পাতে যিনি না হন কুণ্ঠিত ;
বিদূরিতে কষ্ট তব করেন ভ্রমণ,
বিপদ-মাঝারে যিনি ;—নাহয়ে শঙ্কিত ।
এ হেন স্বামীর পদে যেন অনুক্ষণ,
বাঁধা থাকে প্রিয় সখি ! তব ক্ষুদ্র-মন ।

৫

আত্মীয়ের স্নেহ লাভ বৃথা অ... তারে
পতির সোহাগ-... ভ বঞ্চিত যে জন,
ক্রোধ বশে যদি ... প্রাণেশ তোমার,
করেন তোমার প্রতি মন্দ-আচরণ ;
সাবধান ! প্রিয় ...খি ! ক্ষণেকের তরে,
রূঢ় কথা তুমি তাঁরে ব'লোনা কথন।
করিও স্বামীর সেবা প্রফুল্ল অন্তরে,
আজীবন এই কথা রাখিয়া স্মরণ।
সাবধান ! সাবধান ! করোনা মনন।
ক্ষণ তরে হতে তাঁর বিরাগ-ভাজন।

৬

কি আর বলিব সখি ! ভক্তিপূর্ণ-মনে,
পরমেশ কাছে সদা করি এ প্রার্থন,
সুখেতে রাখুন দোঁহে সুখের মিলনে,
হয় যেন তোমাদের সুদীর্ঘ- জীবন।
দুঃখের দংশনে যেন তোমাদের মন,
নাহি হয় জর্জ্জরিত ক্ষণেকের তরে ;
অনন্ত, অক্ষয় সুখ, শান্তি বরিষণ,
করুন ঈশ্বর সদা দম্পতি-অন্তরে।
যে প্রণয়-বীজ আজি হ'ল অঙ্কুরিত,
দম্পতি-হৃদয়ে, তাহা করুন বর্দ্ধিত।

বিয়োগে।

বিষম দুঃখের ভারে প্রাণ ফেটে যায়,
শোকাবেশে অশ্রুধার ঝরে দুনয়নে,
হৃদয় [illegible] হি সরে বাণী,
পিতার মরণ-কথা পড়ে যবে মনে।
সুখের শৈশব কালে দুরন্ত শমন
ছেদিল জীবন গ্রন্থি পিতার আমার ;
মরণের যাতনায় প্রাণ বায়ু যবে,
পিতার শরীর ছাড়ি' হইল বাহির,
কাঁদিলা আকুল চিত্তে যত পরিজন,
তিতিয়া ধরার বক্ষ নয়ন-আসারে
অবোধ বালিকা আমি জানিনা তখন,
কেন কাঁদে পরিজন ! কেন বা সকলে
"হায় কি ঘটিল" শব্দে পুরি'ছে গগণ।
কাঁদিতে হেরিয়া সবে কাঁদিনু তখন,
একান্ত আকুল মনে, বিষাদের ভরে,
না বুঝি' কি সর্ব্বনাশ ঘটিল তখন।
বজ্রাঘাত যদি হ'ত মস্তকে তখনি,
সহিতে হ'ত-না তবে কষ্ট, শোক, এবে।
শুনেছি মরণ পরে মৃতাত্মীয় সনে,
পুনর্ব্বার হয় দেখা অনন্ত-নিবাসে ;
তাই যদি হয় বিধি তা' হ'লে অচিরে,
আমার মরণ তুমি করহ বিধান।

হেরিব উল্লাসে তবে সেই চিরধামে,
স্নেহময়-জনকের রাজীব-চরণ।
প্রাণ বিনিময়ে যদি পারি গো হেরিতে,
প্রাণভরে একবার পিতার চরণ,
এখনি প্রস্তুত আমি ত্যজিতে জীবন।
বিধাতা বিমুখ কিন্তু,—অসাধ্য ঘটন।
কত দিন এক মনে বসিয়া বিজনে,
তিতিয়াছি বক্ষদেশ নয়নের জলে
হেরিতে বারেক তাঁ'র সুকম-মুরতি;
কই হ'ল;—অসাধ্য সে পবিত্র কামনা।
হা বিধি! হা বিধি! ওরে কেন হেন বাদ
সাধিলে আমার তুমি? কিবা ফল তব?
হেরিলে পরের দুঃখ হয় কি তোমার,
অপার, অনন্ত সুখ হৃদয়মাঝারে?
কি দোষ করেছি আমি? কিসের কারণ
অপার শোকের নীরে ভাসা'লে আমায়?
বিষম যাতনানলে হৃদি জ্বলে যায়,
পিতার মরণ-কথা পড়ে যবে মনে।

কল্পনা।

১

হারা'য়ে বিজলি-ছটা রূপের কিরণে,
কে তুমি অমর-বালা মানব-সম্ভবা
ধীরে, ধীরে, ধীরে মানস-কাননে,
করি'ছ ভ্রমণ আপনার মনে।

২

এই মুখ-শশী তব হাঁসিতে মণ্ডিত,
এই পুনঃ গম্ভীরতা নিবসে তথায়
ঘোর ক্রোধভরে এই যে আবার,
রুদ্রচণ্ডা মূর্ত্তি করি'ছ ধারণ।

৩

কখন আবার যেন শোকের তাড়নে,
দুখিনী, বিবশা, দীনা জননীর প্রায়
আলুথালু কেশে, সুমলিন বেশে,
আপনা ভুলিয়া করি'ছ রোদন।

৪

স্বর্গীয় সুখের ভরে কখন আবার,
সুখ-সরে, মহানন্দে দিতেছ সাঁতার।
বিষম আতঙ্কে, যেন পুনরায়,
কাঁপিতেছে তব শরীর পরাণ।

৫

এই যে আবার মায়া-বিদ্যার কৌশলে,
ভীষণ-দর্শন-শৈল করিলে সৃজন,
বসি' তদুপরি অতুল রূপসী,
রমণী জনেক করিতেছে গান।

৬

এই পুনরায় দেখি যমুনা-পুলিনে,
মুরলী-বদন-কৃষ্ণ কদম্বের মূলে ;
পূর্ণ-কুম্ভ-কক্ষে যত ব্রজাঙ্গনা,
যায় সারি সারি আনিবারে জল।

৭

এ কি দেখি পুনঃ কুরুক্ষেত্রের আহবে,
চৌদিকে অনন্তসেনা, রথ, অশ্ব, গজ ;
হেথা ভীষ্ম শর-শয্যার উপরে,
রয়েছে শায়িত গঙ্গার নন্দন।

৮

মুহূর্ত্তেকে সেই দৃশ্য হ'ল অন্তর্হিত,
নন্দন-কানন-ছবি আসিল সম্মুখে ;
মনোমুগ্ধকর দৃশ্য কত শত,
দেখিনু তথায় করি'ছে বিরাজ।

৯

অনন্ত-রৌরব-দৃশ্য মুহূর্ত্তেক পরে,
নয়ন সম্মুখে আসি হ'ল উপনীত ;
কত শত জীব, জন্তু অগণন,
দেখিনু, ভুগিছে অপার যাতনা।

১০

দেখিনু আবার ওই যজ্ঞের আগারে,
পশিলা, সৌমিত্রী শূর বিভীষণ সনে ;
ওই যে পড়িল মেঘনাদ বলী,
অন্যায় সমরে লক্ষ্মণের হাতে।

১১

সহসা সে দৃশ্য পুনঃ হ'ল তিরোহিত,
উচ্চ-স্বর্গ-লোক-দৃশ্য আসিল সম্মুখে
শচী-পার্শ্বে বসি' চারু ইন্দুবালা,
দেখিনু সেবি'ছে শচীরে যতনে।

১২

একিরে আবার দেখি ভাগীরথী-কূলে,
  ভ্রমি'ছে ক্লাইব একা চিন্তাকুল-মনে ;
ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী হেনকালে,
  সান্ত্বিলা তাহারে, উপদেশ-দানে।

১৩

"কে তুমি লো সতি জানিবার তরে,
  একান্ত ব্যাকুল হইয়াছে মন।
বল বিশেষিয়া নিজ বিবরণ,
  কোথা বা শিখিলে মায়া-বিদ্যা হেন ?

১৪

হাসিমুখে, মৃদুস্বরে সম্ভাষি আমায়,
  মানস-সম্ভবা-দেবী কহিলেন তবে,
কল্পনা আমার নাম জানিও বিশেষ,
  মানস-কানন মাঝে বসতি আমার।

১৫

হেরিতে অদ্ভুত দৃশ্য, মম উপাসনা,
  নিশিদিন কবিগণ, করে একমনে ;
যে দৃশ্য হেরিতে যিনি করেন প্রার্থনা,
  দেখাই সে দৃশ্য তারে নিজ-মায়া-বলে।

সমাপ্ত।

জাতীয়-উদ্দীপনা।

" চাহিনা স্বর্গের সুখ নন্দন কানন।
মুহূর্ত্তেক যদি পাই স্বাধীন জীবন॥ "

ঢাকা-গিরিশযন্ত্রে

মুন্সি মওলাবক্স্ প্রিণ্টার কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

১২৮৪।

মূল্য ৵০ দুয়ানী মাত্র।

মুখবন্ধ।

অধুনা, মৃতপ্রায় ভারতবাসী-হৃদয়ে সহস্রাধিক বৎসরের বিলুপ্ত স্বদেশানুরাগ পুনরুদ্দীপিত হইয়াছে। ভারতের মৃতকল্প দেহে জীবনীশক্তির সঞ্চার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। জন্মভূমি এবং স্বজাতীর প্রতি সম্মান ও গৌরব বুদ্ধি না জন্মিলে লোকে স্বদেশানুরাগী হইতে পারেনা। ভারত-বাসীর হৃদয়ে " ভারত মহিমা " দিন দিন উচ্ছ্বাসন লাভ করিতেছে। ভারতবাসী এখন আর পূর্ব্বের মত বিলাসে বিভোর হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে বিরত রহেন না। স্থূল কথা, ভারত সমাজে ধীরে ধীরে স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতি পক্ষপাতিত্ব প্রবেশ করিতেছে। এই স্বদেশানুরাগে বাঙ্গালির রুচি ও বঙ্গ সাহিত্যের গতি পরিবর্ত্তিত হই-তেছে। ইউরোপের হীনতা এবং প্রাচীন ভারতের মহত্ত্বের কথায় এখন আমরা যত সুখী হই, এত আর কিছুতেই নহে। জেতার প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ইহার অন্য-তম কারণ বটে, কিন্তু স্বদেশানুরাগই ইহার মূলীভূত সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময়ে, বঙ্গবাসীর রুচি যেরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে, বাঙ্গালা সাহিত্যে যেরূপ লঘু ও হীনদশা প্রাপ্ত হইয়াছে; স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতির প্রতি অনুরাগ অভাবে ভারতের যে শোচনীয় অধোগতি সংঘটিত হইয়াছে; তাহাতে এরূপ একখানা স্বদেশানুরাগোদ্দীপক গ্রন্থ প্রণয়নের যে কতদূর প্রয়োজনীয়তা, তাহা বর্ণনা করা আমাদিগের সাধ্যায়ত্ত নহে। শুভক্ষণে, " জাতীয় সঙ্গীত " প্রণেতা, জাতীয় সঙ্গীত প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীর কণ্ঠদেশে একখানি বহুমূল্য আভরণ গ্রথিত করিয়াছেন। তাঁহারই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া অদ্য বঙ্গদেশোদ্ভূত সুবিখ্যাত কবিগণ-বিরচিত কতিপয় স্বদেশানুরাগোদ্দীপক কবিতা, সঙ্কলন পূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র " জাতীয়-উদ্দীপনা " গ্রন্থ প্রচারিত হইল। এতদ্দ্বারা ভারতবাসী এক ব্যক্তিরও জননী জন্মভূমির প্রতি স্নেহ ও মমতা সংবর্দ্ধিত হইলে সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব।

পরিশেষে সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করিতেছি, শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজবিহারী দাস, এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে যথেষ্ট আয়াস এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন।

ঢাকা-গিরিশযন্ত্র।
১২৮৪।

প্রকাশক।

সূচীপত্র।

রাগিণী নট-বেহাগ।

তাল পোস্ত।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা,
সোণার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা।
কুঞ্জে কুঞ্জে যার, কোকিল কণ্ঠে খেলিত সুধা তরঙ্গে;
সে কবি নিকুঞ্জ আজি, শ্মশান সমানা।
বীর রাগ মদে, সেই তানে গর্জ্জিত ভারত,
আজি সে দীপক রাগ, শ্রবণে শুনিনা।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

জাতীয়-উদ্দীপনা।

সঙ্গীত।

ভারতে বাগ্বাণী আজ নীরব গম্ভীর !
হায় কি অদৃষ্ট দোষে সকলি অস্থির !
আর সে গম্ভীর স্বরে   কবি মুগ্ধ তিন পুরে
গায় না ভারতবাসী ভারত সংগীত।
বীণাযন্ত্রে পূরে তান   সুখেতে ভাসারে প্রাণ
আর সে নারদ ঋষি গায় না ললিত।
অঘোর নিদ্রায় আজ সকলি নিদ্রিত !
এই কি পূর্ব্বের সেই ভারত ভবন ?
এই কি সে আর্য্যজাতি—আর্য্যের নন্দন ?
হায় সে পূর্ব্বের ভাব   হলে হৃদে আবির্ভাব
বিষাদ-সাগরে মন, হয় রে মগন।
পরিতাপ তমোরাশি   আবরে অম্বর আসি—
নিবিড় জলদ কোলে লুকায় তপন !

যেই আর্য্যপুত্র হাসি সঙ্গীত তরঙ্গে ভাসি
করিত গম্ভীর স্বরে মোহিত ভুবন
এই কি আমরা সেই আর্য্যের নন্দন ?
এই কি সে হিমাচল—অচল ভূষণ ?—
যাহার শিখর দেশে অপ্সরী কিন্নরী এসে
মধুর মধুর গীতে মোহিত ভুবন !
এই কি সে হিমগিরি ভীষণ দর্শন ?
হায় রে সকলি আছে ভাগ্য দোষে পড়ে পাছে !
কিন্তু সে সংগীত-রব নীরব এখন !
আর রে বাজে না বীণা মৃদঙ্গ তেমন !
সেই বিন্ধ্যাগিরি বেগে ভেদিয়া নবীন মেঘে
ঊর্দ্ধমুখে চুম্বিতেছে অনন্ত গগন ;
আজিও তুষার মাখি কাননে শরীর ঢাকি
আছে সে হিমাদ্রি উচ্চে ফিরায়ে নয়ন ;
পাষাণে পাষাণে অঙ্গে আছাড়ি আছাড়ি রঙ্গে
আজিও ধাবিছে গঙ্গা কল কল রবে।—
কিন্তু সেই পরীদলে নাহি আর কুতূহলে
মধুর সংগীতে করে বিমোহিত ভবে।—
নিদ্রিত জাগিয়া আজ সকলে নীরবে !
আছে সে আর্য্যগাত্র—অযোধ্যা ভুবন—
আছে সেই হস্তিন পুর—দণ্ডক কানন ;—
কিন্তু সে গম্ভীর স্বরে কাঁপাইয়া চরাচরে

দামামা দুন্দুভি ভেরী বাজে না ভীষণ।
কোদণ্ড টঙ্কার ঘন— হয় হস্তী গরজন
করে না বিদার আর অবনী গগন।
নীরব সমর শংখ নিদ্রায় মগন।
উৎসাহ সাহস জলে ভাসি আর্য্যপুত্রদলে
সমরে অসুরে আর করে না দলন।
কিরীট কৃপাণ বাণ বর্ম্ম চর্ম্ম শিরস্ত্রাণ
কার্ম্মুক নারাচ আদি সমর ভূষণ।
না জানি পড়িয়া আছে কোথায় এখন!
নীরব গম্ভীর ভেরী ঘুমে অচেতন।
নীরব বীণার রব; নীরব বাজনা সব—
নীরব অভাগা এই ভারত নন্দন।
ভীমনাদে ঘোর গর্জ্জে কাঁপাইয়া জীব সর্ব্বে
প্রলয় অনল রাশি করি উদ্গীরণ।
ভীষণ আগ্নেয় গিরি নীরব যেমন—
সেই নৃত্য সেই গীত সে বাজনা সুললিত
তেমতি নীরব ভুলি ভারত নন্দন।
হায় মাগো কত আর শোক সিন্ধুজলে
রাখিবে ডুবায়ে আর্য্য সন্তান সকলে?
তেজ বীর্য্য বলহীন সকলে মা দিন দিন
ডুবাতেছে কীর্ত্তি যাঃ কলঙ্ক সাগরে।
কৃপাময়ি! কৃপা করে সাধি গো কাতর স্বরে

ভারতে প্রকাশ হও সেই মূর্ত্তি ধরে ?
নিজ তেজ করে দান আনন্দে ভাসাও প্রাণ
নাচাও আনন্দে পুনঃ ভারত নন্দনে।
পূরাও কামনা মাগো মিনতি চরণে।
আবার বাল্মীকি ঋষি একান্তে কান্তারে বসি
বিজয়-সংগীত গান,—ছুটাক গগনে।
শরাসনে জুড়ি শর ছাড়ি রব ভয়ঙ্কর
আবার সাজুন রাম রাক্ষস নিধনে॥
মহোল্লাসে ছাড়ি রব আবার পাণ্ডবচয়
ছুটুক নির্ভয়ে জয় করিতে ভুবনে।
আবার সঙ্গিনী সঙ্গে রণ রঙ্গে সাজি রঙ্গে
আসুক সে বরাঙ্গিনী লোহিত অননে॥
আবার বাধুক রণ— আবার পাণ্ডবগণ—
আবার সাজুক রণে কুরুপুত্রগণে।
আবার সে ভীম স্বরে, কাঁপাইয়া চরাচরে
বাজুক দুন্দুভি ভেরী সমর অঙ্গনে।
আবার নিশ্বাস পূরে আবার গম্ভীর স্বরে
ভারত নন্দন গা (উ) ক ভারত কীর্ত্তনে।
আবার কাঁপায়ে ভবে নাচুক আনন্দে সবে—
হাসুক গৌরব রবি—আবার গগনে।
পলাক্ আলস্যরাশি ;— উৎসাহ সাহস আসি
হৌক্ আবির্ভূত হাসি হৃদয়-ভবনে।

জাগুক সকলে পুনঃ ত্যজি এ শয়নে।
আবার নৈমিষ বনে— আবার আনন্দ মনে
আনন্দ সংগীত গাক্ তপস্বী সকলে।
স্বর্ণসরোজিনী দলে সাজাইয়া উরঃস্থলে
আবার আনন্দ সিন্ধু উঠুক উথলে॥
মধুর সংগীত-স্রোত মৃদু কলনাদে
মলয় মারুত সনে দুলাইয়া ত্রিভুবনে
করুক সুধীরে গতি সাধি মম সাধে।
মাতি মৃদু মন্দ স্বরে আবার আনন্দ ভরে
উছলিত হৌক্ আহা সন্তোষ সাগর।
শোক দুঃখ সমুদয় বিষম আলস্য হায়
ভুলিয়া হরিষ নীরে ভাসুক অন্তর।—
ভারত সন্তান শুন কর অহে যত্ন পুনঃ
জাগাইতে সে সংগীতে ভারতে আবার।
করে করি বীণাযন্ত্র যতনে পড়িয়া মন্ত্র
কর সে মধুর স্বরে মোহিত সংসার।
ঘুচুক নিবিড় নীল নীরদ আঁধার॥
কিন্তু যেন ব্রজবালা না গায় বসন্ত জ্বালা;—
আধ আধ মৃদু মৃদু হাসি বিধুমুখে—
প্রেয়সী শরত শশী আসিয়া কৌতুকে—
যেন তব পাশে এসে বসে না চঞ্চল বেশে—
দোলাইয়া মুক্তামালা বিনোদ গলায়।

জাতীয়-উদ্দীপনা।

কজ্জলে নয়ন কাল   ললাটে করিছে আলো
ঝলমলি মতিহার বিমল বিভায়।
চায় না বঙ্কিম যেন বাঁকায়ে গ্রীবায়॥
শশী শশী শশী বলে   অমনি সোহাগে গলে
বসায়ে হৃদয়ে যেন ধরিয়া অঞ্চলে।
বিরহ বর্ণিয়া যেন না বর্ষ গরলে॥
—যাহাতে ভারত নিত্য ডুবিছে অতলে—
"ললিত লবঙ্গ লতা" নিকুঞ্জ কাননে
পিয়াকুল-কলরব ভ্রমর গুঞ্জনে—
বসন্তে কান্তেরে পেয়ে   বঙ্গবালা বীণা লয়ে
যায় না শুনিতে যেন সহচরী সনে।
বিনোদিনী পাগলিনী   উন্মাদিনী সরোজিনী
আর যেন নাহি গায় ভারতে এক্ষণে।
প্রমীলা পদ্মিনী আজ বসুক আসনে।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

আর্য্যদর্শন।*

১

"আর্য্য!"—আজি এ ভারতে,
নিষ্ঠুর! এনাম কেন ধ্বনিলে আবার,
মরুভূমে পিপাসায়,
যে জন জ্বলিছে হায়!
"সুশীতল জল" কাণে কেন কহ তার?
কেন মৃগ-তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার?

২

"আর্য্য!"—মোহান্ধ যুবক!
নিশীথ নিদ্রায় তুমি দেখিছ স্বপন;
পুনর্ব্বার নিদ্রা যাও,
যদ্যপি শুনিতে পাও,
এই মধুময় নাম—সুদূর-স্মরণ।
নিশ্চয় যুবক তুমি দেখিছ স্বপন।

৩

স্বপন না হবে যদি,—
অনন্ত সময় গর্ভে যেই নাম হায়!

---

* আর্য্যদর্শন নামক মাসিকপত্র প্রকাশিত হইবার সময় এই কবিতাটি লিখিত হইয়াছিল।

অকালে হইয়া লয়,
আজি তদুপরে বয়,
দ্বিতীয় লহরী দর্পে কাঁপায়ে ধরায়,
সেই নাম আজি তুমি পাইলে কোথায় ?

৪

ইতিহাস ?—অবিশ্বাস !
ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর !
তব ইতিহাসে কয়,
এই সেই আর্য্যালয়,
আমরা সে বীর্য্যবান্ আর্য্যের কুমার ;
চন্দ্র-সূর্য্যবংশে, এই জোনাকি সঞ্চার !

৫

না, না,—এ যে অসম্ভব !
অসম্ভব,—এই সেই আর্য্যাবর্ত্ত নহে ;
কুরুক্ষেত্র—মহারণ,
হলো যথা সংঘটন,
সেই আর্য্যাবর্ত্ত—কেন করিব প্রত্যয়,
একটি-ইংরাজ ভয়ে কম্পিত হৃদয় !

৬

ছিল যেই—পুণ্য ভূমি ;
অনন্ত ঐশ্বর্য্যখনি,—প্রাচুর্য্য ভাণ্ডার ;
যাহার মলয়ানিলে,

যাহার জাহ্নবী-জলে,
বহিত, ভাসিত, চির-আনন্দ অপার,
আজি তথা দুর্ভিক্ষের ধ্বনি হাহাকার!

৭

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার;
তাঁহাদের বীর্য্যবল,
ছিল যেন দাবানল;
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনু, কক্ষে তরবার;
আমাদের অশ্রুজল, হংসপুচ্ছ—সার!
কি দোষে না জানি হায়!

৮

বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
তেজোহীন, বীর্য্যহীন;
ততোধিক পরাধীন;
আমাদের—হায়! কোন্ পাপের এফল?
করে ভিক্ষা পাত্র, কণ্ঠে দাসত্ব শৃঙ্খল।

৯

হায়! ওই—দীন হীন,
অনন্ত-বিষাদ-ভাণ্ড—ভারত সন্তান,
বসি শ্বেত পুচ্ছ করে,
স্বেদ সহ অশ্রু ঝরে;

কহিওনা তার কাণে এই আর্য্যনাম,
বিষাদ-সাগরে তার উঠিবে তুফান।

১০

সৃষ্টিকর্ত্তা!—বল নাথ!—
সর্ব্ব শক্তিবান তুমি তবে কি কারণ,
প্রত্যেক পবন যায়,
উঠিতে পড়িতে হায়!
এই ক্ষুদ্র বালি রাশি করিলে সৃজন?
আর্য্যবংশে কুলাঙ্গার—কলঙ্ক অর্পণ?

১১

শুনেছি মঙ্গল ময়
তুমি নাথ! তুমি নাথ! দয়ার নিদান;
হতভাগ্য হিন্দুচয়,
সৃজি, ওহে দয়াময়!
জগতের কি মঙ্গল করিলে বিধান?
দুর্ব্বল পতঙ্গে করি অনলে প্রদান?

১২

বিদরে হৃদয় নাথ!
বল হায়! কি মঙ্গল করিল সাধন?
তীব্র আর্য্য-বংশ-রবি,
বাল্মীকি-কল্পনা-ছবি,
অনন্ত রাহুর গ্রাসে করিয়া অর্পণ?

এই প্রাস-মুক্ত নাথ! হবে কি কখন?

১৩

হায়! সেই " আর্য্য " নাম,
আছিল জগত পূজ্য;—আছিল অচল,
অটল হিমাদ্রি সম,
সিন্ধু জিনি পরাক্রম,
আজি সে বাতাস ভরে করে টলমল,
আজি সেই—নাম এইপদ্ম-পত্রে জল!

১৪

বৃথা তবে প্রিয়বর!
নাহি আর্য্য; কেন " আর্য্যদর্শন " এখন?
কি আছে আর্য্যের আর,
বিনে ওই— হাহাকার,
নাহি অঙ্গ, নাহি মন, নাহি সে জীবন,
কি আর দেখিবে " আর্য্যদর্শন " এখন?

১৫

ওই আর্য্য ভস্ম রাশি!
ভাগীরথী দুই তীরে, ওই স্তূপাকার!
জানিয়াছি দৃঢ় মতে,
পতিত-পাবনী হতে,
এ পতিত বংশ নাহি হইবে উদ্ধার;
না পারিবে ভাগীরথী; তবে যদি আর—

১৬

আর কোন মহারথী,
বাজাইয়া পাঞ্চ জন্য, ধরি তরবার,
করি সিংহনাদ ধ্বনি,
আনে রক্ত তরঙ্গিনী,
আর্য্যরক্তে আর্য্যাবর্ত্ত ভাসায় আবার,
তবে যদি আর্য্য বংশ জাগে পুনর্ব্বার।

১৭

সেই দিন আর্য্যাবর্ত্ত,
দেখিবে নবীন শশী, নবীন গগণ;
উদিবে নবীন রবি,
গাইবে নবীন কবি;
দেখিবে নবীন "আর্য্যদর্শন" তথন;
কি দেখিবে? কত দিনে?—সকলি স্বপন;

নবীনচন্দ্র সেন।

ভারতভূমি।

এই কি সে দেশ হায়!
পূজা দিত যার পায়
ভূমণ্ডল সমুদয়? এই কি সে দেশ?
এই কি ভারত আহা!
মর্ত্ত্যলোক মাঝে যাহা
অমরাবতীর তুল্য ধরিত সুবেশ!
কোথা সেই বুদ্ধি বল?
কোথা সে প্রতাপানল?
রাজ্ঞী ছিলে দাসী হ'লে কুপুত্র প্রসবি!
স্বর্ণ অলঙ্কার ভার,
সর্ব্বাঙ্গে শোভিত যার,
ধূলায় এখন তাঁর লুটাইছে ছবি!
ধন মান, কুল গর্ব্ব,
সকলই হয়েছে খর্ব্ব;
বিজাতীর পদানত হয়েছে এখন;
অবনত মাথা আর,
শক্তি নাহি তুলিবার
কেবল নয়ননীরে ভাসিছে বদন।
অন্তর্গত তব কীর্ত্তি,
মলিন নলিন মূর্ত্তি,

বদনে বচন স্ফূর্ত্তি না হয় এখন।
হেরে তব দশা হায়!
দুঃখে বুক ফেটে যায়,
আগ্নেয়াদ্রি মত হয় অন্তর দাহন।
কেন হায় পদ্মাসন,
ভুলাতে ভুবন মন,
এহেন সুন্দর রূপ দিলেন তোমায়!
রুক্ষ গিরি মরু মুখী,
হলে তুমি হতে সুখী,
এড়াইতে অধীনতা-শৃঙ্খলের দায়।
অপূর্ব্ব রূপের ডালি
তোমায় হইল গালি,
যবনাদি রিপুচিত্ত করিলে চঞ্চল।
পশ্চিম প্রদেশ হতে,
আসি তারা, নানামতে
বলেতে তোমারে দলি করিল বিকল।
সত্য বটে সুরুপসি,
এখনও মুখশশী,
একেবারে হয় নাই শোভা বিরহিত।
বাহিরে বিকৃতি শূন্য,
কিন্তু ঘোর অচৈতন্য,
ভিতরে হয়েছে যেন আলো তিরোহিত।

সদ্যোমৃতা রামাসমা
মূর্ত্তি তব মনোরমা,
দেখিয়া দর্শক চিত্তে লাগে চমৎকার ;
কোমল কমল কান্তি,
দেখি মনে হয় ভ্রান্তি,
এখনো দেহেতে আছে জীবের সঞ্চার।
পুত্র তব পদ্মাধিক
কিন্তু ইহাদিগে ধিক্
সবে দেখি অচল, অকৃতি অভাজন।
হেন শক্তি আছে কার,
হরে তব অন্ধকার ?
নির্জ্জীব শরীর পুনঃ করে সচেতন ?
অদ্যাপি সহস্র কর,
বিস্তারি সহস্র কর,
সুপক্ক করেন তব রসাল রসাল ;
নিশাভাগে নিশাকর,
যুড়াইতে কলেবর,
প্রসারেণ সুকোমল দীধিতীর জাল।
অদ্যাপি সে সুরেশ্বরী
মুক্তামালা রূপ ধরি,
বিরাজেন তব বক্ষে পূর্ব্বের মতন।
যাঁর কুলে পুরাকালে,

মহাবল মহীপালে,
যজ্ঞ করি অশ্বমুণ্ড করিত ছেদন।
পূর্ব্বমত কল কলে,
জল তার বেগে চলে,
মরকতে মণ্ডিত করিয়া দুই তীর।
অদ্যাপি সে হিমগিরি,
মস্তক উন্নত করি,
স্বর্গভেদী স্বীয় দর্প রাখিয়াছে স্থির।
প্রাকৃতিক শোভা যত,
সব আছে পূর্ব্বমত,
একমাত্র আর্য্য জাতি ঘৃণার আস্পদ ;
নত শিরে, অন্ধকারে,
থাকে সদা কদাচারে,
ভিখারী বিদেশী দ্বারে হারায়ে সম্পদ।
বল বীর্য্যে জ্ঞানহীন
পরতন্ত্র পরাধীন,
একতা সভ্যতা শূন্য বিহ্বল মানস।
নব কীর্ত্তি থাক দূরে,
পূর্ব্ব কীর্ত্তি নাহি স্মরে,
মত্ত প্রায় সদাচারে, বিজাতীয় বেশ।
মূর্খতা নিগড় পায়,
তাদের কি শোভা পায় ?

জ্ঞানসূর্য্য জনমিল যাহাদের কুলে।
দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্রে,
চিকিৎসা, সাহিত্য, শাস্ত্রে,
ছিল যারা সর্ব্বোপরি এমহীমণ্ডলে।
কোথা সে " কাপিলা " কার ?
সুবিখ্যাত মত যাঁর,
নির্গুণ পুরুষ আর সগুণা প্রকৃতি।
কোথা সেই অক্ষ পাদ ?
করি যিনি ' ন্যায় বাদ '
জড়, জীব, ঈশ্বরের করিলা বিবৃতি।
কোথা হায় দ্বৈপায়ন ?
এক ব্রহ্ম পরায়ণ,
দ্বৈত-বোধ ভ্রম নাশে যাঁহার প্রয়াস।
কোথা বুদ্ধ নির্ব্বিকার ?
সর্ব্ব জীবে দয়া যাঁর,
নির্ব্বাণ-মুকতি প্রতি অটল-বিশ্বাস।
কোথা সেই আর্য্যভট্ট ?
বিস্তীর্ণ আকাশ পট্ট,
হস্তামলকের প্রায় জ্ঞানে হত যাঁর।
দিবা নিশি দিন করে,
ধরা প্রদক্ষিণ করে,
এই বার্ত্তা যাঁহা হ'তে হইল প্রচার।

কোথায় ভাস্করাচার্য্য ?
গণিত যাঁহার কার্য্য,
লীলাবতী গ্রন্থ যাঁর বিখ্যাত ধরায় !
কোথায় চরক মুনি ?
ভীষকের শিরোমণি ;
অস্ত্র চিকিৎসার গুরু স্মশ্রুত কোথায় ?
কোথা সে অতুল বীর,
জিতেন্দ্রিয় রণে স্থির,
খাণ্ডব দাহনকারী তৃতীয় পাণ্ডব ?
কোথা রাজা চন্দ্রগুপ্ত,
গ্রীক গর্ব্ব করি লুপ্ত,
রক্ষা করিলেন যিনি দেশের গৌরব।
প্রতাপে জিনি আদিত্য,
কোথা সে বিক্রমাদিত্য ?
শক-বংশ ধ্বংশকারী তেজস্বী ভূপতি
অপর সে নামধারী,
সর্ব্বজন মনোহারী,
কোথা হায় ! নব রত্ন সভা অধিপতি।
কোথা সে সভার রবি,
কালিদাস মহাকবি ?
বিকাশে হৃদয় পদ্ম যাঁহার প্রভাবে।
অভিজ্ঞান শকুন্তলে

কার নাহি চিত্তগলে ?
রঘুবংশে কে না হয় গদ গদ ভাবে ?
কোথা বা সে উজ্জয়িনী
অলকা নগরী জিনি
মেঘ দূতে শোভা যার রয়েছে চিত্রিত !
কোথা হ'তে বুধগণে
যাম্যোত্তর রেখাগণে,
জ্যোতিষ ও সাহিত্যের ধাম মনোনীত।
এবে সে মোক্ষদায়িকা
পুণ্য-পুরী অবন্তিকা,
সামান্যা পুরীর মত আছে সিপ্রা তটে।
পূর্ব্বকার গর্ব্ব তার,
হইয়াছে ছার খার।
আর কি সে মনোরমা সুষমা প্রকটে ?
কোথা পুষ্পপুর * হায় !
চিহ্ন নাহি পাওয়া যায় ;
" প্রিয়দর্শী " অশোকের লুপ্ত রাজাসন।
সুত যাঁর সুবিক্রম,
মহেন্দ্র মহেন্দ্রোপম !

* পুষ্পপুর, কুসুমপুর, এবং পাটলীপুত্র প্রাচীন পাটনার নাম। এক্ষণে উহা পাটনা বা আজিমাবাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দ্বীপান্তরে বৌদ্ধমত করিল রোপণ
বিখ্যাত পাটলীপুত্র
আছে শুধু নাম মাত্র,
যবন নির্ম্মিত পুর " আজিম আবাদ "।
নাহিক পূর্ব্বের ভাতি,
তথাপি পাটনা খ্যাতি ;
এখন পাটনা বলা শুধু মিথ্যাবাদ।
হিন্দুদের অহঙ্কার,
সমস্তই ধূলি সার,
নাহি আর পূর্ব্বকার কোন রাজধানী
কান্যকুব্জ দেখি ভগ্ন,
হস্তিনা মৃত্তিকামগ্ন,
কৌশাম্বী নগরী হায় কোথায় না জানি
ইন্দ্রপ্রস্থ গৃহোপরি ;
সাহ জাহানের পুরী †
অপূর্ব্ব মাধুরী ধরে যমুনার ধারে।
অযোধ্যা করিয়া নাশ,
ফৈজাবাদ সুপ্রকাশ ;
প্রয়াগ এলাহাবাদ যবনাধিকারে।

* * * * * জ্ঞানাঙ্কুর।

† নূতন দিল্লি।

শবসাধন।

১

নিবেছে অনল ?—নিবে নি এখন,
কে নিবাবে বল, নিবিবে কেমনে ?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলিছে এমন,
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল !
কোথায় ভারত ?—অনন্ত শ্মশান !
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল !
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমান !

২

ঢাল যদি সপ্ত মহাপারাবার,
এ অনল নাহি হইবে নির্ব্বাণ,
দেহ চাপাইয়া হিমাদ্রির ভার,
যাবে ভস্ম হয়ে তৃণের সমান।
দুঃখিনী কল্পনে ! কেন উদাসিনী
বৃথা নেত্রবারি কর বরিষণ,
নয়নের জলে জান না তাপিনী,
এ প্রচণ্ড শিখা হবে না বারণ।

৩

এই মহা অগ্নি, ভীষ্মের পিপাসা,
ভৃঙ্গারের বারি উপহাস তার ;
ধরিয়া গাণ্ডীব,—ভারতের আশা !—
ভারত হৃদয় করহ বিদার ;
ভোগবতী গঙ্গা ভীম-প্রবাহিনী
অন্তস্তল হতে উঠিবে হুঙ্কারি,
নিবাবে শ্মশান, শক্তি-স্রোতস্বিনী,
জুড়াবে ভারত অমৃত সঞ্চারি।

৪

না পার—বসিয়া এ মহা-শ্মশানে,
বিংশতি কোটিক শবের উপর,
উগ্র উদ্দীপনা মহাসুরা পানে,
সাধ মহামন্ত্র অভয় অন্তর।
ঘোর অমাবস্যা প্রগাঢ় তিমিরে,
আচ্ছন্ন ভারত, নীরব এখন,
শ্মশান অনল গর্জ্জিছে গম্ভীরে,
হাহাকার শব্দে স্বনিছে পবন।

৫

আর্য্য বীর্য্য-ভস্ম মাখি কলেবরে,
স্মৃতি মহামালা জপ অনিবার,
'ত্রাহি মে ভৈরবি'—ডাক উচ্চৈঃস্বরে

সাধ মহামন্ত্র—ভারত উদ্ধার।
কত বিভীষিকা করিবে দর্শন,
ব্রহ্মাস্ত্র-গর্জ্জন, পাশ-ঝনৎকার,
মস্তক উপর সনন্ সনন্
খেলিবে বিজলি শত তরবার।

৬

কি ভয়? আবার হৃদয় ভরিয়া,
কর উদ্দীপনা মহাসুরা পান,
করতালি দিয়া, নয়ন মুদিয়া,
কর বীরাচারে মহাশক্তি ধ্যান;—
'করালবদনা' নৃমুণ্ডমালিনী,
লেলিহান জীহ্বা রুধিরে লোহিত,
উর মা শ্মশানে শ্মশানবাসিনী,
স্কন্ধ-দ্বন্দ্ব গলদ্রুধির চর্চ্চিত।

৭

'মহামেঘপ্রভা! কর বরিষণ
মহা বারি ধারা জ্বলন্ত শ্মশানে;
ফলুক আবার সাধনার ধন
বীর রত্নরাশি এই আর্য্যস্থানে!
সদ্যশ্ছিন্ন আর নহে ওই শির,
কি লাজে ধর মা দেও ফেলাইয়া,
খরশান খড়্গে মলিন রুধির,

সদ্য রক্তে পুনঃ লও শাণাইয়া।

৮

'ঘোররাবে মাতা ছাড়িয়া হুঙ্কার,
মহারৌদ্রীরূপে হও অধিষ্ঠান,
নাচ রণরঙ্গে, নাচ আরবার,
দেখুক নয়নে ভারত সন্তান!
যেই বীরদর্পে ক্ষিতি টলমল,
দেখি মহারুদ্র দিলেন পাতিয়া
হিমাদ্রি সদৃশ হৃদয় অটল,—
দেখিব সে মূর্ত্তি নয়ন ভরিয়া।

৯

'অভয়, বরদ,—অর্দ্ধ উর্দ্ধ কর,
শোভিছে দক্ষিণে ভারতের তরে,
দেহ মা অভয়, হায়! নিরন্তর
নিবসি শ্মশানে সভয় অন্তরে;
প্রচণ্ড অনলে কত কাল হায়!
জ্বলে আর্য্যজাতি কাল-নির্ব্বিশেষ,
একি অভিশাপ! তথাপি ধরায়
হতভাগ্য জাতি হলো না নিঃশেষ।

১০

'অনন্ত জীবন, অনন্ত দাহন,—
কত কাল সবে ভারত দুঃখিনী?

মরে না, বাঁচে না, জীবনে মরণ,
অর্দ্ধ মৃত, অর্দ্ধ দগ্ধ অভাগিনী!
তুমি মা বরদা, দেহ এই বর,—
নিঃশেষি জীবন নিবুক শ্মশান;
কিম্বা চিতানল নিবাও সত্বর,
মৃতকল্প দেহে কর প্রাণ দান!

১১

'অচল ধমনী—উঠুক উছলি,
নব বরষায় জাহ্নবী যেমন;
স্থির রক্ত স্রোতে ছুটুক বিজলি,
'জয় মা ভৈরবী'—উঠুক গর্জ্জন।'
ফলিয়াছে শব-সাধন তোমার,
নয়ন মেলিয়া দেখহ কল্পনা;
ভারত শ্মশানে আজি আরবার;
কি ভীষণ নৃত্য, কি ঘোর বাজনা।

১২

প্রতি ঘরে ঘরে—শ্মশানে শ্মশানে!
মহা বিঘ্ন দিনে মহাশক্তি ওই
নাচিছে রঙ্গিণী সকর-কৃপাণে,
গর্জ্জিছে সাধক 'মা ভৈ মা ভৈ'।
নিবিড় নিশীথে ঘোর অন্ধকারে;
ধূমপুঞ্জ মাঝে নাচে ভয়ঙ্করী,

ত্রিনেত্র হইতে অনল হুঙ্কারে,
মহাকালী মূর্ত্তি—ভীমা দিগম্বরী।

১৩

বাজে জয়ঢাক ঘন ঘোর রোলে,
শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশা ভীষণ আরাবে,
কভু শূন্যে ভীমা,—কভু ধরা কোলে,
রক্তারক্ত অঙ্গ-নর-রক্ত স্রাবে!
নর-কর-কাঞ্চি কটিদেশে বাজে,
নর-মুণ্ড-মালা দুলিছে গলায়;
রুধির-আধার এক করে সাজে,
অন্য করে তীব্র কৃপাণ খেলায়।

১৪

ভারত সন্তান! দেখ মা মাতার
লোলজীহ্বা শুষ্ক, শুষ্ক রক্তাধার,
দেখ বাম কর করিয়া প্রসার,
সদ্য উষ্ণ রক্ত মাগে বারম্বার।
নাহি কি ভারতে হেন বীরাচারী,
আপনার বক্ষ করি বিদারণ,
করে, জননীর পিপাসা নিবারি,
ভারত শ্মশানে শক্তি আরাধন।

নবীনচন্দ্র সেন।

উদাসীনের বিদায়।

১

এই না আর্য্যের সমাধি-মন্দির
কুরুক্ষেত্র, সেই মহা তীর্থস্থান,
কাল-রাহু আসি গ্রাসিল যথায়
ভারত-সৌভাগ্য তেজস্বী তপন ?

২

বসিব এখানে;—শৃগাল অধম
সিংহাসনে যদি পারে রে বসিতে ;
হৃদয়ে উঠায়ে স্মৃতির তরঙ্গ
বর্ত্তমান দুঃখ ডুবাব তাহায়।

৩

শত শত ফুল যে বনে শুকাল,
যে নভে মিশাল শত শত তারা,
সেই বন সেই আকাশ মানসে
কুসুম নক্ষত্র সহিতে আঁকিব।

৪

গোধুলির শেষে সাগর সীমায়
যে হৈম কিরণ আকাশ উজলি

ডুবিল ত্রেতায়, দেখি যদি হায়
সে কিরণ-রেখা পারি রে চিত্রিতে!

৫

কি ফল ফলিবে সে সব চিন্তায়!
ভারত এখন কুজ্ঝটিকাবৃত;
মহামন্ত্রে ফণী নত-শিরা যথা
সোণার ভারত তেমতি এখন!

৬

শত শত বীর-শোণিতে আরক্ত
এই পূত রেণু সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া,
চলি যাব, সুখে দিয়া জলাঞ্জলি,
স্বদেশের পানে চাহিব না ফিরে!

৭

স্নেহ-রসে গলি, সজল-নয়নে,
ফিরাতে যদ্যপি আসেন জননী,
কহিব তাঁহারে,—'কে তুমি আমার
অভাগিনি, ডাক পুত্র পুত্র বলে?'

৮

'উদাসীন আমি; গৃহে ফিরে যাও;
মাতৃহীন আমি বহুদিন হতে;
কুরু-ক্ষেত্র-রণে, পুত্র-শোকানলে
দেহ বিসর্জ্জন দিয়াছে দুঃখিনী;'

৯

সহোদর যদি আসেন সাধিতে
কহিব তাঁহারে,—‘ ভ্রাতৃহীন আমি ;
যে যুদ্ধের শেষে জননী মরিল,
সেই যুদ্ধে মোরে ভিখারী করিল।’

১০

একমাত্র বীণা যতনে লইয়া
আঁধার নিশীথে অরণ্যে পশিব,
ধীরে ধীরে বীণা-তন্ত্র পরশিয়া
সংগীত-গভীর-সমুদ্রে ডুবিব।

১১

‘ ভারতের দশা এই কি হইল !’
শোক-ভগ্ন-স্বরে গাইব যখন ;
গাবে প্রতিধ্বনি,—আকাশ-নন্দিনী
‘ ভারতের দশা এই কি হইল !’

১২

ধীরে ধীরে কভু সুতান ধরিব,
অৰ্দ্ধস্ফুট স্বরে গাইব কখন ;
ঝিঁ ঝিঁ তালে কভু কণ্ঠ মিশাইয়া
গাইব, বাহ্যিক জগত ভুলিয়া।

১৩

বৃক্ষে বৃক্ষে পত্র মর্ম্মরিবে খেদে,

বিসর্জ্জিবে তব শোক-অশ্রুধারা ;
বিষাদে খদ্যোত আসিবে নিকটে,
সহসা বিহঙ্গ উঠিবে জাগিয়া।

১৪

ক্ষুদ্র তটিনীর তীরে গিয়া কভু
তারকার মেলা সলিলে হেরিব ;
ভূত-রূপ-পটে ভারতের তারা
এই তারা দেখি, হইবে স্মরণ।

১৫

প্রভাতে যখন উদিবে তপন
পূর্ব্বাসার দ্বারে কিরণ ছুটিবে,
আনন্দে তখন বিহ্বল হইয়া
গাইব গম্ভীরে বীণা বাজাইয়া ;

১৬

'স্বাগত দিনেশ,—আঁধার বিনাশি !
স্বাগত ভারতে জগত জীবন !
এই কুজ্ঝটিকা দূর করি দেব !
মৃতপ্রায় মায়ে বাঁচাও স্বগুণে।

১৭

থাক্ অন্য কথা ; কুরুক্ষেত্রে যদি
নাহি ত্যজে থাক কঠিন পরাণ,
একবার তবে বীর-কুল-চূড়া

দেখাও, জননি! মৃত পুত্রগণে।

১৮

দেখাও এদাসে বিস্ফুলিঙ্গ সম
সপ্তরথী মাঝে অভিমন্যু রথী;
মত্ত ঐরাবত ভীম ভীমসেন;
বীরেন্দ্রকেশরী অর্জ্জুন বীরেরে;

১৯

ভীষ্ম মহাবীর ক্ষত্র-কুলরবি
যুধিষ্ঠির সত্য ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান
দ্রোণ গুরু; শত কৌরব দুর্জ্জয়;
রাধেয় সমরে অটল পর্ব্বত!

২০

হায় বৃথা খেদ! বৃথা এ সাধনা!
বৃন্তহীন ফুল ফুটে কি কখন?
যে অনল কালে গিয়াছে নিভিয়া,
ফুৎকারে কি পুনঃ উঠিবে জ্বলিয়া?

২১

তবে কেন বৃথা করি কালক্ষয়?
আশার ছলনে প্রতারিত হই?
এ মনোবেদনা কে আর বুঝিবে।
এসংসারে হায় কে আছে আমার?

২২

বীরপ্রসবিনী ভারত-জননী

বিদায় দেহ মা জনমের তরে

তুমিও ভীষণ জ্বালি হুতাশন

এ দুঃখের দেহ দেহবিসর্জ্জন।

দীনেশচরণ বসু।

বাঙ্গালীর জ্ঞানালোক।

১

পতঙ্গ উড়িতেছিল আপনার মনে,
ঈষৎ বাতাস যায়, ভূমে পড়ে মুর্চ্ছা যায়,
উঠে ক্ষণে, পুনরায় উধাও গগনে!
নবীন পাখার জোরে, যেখানে সেখানে ফিরে,
বাধা নাই, কেহ তারে দেখেনা নয়নে।
নাহি জ্ঞান, নাহি ভয়, নাহি দুঃখ সুখোদয়,
নাহি হিতাহিত বোধ প্রাণের কারণে!
হঠাৎ দীপের শিখা দেখি, পুন দিল দেখা,
(সুন্দর সুখাদ্য আলো) ভাবি মনে মনে,
পড়িল পতঙ্গ ওই দীপের আগুনে!

২

দরিদ্র অবোধ ওই বাঙ্গালি সন্তান।
দুর্ব্বল পতঙ্গ প্রায়, উড়ে অতি ধীর বায়
—ভূমে পড়ি মূর্চ্ছা যায় আবার অজ্ঞান—
উঠি ক্ষণকাল পরে, চাঁদ ধরিবার তরে
উঠিল আকাশ পারে, পতঙ্গ সমান
ভূলোকে আলোক দেখি নির্ব্বোধ অন্তরে সুখী!
জানেনা সুখের আলো অগ্নি দহে প্রাণ!
পড়িলে উহার মাঝে, আর কিরে রক্ষা আছে?
তথাপি না মানে বাধা, হারাতে পরাণ!
দুর্ব্বল পতঙ্গ প্রায় বাঙ্গালি সন্তান!

৩

দিল ঝাঁপ অনলেতে কে ধরে উহাকে?
বিষম ঝটিকা ভরে শাখার পল্লব ছিঁড়ে
উড়ে যায়, কেবা তারে চক্ষু মেলি দেখে?
বনের পল্লব হায়! দেখিতে কে চাহে তায়?
উড়ে যায় কোথা যায়, কে শুধায় কাকে?
কে আর যতন করে, যায় তায় ধরিবারে—
যবে পত্র বারিধির মধ্যে উর্দ্ধ থেকে
সমীরের মৃদুতায়, তরঙ্গে ডুবিতে যায়,
শূন্য থেকে থেকে থেকে পড়ে অধোমুখে
নীল জলরাশি মধ্যে আবর্ত্তের পাকে?

৪

বিধিরে! তিমিরে বঙ্গ ডুবাও আবার!
নির্ব্বাও জ্ঞানের বাতি, জ্বলন্ত বিজ্ঞান ভাতি
হৌক ম্লান! ধর্ম্মনীতি হৌক ছারখার!
হৌক অন্ধ! কেন আর তৃণ রাশি দহিবার
তরে অগ্নি আবিষ্কার কর পুনর্ব্বার?
অতল সাগর জলে, স্মৃতি ডুবাইয়া ফেলে?
যা শিখেছে, ভুলাও রে! কেন বা আবার
গণিত, বিজ্ঞান দেখে, কবি কাব্য ছাই লেখে,
কেন মানসিক চিন্তা? কি ফল তাহার?—
ইতিহাস তর্ক শাস্ত্র, কেবল দুঃখের অস্ত্র
কেবল বিষাদ পূর্ণ কেবল অসার!
দেখিলে ওসব হায়! দুখে বুক ফেটে যায়!
মনে পড়ে আর্য্যাবর্ত্ত আর্য্যের সন্তান!
উথলে অমনি হায়! দুঃখ পারাবার।

৫

ভাইরে! পড়ে কি মনে পূর্ব্বের গৌরব;—
বল, বীর্য্য, জ্ঞান, নীতি, বিচার বিতর্ক শক্তি,
তেজোপূর্ণ সৌম্যাকৃতি দেবতা-দুর্ল্লভ!
শক্রত্রাস—অস্থি চর্ম্ম, ভীমধনু লৌহ-বর্ম্ম—
বিজয় পতাকা, ধর্ম্ম, বীরত্ব, বৈভব!
সিংহ নাদ হুহুঙ্কার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, আর—

অকালে প্রসূতী—প্রসব বেদন
শিরা শিরা কা'র না করে ছেদন—
প্রসূত সন্তানে বাঁচাবে কেমনে ?
দুধের মেয়ের দুধ না হয়—

সুত, সুতরাং—ব্যাধির ভাণ্ডার,
জীর্ণ শীর্ণ সদা পঙ্গুর আকার,
হবে কত বল, বল-বীর্য্য তার ?
পরমায়ু হেতু বাঁচিয়া রয়—

রোগ, শোক, তাপ আছে এ সংসারে,
হয়নাক যার সে জন কেমন !
সেই ত তরঙ্গে—সেই ত তুফানে,
ভাঙ্গিবে বালিকা অপূর্ণ কায়া—

আর কত হায় ! কাহারে বা বলি,
প্রকাশিতে তাহা নাহি কুতূহলি,
বলি কি হে সাধে ? পরাণ যে কাঁদে
পর দুঃখে সদা নয়ন ঝরে—

"বিংশতি বয়স—আজ(ও) কি সুন্দরী ?"
ঢলিয়া পড়েছে রূপের লহরী—
তাই তার পতি পরাঙ্গনা-মতি—
মনস্তাপে সতী যামিনী হরে—

এইরূপে হায় কত কুলবতী,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটে দিবা রাতি,
হৃদয়ের ব্যথা রাখিয়া হৃদয়ে,
সাধের সংসারে জ্বলিয়া সারা।
আহা!
বালকের কি—করিবে বা কি?
যে দেশে যেমন প্রথা প্রচলিত;
পিতামাতা মতে বাল্য বিবাহেতে,
না দিয়া সম্মতি কি করে তারা।

একে একে ভোগে তবু তার(ই) পক্ষ,
নাহি সাধ্য হয় আচার বিপক্ষ,
বলি বাপ মায়, কেন বালিকায়
হাত পা বাঁধিয়া ফেলে না জলে?

কন্যা কি এমনি, তুচ্ছ ধরণীতে,
কেহ নাহি তার হইয়া কাঁদিতে,
স্বেচ্ছাচারী নরে দেখ কি না করে,
সহে সব জ্বালা অবলা বলে—

বাল্য পরিণয়ে এত অপকার,
পক্ষপাতী সবে তথাপি তাহার!
পূর্ণ আয়তন নহে দুহিতার,
সাজে কি বিবাহ তাহার, হায়!

কোন্ বুদ্ধিমান্ প্রসূন দলিয়া,
চাহে সুধা বল সুরভি নাশিয়া?
মধু আশে মধু-চক্র বিদলিলে
ভাবী সুধা-ভাণ্ড—বিনাশ পায়।

নারীশিক্ষা!

"পশু" লয়ে ঘর করা বড় জ্বালা,
করিবে গৃহিণী বিদ্যাবতী বালা,
বাঁধিয়া কোমর উঠে পড়ি লাগি,
খেরেল স্কুল স্থাপিলে গ্রামে—

প্রতি বার-মাসে বাহিরিছে ছাত্রী,
নবম বর্ষীয়া সুপণ্ডিতা পাত্রী,
কর পরিণয় সোহাগে তাহারে—
গড়িয়া পুতুল নাচাতে ক্রমে!

পুঁথি পড়া রীতি ছিল রে যখন
পতি অনুরাগ, ভাল বাসা সার—
স্নেহ, ভক্তি, দয়া—শিখিত যে জায়া,
স্বর্গ সুখ পেত বসিয়া ঘরে—

পতিহীনা ভীরু—পিতামাতা গুরু
সুন্দর সজনে—মানিত যে মনে;

শশব্যস্ত অতি কায কর্ম্মে মতি
কুপথ ভাবিতে কাঁপিত ডরে—

আজ দেখ তারা হয়ে দিশেহারা
নাটক নভেল শিওরেতে রাখি
ঘুমায়ে স্বপনে থেকে থেকে জাগি
মনের উচ্ছাস উঠিছে কয়ে !

গৃহ-দ্বার রুদ্ধ—মন দ্বার খোলা—
যৌবনে—যোগিনী—বিদ্যাবতী বালা
মানস আকাশে—কল্পনায় উড়ি
যথা ইচ্ছা যায়—অদৃশ্য হয়ে !

যেথা আদিরসে পুরুষেরা ভাসে,
রামায়ণ সেথা পড়িয়া যুবতী,
পতি-মন পাবে ? অসঙ্গত কোথা
কবে বা সঙ্গত হয়েছে বল !

স্বামীসাধে সতী—পুরাইতে, ধিক্
অনারী আচার শিখিছে অধিক্
কে জানে ধরম, কে জানে করম,
মনঃপূত শুধু হইলে হ'ল।

আমোদে যুবতী হইয়া বিহ্বল
গৃহ কার্য্য যত ভুলিছে সকল,

ধান গাছে চেলা হয় কি না, বালা
আর না জিজ্ঞাসে সখীরে ডাকি—

প্রসবিয়া শিশু নাহি লয় কোলে,
সোনার চন্দ্রিমা যাই কোলে দোলে,
মাঝে মাঝে আসি মুখ ময় হাসি
দেখে পুনঃ তার—এইত বাকি!

স্ত্রীস্বাধীনতা!

শুনে হাসি পায় হাসিতে পারিনে,
ঘরের সে কথা—ফুটিতে পারিনে,
পতির যা নাই সতী চাহে তাই—
কার লয়ে দিবে ভাবিয়া সারা!

চাহে স্বাধীনতা ধরি পতি করে—
"দিতে হবে নাথ দেয় দেখ পরে"
এই সুখ বিনে দুখী নিশি দিনে
নব্য ভব্য সভ্য রমণী যারা।

অন্য নারী যত হাটে মাঠে যাবে
গাড়ী জুড়ী চড়ি দুবেলা বেড়াবে,
পর নর সনে মিষ্ট আলাপনে
পতির বিরহে কাটিবে কাল—

এই যদি সাধ বঙ্গ অঙ্গনার
রবে না গৌরব ও নামের আর !
যাবে ছারে খারে—হিন্দু পরিবারে
হায় কি অঙ্কুর হতেছে কাল !

কিবা অলকণে দেবযানী সনে
শর্ম্মিষ্ঠা পাপিনী যযাতি ভবনে
গিয়াছিলা দাসী—কুল মান নাশি,
জারজ সন্তান উদরে ধরে—

এইত প্রবাদ—ঘটিল বিবাদ
ঋষি-কন্যা সনে—সতিনী সুবাদ—*
শাপগ্রস্ত হয়ে সে বাস ত্যজিয়ে
স্থানান্তরে গিয়ে বসতি করে।

ছিল মনে মনে মন-কসাকসি—
তাই তার সুত আর্য্যাবর্ত্তে আসি
যবন দুরন্ত—হিন্দুধর্ম্ম নাশি—
প্রতিহিংসা ডাল লইল ফলে—

যা ছিল হিন্দুর নাশিল সে ক্রুর,
মুছাইয়া মরি কপালে সিঁদুর
হিন্দু মহিলার কুল, মান, আর
সতীত্ব হরণ করিল বলে।

গেল স্বাধীনতা—হিঁদুর হিঁদুতা—
কাতরে লুকায় যে যার দুহিতা—
কিংবা পর করে অর্পিয়া তাহারে
বাল্য পরিণয়ে—বাঁচায় কুলে—

রমণী স্বাধীনা রহিল না আর—
(স্বাধীনতা মর্ম্ম—যে অর্থে প্রচার)—
সবাকার মনে ভয়ের সঞ্চার—
লাগিল আঘাত পদ্ধতি মূলে।

সে অবধি নহে ভারত স্বাধীন!
পুরুষেরা যদি পরেরি অধীন—
মহিলার তবে হয়েছে কি দিন
স্বাধীনতা চায় সে কোন্ মুখে?

স্বাধীনতা চাহে—হরি হরি হরি!
আদরের জায়া—মরি মরি মরি!
সে যে অনাথিনী—জানেনা কি তাহা
একটুও ভয় নাহি কি বুকে!

রমণি! বিলাসের কাল—নহে এ সময়—
দারুণ অনলে জ্বলুক হৃদয়—
পরশি সে শিখা ত্রিদিব আলয়,
তপ্ত করুক দেবাদি দেহে—

নারীর রোদন(ই)—উপায় কেবল,
অবিরত ধারে নয়নের জল,
তরঙ্গিণী হয়ে যাউক বহিয়ে—
মন্দাকিনী কোলে আদরে লবে !

শীতলিয়া তাঁর চরণ যুগল
গাবে মন্দাকিনী করি কল কল,
বলিও তখন এ ব্যথা সকল
তার সনে তুমি মিলায়ে বাণি—

ব'লো করপুটে চরণে তাঁহার
"আর্য্যাবর্ত্ত এবে হয় ছারখার—
তোমার সে সৃষ্টি—কর কৃপা দৃষ্টি
কৃপাময় তুমি—হে শূলপাণি" !

হেথায় পুরুষ—বিজাতি অধীন,
অনুকরণেতে—মত্ত দিন দিন—
যাদের গৃহিণী—তোমরা দুখিনী—
তাদের (ও) হইয়ে বলিও, আহা—

বলিও তাঁহারে—আছে যা অন্তরে,
সহিবে সে জ্বালা কত কাল ধরে,
কত কালে আর হবে প্রতিকার,
কোন্ অবতার ঘুচাবে তাহা ?

দগ্ধ-গৃহ-গাভী—রক্ত মেঘে চাও,
পর নর হেরে বদন লুকাও,
প্রাঙ্গন বাহিরে যাইতে না পাও,
বলিও তাঁহারে অকুতোভয়ে—

আর(ও) ব'লো তাঁরে—রক্ষক যাহারা
সতীত্বের ভাব বুঝে না তাহারা !
পর নর তব অধর চুমিলে
দণ্ডে না তাহারে—তুষ্ট হয়ে—

"অধর চুম্বন—স্নেহের লক্ষণ
আপ্ত পর তায়—কিবা আসে যায়"
এই কথা বলে—হাসে কুতুহলে—
জ্বলে তায় তব পবিত্র প্রাণ—

আনত আননে সজল নয়নে,
দেখাও সে জ্বালা আঁকিয়া বদনে,
কিন্তু সে যে অন্ধ—মর্ম্ম ভেদী নয়
পাপ পুণ্য যার—নাহিক জ্ঞান!—

জনম অবধি রয়েছ কয়েদী—
জিজ্ঞাসিও তাঁরে— এ বা কোন বিধি ?
আর—প্রতিকার থাকে কোন যদি,
সাধিও করিতে সদয় হয়ে,

নয় ত বলিও প্রলয়ে ডুবাতে
রমণীর কুল প্রাচীন ভারতে,
কায কি এ জ্বালা সহিয়া দুবেলা—
সতিত্বের ভার মাথায় বয়ে !

কিন্তু—কাঁদিও না অয়ি সুলোচনে
স্বামী কর ধরি, এস না বদনে,
চাহিও না আর নাহি যা তাহার—
সারা কেন হবে বৃথায় সেবে ?

আছে যা তাহার সব(ই)ত তোমার—
চাহ অন্য যাহা দিবে আনি তাহা,
চাবে বিধু মুখে—ভাসাইবে দুখে—
দিতে সে নারিলে মরিবে কেঁদে !

গৃহাবদ্ধ বলি এত কি যাতনা ?
গৃহ লক্ষ্মী তুমি—তাও কি জান না ?
তুমি রে গৃহিণী—তোমার গাঁথনি
সাধের সংসারে—তুমিই সব—

অমূল্য রতন—প্রণয় প্রতিমা—
আবাস ভূষণ—কুলের গরীমা—
হৃদয়ের ধন—পতিব্রতা সতী,
নাহিক জগতে তুলনা তব—

তব রাজ্য ওই দেখ সুবিস্তার !
আত্মীয় স্বজনে—সংসার তোমার !
তোমার কথায় দাস দাসী কত
অবিরত ছোটে উর্দ্ধ মুখে !

তুমি রাজ রাণী—স্নেহের শিকলে
বশীভূত তব রেখেছ সকলে ;
প্রাণ পণে তারা—তোমা তরে সারা,
কেমনে তোমারে রাখিবে সুখে—

তব পতি তব অনুগত সতী,
অনুগত তব সন্তান সন্ততি,
দশজন তব অনুগত যদি—
কি কায তোমার স্বাধীনা হয়ে ?

ধরায় স্বরগ,—তোমার আবাস,
সুখ শান্তি রাজে তায় বার মাস,
জগৎ নিরখি—কেন বল দেখি
মাতিবে বৃথায় মর্ত্ত্যতা লয়ে !

চাঁদ।

ওই নারী শিশু কোলে শিশু হাত তুলে
চাঁদে ডাকে "চাঁদ আয় চাঁদ আয়" বলে,
পরায়ে চাঁদের টিপ শিশুর কপালে—
মরি কি মধুর হাসি অধর যুগলে!

*

ছাদের উপরে প্রেমে গলায় গলায়
প্রেমিক প্রেমিকা সনে—চেয়ে চাঁদ পানে—
এ চাহে উহার গলে চাঁদেরে দোলায়,
করে সাধ পেতে ফাঁদ চাঁদ ধরে আনে।

*

মরি ওই বিরহিনী বিচ্ছেদ জ্বালায়
চেয়ে চাঁদে প্রাণে কাঁদে বাসনা অন্তরে—
চিকণ চাঁদের গায়ে পারদ মাখায়
সে মুকুরে দেশান্তরে প্রিয়তমে হেরে।

*

প্রণয়ে বিবাগী জন ভাসে নেত্রাসারে
কেন সে কলঙ্ক দাগ মুছিয়া চাঁদের
সমস্ত চাঁদের অঙ্গে রকত অক্ষরে
লিখিতে না পারে হায় বেদনা মনের—

তাহ'লে—

যে বেদনা বুকে আছে মুখে নাহি আসে,
জানিত তা বিনোদিনী চাঁদ দরশনে;
ভুলে থাকে—কিংবা—যদি নাও ভালবাসে—
অভাগারে একবার (ও) পড়িত ত মনে !

*

ওই জলে কুতূহলে ক্ষুদ্র বীচিদল
আমোদে মাতিয়া যেন নাচিয়া নাচিয়া,
সুধা ধারা ধরি উঠে বাসনা কেবল,
না পারে উঠিতে—ছোটে, পড়িয়া পড়িয়া।

*

নিবিড় নীরদ-খণ্ড অজগর গতি
ধীরে ধীরে তল হতে কায়া প্রসারিয়া
চাঁদেরে গ্রাসিতে যায় নিরদয় মতি,
বদন ঢাকিয়া, অঙ্গে কালিমা মাখিয়া !

দেখ দেখ শশী ওই অসিত মাথায়
রজত তিলক শোভে দ্বিগুণ উজ্জ্বল,
মেঘের পারশ করি রজতের প্রায়,
চৌদিকে ছড়ায়ে ছটা আঁধারিয়া তল !

ওই দেখ কাল মেঘ পরশিল চাঁদে,
কলা কলা গ্রাসে তার কি যাতনা দিয়া,
কাঁদ কাঁদ যেন চাঁদ দেখে প্রাণ কাঁদে—
বাসনা—বাঁচাই চাঁদে, হৃদয় চাপিয়া।

ও'ই গেল ওই যায় নামিয়া উদরে ;
ক্রমে কাল হয়ে এল মেঘের কিনারা,
ছুটিল রজত ছটা দূর দূরাম্বরে,
আলোকে আঁধার কিন্তু আবরিল ধরা !

*

লঘু লঘু মেঘ গুলি ছুটিয়া ছুটিয়া
শরতের শশধর ধরিবারে আসি
ধর ধর করে যাই—সরিয়া সরিয়া
ও চাঁদে কি রঙ্গ করে মৃদু মৃদু হাসি ।

চারি দিকে ঘেরে বন্দি—কভু ধার দিয়া
সবাকার অঙ্গে যেন খেলিয়া বেড়ায় ;
চাহে চাঁদে বাঁধে তারা বেড়িয়া বেড়িয়া—
কেমন কৌতুক করি ছুটিয়া পলায় ।

*

তৃতীয়ার সিত ধনু পশ্চিম গগনে
পরিয়া আপন ভালে উজ্জ্বল তারকা—
চাঁদের কি সাধ যায় এ হেন ভূষণে ?
দেখিয়াছি নীলাম্বরে চন্দ্রবিন্দু আঁকা !

*

নির্ম্মল নীলিমা মাঝে চাঁদ খানি ভাসে,
তৃষ্ণায় চকোরী সারা ঊর্দ্ধমুখে ধায়,
আর(ও) কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখী সুধা আশে
উঠে পড়ে উঠে চাঁদে ঘেরিয়া বেড়ায়—

কে বলে কিরণ তার করিতে সেবন,
অথবা বিহার তরে রজত আলোকে ?—
সবার (ই) বাসনা চাঁদে করিয়া হরণ
কেহ খায়, কেহ পরে, কেহ গায়ে মাখে।

*

এক চন্দ্র নভোপরে পাইলে প্রকাশ
অগণন কুমুদিনী যে যেখানে আছে,
একবারে সবাকার প্রণয় বিকাশ,
সোহাগে হৃদয় খুলি দেয় তার কাছে।

*

তিমির রূপিণী নিশা—সেও এক রাতি
বিলাসে বিহার করে চাঁদ সহবাসে ;—
আজি এর, কাল ওর, প্রেমে পক্ষপাতী—
তাই চাঁদে হ্রাস বৃদ্ধি, দিন তিথি মাসে।

*

স্বন্ স্বন্ সমীরণে হেমন্ত নিশায়
শীতল নীহার বিন্দু ঝর ঝর ঝরে,
থরে থরে পত্র'পরে পড়িয়া গড়ায়,
নড়ে চড়ে পাতা যাই, ঝক্ ঝক্ করে।

*

চাঁদে হেরে হেমচন্দ্র ভাসি অশ্রু নীরে
কহিল "আবার কেন সুধাংশু উদয়"—
ওই চাঁদে নিরখিয়া বসি গৃহ-শিরে
কাঁদিল ঈশান চন্দ্র খুলিয়া হৃদয়!

কি জানি কি আছে চাঁদে সবাকার প্রিয়—
ওই মুখে দেয় সবে মুখের তুলনা ;
কলঙ্ক মাখান মরি তবু কি অমিয়,
এত দেখি তবু দেখা হল না হল না !

*

চাঁদ রে ! উন্মাদ আমি হেরে মুখ তোর,
ধরা শায়ী ঊর্দ্ধে চাহি চিত্ত হারা রই,
কোথা দিয়া সারা রাতি হয়ে যায় ভোর—
ঘুমে তোরে নাড়ি চাড়ি—জেগে পাই কই ?

এত মোহ কেন তোর বল না বল না—
কেবল (হু) চোখের দেখা—তাইতে পাগল,
মজাতে যাহারে নারে ললনা সুন্দরী
মজাও তাঁহারে—মুখ দেখায়ে কেবল !

পাষাণী ছিলাম বুঝি পুরব জনমে,
প্রণয়ী আছিলা তুমি সাধিতে আমায়,
বড় দুঃখ দিয়াছিনু তোমার মরমে
তাই বুঝি জ্বালাতন করিছ হেথায় ?

তবে চাঁদ জান তুমি তীব্র সে বেদনা—
অন্তর দহন সেই পর মুখ চেয়ে—
আশয়ে হতাশ—শেষে—যতনে যাতনা—
নাহিক নাহিক জ্বালা আর যার চেয়ে !

জান যদি, বল ফুটে নর নারী মাঝে
কেন আর প্রেম ধার রাখেনা রাখেনা,
নিলে যদি দিতে হয় রীতি এ সমাজে,
কেন তবে লয়ে চিত দেয়না দেয়না ?

পাষাণ-প্রতিমা।

কি সুন্দর গড়িয়াছ প্রতিমা এবার
পাষাণে কোমল-প্রাণা বঙ্গ-বিধবার !
পরিয়া বসন সাদা, চিকুর এলায়ে বাঁধা,
সিঁথিতে সিঁদুর দাগ রমণীর নাই,
নহে আস্য প্রফুল্লিত, নহে ওষ্ঠ বিকসিত,
আয়ত নয়ন দুটী—আধ ঢাকা তাই !
নত মুখে চেয়ে আছে কলঙ্ক পরশে পাছে,
যেন কত জড়সড় উহু মরি মরি,
অপরূপ প্রতিমূর্ত্তি—বিষাদ মাখান স্ফূর্ত্তি—
মলিন সৌন্দর্য্য রাশি একাধারে ধরি !

কোথায় হৃদয় আঁকা দেখারে তাহার
দেখিব, কাঁদিব, তবু দেখিব আবার !
হৃদয় ব্যাপিয়া যার মমতার অধিকার,
যাহার হৃদয়-সরঃ কোমলতাময়—

পর দুঃখে কাতরতা, এত দুখে সহিষ্ণুতা,
লজ্জাভয় পবিত্রতা পূর্ণ যে হৃদয় !
সব সাধে জলাঞ্জলি—তবু চিতে কুতূহলি !
মৃতপতি-স্মৃতি-ভক্তি অনুরাগ কই ?
কই সে পীযুষধার শীতলিয়া হৃদি তার,
পুন সুখ দুন হবে—সে বিশ্বাস কই ?

রমণী বিধবা হয় আর (ও) ত ধরায় !
এমন বিধবা হায় আর রে কোথায় ?
লইয়া কঠোর ব্রত সততই আছে রত,
অনশনে সঙ্কুচিত নহে চিত যার—
বিলাস বাসনা লেশ, নাহি চিত্তে, দ্বেষাদ্বেষ,
একি ভাবে প্রবাহিত পবিত্রতা ধার !
সংসারে দেবীর সম বিধবা আরাধ্য মম—
সুখ ত্যজি স্বাস্থ্য ত্যজি পর সুখ তরে,
পরের সংসার ভার পরে কণ্ঠে অলঙ্কার ;
দেখ হে প্রত্যক্ষ তার প্রতি ঘরে ঘরে !

জলধি প্রশান্ত এত অতল বলিয়া,
তেমনি প্রশান্ত দেখ বিধবার হিয়া—
যে দিকে ফিরাও আঁখি, আকুলিয়া চারি দিকি,
প্রলোভন প্রভঞ্জন চারি দিকে তায়—

ধরিছে রতন জলে   "সতীত্ব" যাহারে বলে,
কে তায় পরশে বল কে পশে তথায় !
নারীর স্বভাব ভোলা,   বসন ভূষণ ভোলা,
মন ভোলা, ধর্ম্ম ভোলা, কর্ম্ম ভোলা আর ;—
ভোলা তুলি নাহি যার,   পতিভক্তি একাধার,
এক (ই) ধারে প্রবাহিত জীবন যাহার !

আসিলে বিপদ-রাশি প্রলয় আকারে
ভীত নহে চিত তার সম্মুখিয়া তারে !
পঞ্চ ভূতে ছার দেহ   তাই অশ্রু ফেলে কেহ,
কাঁদিবার কিবা আর পতিবিহীনার !
কিবা সাধ, কিবা আশা,   কিবা পরে ভালবাসা ?
জীবন-যৌবন-সাজ সকলি মিছার !
সংসার অসারময়   সময়ে সকলি লয়—
আগু পাছু ভেদ এই দিনেক বিরহ !
পতির মুরতি সেই   আঁকা কিন্তু হৃদয়েই—
তাহার(ই) স্মরণে মরি সুখী অহরহ !

বিবাহ পবিত্র সূত্রে বাঁধা যে যুগল
সময়ে সময়ে হায় তারাও চঞ্চল ;
সুখে আছে সহবাসে,   ছিঁড়িয়া প্রণয় পাশে,
পাপ চক্ষে ভালবাসে কেন বা অপরে ?

ভার্য্যায় দুখিনী করে, বিলাসে যামিনী হরে,
কত নারী পতিহন্তা সংসারে বিচরে!
অভাব রয়েছে যার নাহি চিন্তা বিষবার—
অভাব(ই) অভাব যেন পবিত্র অন্তরে!
ধর্ম্ম কি অবলা বেশে জন্মে আর কোন দেশে?
কোন নারী ভাবী আশে আশু দুঃখ হরে?

কোথায় হৃদয় আঁকা দেখাবে তাহার,
দেখিব, কাঁদিব, তবু দেখিব আবার!
হৃদয় ব্যাপিয়া যার মমতার অধিকার,
তাহার হৃদয়-সরঃ কোমলতাময়—
পরদুঃখে কাতরতা, এত দুখে সহিষ্ণুতা,
লজ্জাভয় পবিত্রতা পূর্ণ যে হৃদয়!
সব সাধে জলাঞ্জলি—তবু চিতে কুতুহলি!
মৃতপতি-স্মৃতি-ভক্তি অনুরাগ কই?
কই সে পীযূষ ধার শীতলিয়া হৃদি তার,
পুন সুখ দুন হবে—সে বিশ্বাস কই?

ডুবিল মৃণাল-মুখ প্রবাহিনী-নীরে।

দ্বিযাম যামিনী কোলে—বসিয়া ত্রিবেণী কূলে—
শূন্যাকাশে শূন্য প্রাণ ভাসায়ে দিলাম,
শূন্য মনে কত ভাবি কত কাঁদিলাম!

হ'ক্ ভুলিবার কথা, স্মরণে রয়েছে গাঁথা;—
স্বপন হইলে হত বিস্মৃতি মগন
অবকাশে নাহি এসে করিত দহন!

পশ্চিম গগনগায় নিবিড় নীরদকায়
আঁধারে আঁধারবেশে আসি দেখা দিল,
বাড়িয়া বাড়িয়া ক্রমে চৌদিক ব্যাপিল।

আঁধারে আঁধার ছায়া—লুকাল পদার্থ কায়া,
ডুবিল ধরণী যেন তমসা পাথারে,
ধরাতল নভঃস্থল একি অন্ধকারে।

নাহি বহে সমীরণ, নাহি বৃষ্টি বরিষণ,
কেবল ভীষণ নাদে পূরিল গগন,
কখন বিজলী জ্বলে ধাঁধিয়া নয়ন।

অকস্মাৎ দেখি তায়   তরি এক বহি যায়,
কেহ যেন কার সনে তাহার উপরে
কহিছে মরম কথা ব্যাকুল অন্তরে :—

"বিধি যার প্রতিকূল—দুকূলে না পায় কূল,
কেন প্রিয়ে বৃথা কুল ত্যজিয়া আইলে
না মানি করম ফল আনিতে সাধিলে ?

"পিতার আবাসে থাকি   আমাতে প্রণয় রাখি
কোন্ দুঃখে বল প্রিয়ে কেঁদেছ কখন্ ?
তবে হে কুমতি কেন উদিল এমন ?

"আজি হে ডুবিবা হেথা   রবে কোথা র'ব কোথা,
পূরাইতে মন সাধ ফুরাইল সব—
পড়িয়া রহিল হায় বিষয় বৈভব !"

"বিষয় আগেতে ভবে   হায় নাথ হায় তবে !
এত ভালবাসা তব মজাতে আমায় !
না বুঝে হৃদয় কেন সঁপিনু তোমায় !

"তুমি যে পাষাণ হেন   আগে না জানিনু কেন,
কেন না ভাবিনু সত্য অপবাদ তব
পরগত প্রাণ তুমি—কিসে সুখী হব !

"সেধেছিনু আসিবারে, যাও তুমি যাও পারে,
অগাধ সলিলে আমি ডুবিয়া মরিব,
আর না পরের তরে কাঁদিতে রহিব !"

শুনিয়া অবাক হই ক্ষণেক বিস্মিত রই—
কেন বিধি এ জগতে শঠতা সৃজিল,
কেন বা অমৃত মুখে গরল অর্পিল !

জ্বালায় জ্বলিল হিয়া—ইচ্ছা হ'ল মরি গিয়া,
হায় কার কুলনারী কারে লয়ে আসে—
না মিটিল সাধ তার পতি সহবাসে !

স্রোতস্বতী বেগ ভরে ; তীরের অনতিদূরে
উঠিল ঝটিকা ; বুঝি ডুবিল তরণী—
ঝড়ে মিশি আর্ত্তনাদ শুনিনু তখনি।

ভাবান্তরে চিত কাটে, পড়ি গিয়া এক সাটে,
চকিতে বিদ্যুতালোকে দেখিনু যাহায়,
সযতনে সন্তরনে তুলিনু ডাঙ্গায়।

তখন কোথায় কেবা আপনি করিনু সেবা,
কতক্ষণে অচেতনে চেতনা আইল ;
ক্ষুণ্ণস্বরে "মা" "মা" বলি কাঁদিয়া উঠিল—

বুঝিলাম সেই নারী, তবু না ফুটিতে পারি,
ঘৃণা দুঃখ প্রতিবাদী, রাখিল চাপিয়া—
রমণী-রোদনে যথা সান্ত্বনা করিয়া—

অদূরে সুহৃদালয়ে গেলাম তাহারে লয়ে,
পরিবার মাঝে রাখি, আসিনু ফিরিয়া
কি জানি কেমন যেন মরমে পীড়িয়া।

এ দিকে কুমুদী পতি বিকাশে নির্ম্মল জ্যোতিঃ,
যথাকার তমঘ রাশি গিয়াছে তথায়,
শান্তি কি মধুর বেশে বিরাজে ধরায়!

ঘাটের অপর পার্শ্বে যুবা এক অশ্রু বর্ষে,
মলিন বদনে আছে সলিলে চাহিয়া,
ফেলিছে অনল শ্বাস ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া।

নিরখিয়া সেই জনে আমার হইল মনে—
ডুবিয়া বেঁচেছে পুনঃ কাঁদিছে বসিয়া
রমণীর তরে—তাই ক্রোধান্ধ হইয়া,—

কহিলাম "দুরাচার! ভদ্র বংশে কুলাঙ্গার—
কেন হেন পাপ দেহ এখন (ও) ধরিয়া,
কেন বা জাহ্নবী জলে মর না ডুবিয়া"?

চাহি সে আমার পানে ফিরাইল দুনয়নে
দর দর অশ্রুধার বহিতে লাগিল,
নামিয়া সোপান দ্বয় কাঁদিয়া ফেলিল—

"শশধরে সে সৌন্দর্য্য, কুসুমেতে সৌকুমার্য্য,
উষায় নম্রতা, আর পঙ্কজে বিকাশ,
মরালে মন্থর গতি, এখন (ও) প্রকাশ!

"শশাঙ্ক কলঙ্ক দাগে, কোরকে কীটক লাগে,
উষার (ও) কলঙ্ক আছে ব্যিচারিণী বলে,
মরাল কর্কশ, কাঁটা পদ্মের মৃণালে!

"তেমনি সে প্রতিমায় পুরিয়া কি শঠতায়
অর্পিল আমার করে সুন্দর ভুজগে ?
দংশিল মরমে পশি হৃদয় বিহগে!

"আমিরে সকাশে গেলে, তাহার অন্তর জ্বলে ;
যতন পেয়েছি তারে হাসাতে যখনি—
'আমি হাসি শিখি নাই' বলেছে তখনি!

"আমার অবর্ত্তমানে, কি বা নর সন্নিধানে,
রহস্যে বয়স্য-মাঝে হাসিয়াছে হাসি—
শুনেছি তা—বুঝিয়াছি, কাল—রূপ রাশি!

"অনুপম রূপ ধরে, তাই রূপে গর্ব্ব করে,
ধনির দুহিতা বলে অহঙ্কার অতি!
ধনির দুহিতা বলে এত স্বেচ্ছামতি!

"করেছি মিনতি তারে, কুমতি সে পরিহরে,
পরিহরি পিতৃবাস আসিতে আবাসে,
সংসারে সংসারী হয়ে ভুলিতে বিলাসে—

"যত্ন মম মিছা হল! শুকাল না অশ্রু জল!
কেমনে এমন কথা—কই কার কাছে?
পতিনী 'সর্পিনী,' উহুঃ, পরে বলে পাছে!

"কেন বা বাঁচিয়া থাকি, কেন দেহে প্রাণ রাখি,
কেন না বিসর্জ্জি আজি ঝাঁপ দিয়া জলে,
জুড়াই অন্তর জ্বালা পবিত্র সলিলে!"

এই বলি যুবা উঠে, সোপান নামিতে ছুটে—
থর থর কলেবর ছুটিনু ধরিতে,
উভয় উভয় ভারে পড়িনু ভূমিতে

"কে তুমি আমায় ধর? পরিহর পরিহর,
দংশিয়াছে বিষধর যেই অভাগায়
কে হেন নির্ব্বোধ তারে বাঁচাইতে চায়?"

"শান্ত হও, তিষ্ঠ পল—কেবা কার তবে বল,
কার লাগি গৃহত্যাগী, আত্মহত্যা পাপে
ডুবিতে উদ্যত ভ্রমে, জুড়াতে সন্তাপে ?"

অন্তরে কাঁদিল প্রাণী, আর না সরিল বাণী,
কেবল সে মুখপানে—চন্দ্রের আলোকে
নিরখিয়া ক্ষণকাল ডুবিলাম শোকে।

বসিয়া সোপান'পরে, ডাকিল সে প্রাণভরে,
"মৃণাল, মৃণাল" বলি বার দুই তিন,
হইল আনন তার দ্বিগুণ মলিন—

উঠিল চীৎকার করি—প্রতিধ্বনি হল তারি,
উঠিয়া আকাশ ভরি ছুটিল পবনে,
জাহ্নবী অপর পারে ধ্বনিত সঘনে—

"কি করিলি, পাপীয়সি ?—মাখিয়া কলঙ্ক মসী
ঢাকিলি আনন তোর বটে রে অভাগি—
জীবিতে করিলি মোরে সরবস্ব ত্যাগী ?

"কেন বা হইয়া কাল, আসিল প্রদোষ কাল,
কাল পেয়ে কুলাঙ্গার জুটিল আসিয়া,
ভাসিল ত্বরিত তোরে তরীতে তুলিয়া !

"ফিরিয়া তটিনী তটে, জানিলাম ঘাটে ঘাটে,
এসেছে তরণী বটে—পামর, পামরী—
কহেনা কেহই হেথা—কোথা তারা—তরি !

অন্তরে উপজে দুখ, দুর্ দুর্ করে বুক,
রক্ষিতা নারীর কথা হইল স্মরণ,
চাপিয়া যুবার মুখ বলিনু তখন—

"দুঃখ তব পরিহর, ডুবিয়াছে সে পামর,
মৃণাল পেয়েছে কূল অকূল পাথারে,
আইস আমার সনে দেখাব তাহারে।"

যুবক যে শ্বাস ফেলি চাহিল যে আঁখি মেলি,
বুঝিনু অধীর অতি—বিরহ বিধুর—
নীরবে মরম কথা কহিল প্রচুর !

কিন্তু কি ভাবিয়া পুনঃ, আকুল হইয়া দুন,
কহিল আমারে অতি মৃদু মৃদু স্বরে—
"কি ফল মৃণালে হেরে—রাখিয়া বা ঘরে !

"আর না প্রবৃত্তি বায়, দেখি তায় পুনরায়,
ভুজঙ্গিনী কে কোথায় হৃদয়েতে ধরে ?
তুলিয়া কণ্টক মালা কেবা কণ্ঠে পরে ?

"সামান্য বনের পাখী—দিনেক পিঞ্জরে রাখি,
যতন করিলে তারে—সেও পোষ মানে ;—
কেমন পিশাচী, মায়া নাহিক পরাণে !

"নানা ফুল নানা সাজে, বসিয়া তাহার মাঝে,
অধরে যে মধুকর মধু আহরয়,
অধরে যে রচে চক্র হেন সুধাময়,

"সে যদি ফুটায় হুল, কার না হে প্রাণাকুল ?
আপাদ মস্তক জ্বলে বিষের জ্বালায়—
মধুকর—ভেবে তায়—জ্বালা কি জুড়ায় ?

"জনক জননী হায়, কি বিদ্যা শিখাল তায় !
অনারী আচার কেন সে বিদ্যা প্রভাবে ?
দুহিতা চরিত্র পানে চাহে না মা বাপে !

"পবিত্র প্রণয় ভুলে, কলঙ্ক কুসুম তুলে,
কুসূত্রে গাঁথিয়া মালা দেয় উপহার—
ফুল সূতা তার পিতা করে না বিচার !

"প্রসন্ন আননে হেন নবীন কালিমা কেন ?
রাহুতে গ্রাসিছে যেন পূর্ণ শশধর !
কোন্ পাপে দিন দিন শীর্ণ কলেবর ?

"হায় কি কপাল মোর, দুঃখের নাহিক ওর !
জানি তার ভালবাসা নাহিক আমায়—
তথাপি বাঁচিনা কেন না দেখি তাহায় !

"কি হবে সে কথা তুলি !" বিন্দু দুই অশ্রু ফেলি
কহিল আবার যুবা মম কর ধরি—
"হায় সখে ! অসতী সে মৃণাল সুন্দরী !"

হেন কালে আচম্বিত, ঘাটে আসি উপনীত
অদূরে সুন্দরী এক—আলু থালু কেশ,
বদ্ধ-পরিকর, যেন বীর নারী বেশ—

সরোষে, সজল চক্ষে, বারেক আঘাতি বক্ষে,
তুলিয়া দক্ষিণ ভুজ ভ্রূকুটি করিয়া
কহিল জাহ্নবী পানে দশন টিপিয়া—

"পবিত্র সলিল ধারা, বল্ তোরে বলে কারা ?
'মা' বলে জুড়ায় অঙ্গ অবগাহি তোরে
কোন্ পাপে অনুতাপে তোর নাম লয়ে ?

"পাষাণ দুহিতা তুই, নহিস পাষাণী বই,
উদরে পুরিস্ যা তা পাইস, রাক্ষসি—
ও পেট ভরেনা তোর ধিক্, সর্ব্বনাশি !

"তোরে যে প্রণয় করে, অচল উদরে ধরে—
সেও ত রাক্ষস ওলো বেড়িয়া তাবৎ,
খা খানা দুজনে মিলে সমস্ত জগৎ!

"মায়াহীনা হতভাগি! তোরে আর বলিব কি?
থাকিলে ক্ষমতা মোর পলেক ধরায়,
পেট চিরে লইতাম কাড়িয়া তাহায়—!"

চিনিয়া নারীর স্বর, উঠে যুবা থর থর,
কহিল সরোষে তাহে, ছাড়ি দীর্ঘ শ্বাস—
"এখন (ও) মৃনালি! তোর তাহারে প্রয়াস?"

দ্রুতপদে নামিয়া সে, আসিল যুবার পাশে,
চাহিয়া সে মুখ পানে সিহরি উঠিল,
শোণিত ধাবিত বেগে মস্তক ঘুরিল।

কহিল সে যুবা পুনঃ "জগৎ জানিল গুণ—
কেন আর মনাগুণ জ্বালিতে আসিলি?
ডুবালি কলঙ্কে কুল—ডুবিয়া বাঁচিলি?

"কোন্ নারী ধরাতলে, পতিকে 'বানর' বলে?
আপনি 'মুকুতা হার' তাহার গলায়
দুলে দুলে উপহাসে শোভেনা তাহায়?

"'হিন্দুকুলে হলি ছিছি—ঢলাঢলি মিছামিছি—
আরো কত শুনিয়াছি রূপের গরিমা—
পড়েছ 'চাষার' করে 'সোনার প্রতিমা'!

"'কখন নিশীথে তারা, নিরখিয়া হতে সারা—
অমনি 'বিগত কাল' করিয়া স্মরণ
মুহ্যমতি হতে অতি চিন্তায় মগন

"'কখন চাঁদের সনে, কথা ক'তে সংগোপনে—
সাধিতে সখীরে ডাকি কহিতে তাহার—
'বাঁচেনা বাঁচেনা প্রাণ বিরহ জ্বালায়'!

"'পূর্ব্বজন্মে বাদাবাদী—তাই বল বিসম্বাদি
হয়েছি তোমার সুখে—পতি রূপ ধরে,
দংশিছি বিষাক্ত কীট পশিয়া অন্তরে ?

"'পুরুষ আমার মত হতভাগ্য পতি যত
কর্ম্মফল ভুঞ্জে তারা, বল, মায়াবশে ?
'বামন' হইয়া চাহে চন্দ্রমা পরশে ?

"'বলেছ, 'পুরুষ জাতি—আজনম পক্ষপাতী—
মায়া হীন,' নারীপ্রতি করিতে তাড়না—
কত দোষী তারা নিজে ভাবিয়া দেখেনা ?

"হিন্দু বালা, বল হায়! চিনেনা জানেনা যায়,
তার করে সমর্পিয়া সর্ব্বস্ব রতন,
'অধীন' হইয়া থাকে যাবৎ জীবন?

"না হয়ে স্বাধীন, যারা তোমা মত কুলাঙ্গারা,
কোন্ মুখে বল তারা স্বাধীনতা চায়?
যে চাহে তাহারে ধিক্—ধিক্ সে দাতায়!

"আপন রূপের ডালি—দাও গিয়া তারে ডালি!
সে গিয়াছে ওই পথে—যাও ওই পথে,
ঘুচাও কলঙ্ক নাম নারী কুল হতে!"

এদিকে নিশীথ কালে অঘোর নিদ্রার জালে
আবরি অবনীতলে প্রাণী মাত্র সবে
সুখদা সুষুপ্তি শান্তি বিতরিয়া ভবে—

তাহাতে প্রকৃতি সতী নীরব মলিন অতি—
যেন কোন লজ্জাবতী অসতী হেরিয়া—
অস্তোন্মুখ চন্দ্রালোকে আনন ঢাকিয়া।

সশোক বিরহানলে নারীর হৃদয় জ্বলে
তাহাতে পতির উক্তি—কটুতার শর—
একেত কলঙ্ক কথা—তাহে আমি পর—

বিকল হইল চিত্তে ভাবিল না হিতাহিতে
কঠিন বাঁধিল হিয়া মরিতে তখনি—
বিদ্যুৎ চকিতবৎ ছুটি মৃণালিনী—

গভীর সলিলে গিয়া পড়ে হায় ঝাঁপ দিয়া—
রাহুগ্রস্ত শশি অস্ত যেমন তিমিরে—
ডুবিল মৃণাল মুখ প্রবাহিণী নীরে!

সুখের সংসারে যেন সে কেহই নয়। *

বিধবা রমণী! তুমি রে হেথায়!
তবে কেন বৃথা কর হায় হায়?
দেশ দেশান্তরে পাপীয়সী যারা
পাপাচারে শেষে হয়ে কদাকারা
কাল স্রোতে ভাসি হিন্দুস্থানে আসি
প্রায়শ্চিত্ত হেতু জনম লয়।

তারাই বিধবা তরুণ বয়সে,
তারাই বঞ্চিত সুখ সাধ আশে,
তারাই পায় না পরাণের পতি,
তারাই হেথায় সদা অশ্রুমতি,

* পল্লিগ্রামস্থ বিধবার প্রতি স্বজন উক্তি।

তারা ত কেবল নারকীর দল—
সুখের সংসারে কেহই নয়।

নিজ কর্ম্ম ফলে ভোগিছ সকলে,
দহিছ সতত হৃদয় অনলে—
অনিবার হায় প্রজ্বল শিখায়
সুখ স্বাস্থ্য আশা ভস্মসাৎ প্রায়—
বিধি যারে মারে বল কে তাহারে
বাঁচাতে সাহসী হয়েছে কোথা ?

উঠ উঠ মিছা কাঁদিয়া কি হবে ?
যত দিন গ্রহ রবি, চন্দ্র, রবে
ধর্ম্মের শাসন, পাপের তাড়না,
তত দিন তব দুখ ঘুচিবে না !
দুখ বিধবার নহে ঘুচিবার
যত দিন মোরা বাঁচিয়া হেথা !

কাল প্রতিকুল—বিধবার ভোগে !
সদা মনস্তাপে জ্বর জ্বর রোগে
অভাগী কেমন ! নিদয় শমন
ফিরায়ে নয়ন করে পলায়ন—
দণ্ড সমুচিত বিনা সে ক্বচিৎ
কখন তাহারে পরশে আসি।

আপন সংসার নাহিক তোমার—
খাও পর যার এ জনমে তার
ক্রীত দাসী যত থাকে যেই মত
তুমিও তেমতি থাক গিয়া রত
গৃহ-ভার লয়ে কটু কথা সয়ে
অন্তরে পুড়িয়া অধরে হাসি।

বসন ভূষণ ত্যজিয়া এখন
অনশনে ব্রত কর উদ্‌যাপন,
ব্রহ্মচর্য্য বিধি সাধ নিরবধি,
অতীত জীবন ভুলিয়া যাও।

ত্যজি অনুরাগে, উপজি বিরাগে
প্রণয়ের খনি বুজাও এখনি;
স্মৃতি হৃদপিণ্ড করি খণ্ড খণ্ড
বিস্মৃতি অগাধে ফেলিয়া দাও।

বৃন্তচ্যুত ফুল ধরায় পড়িয়া—
সেইরূপ রূপ যাক শুকাইয়া,
নয়ন বিজলী যাউক গলিয়া,
হাসি নাহি ফুটে মলিনাধরে,

সোনার প্রতিমা শীর্ণ কলেবর,
বিষাদে সতত জ্বলুক অন্তর,

প্রায়শ্চিত্ত তবে হইবে সত্বর
বৈধব্য যাতনা ঘুচিবে পরে।

দেখ দেখ চেয়ে প্রকাণ্ড শরীর
অভ্রভেদী চূড় ওই যে মন্দির—
দেশাচার নামে বিখ্যাত ভারতে
পুরাণ পদ্ধতি পূজার তরে।

নারী অশ্রুবিন্দু ধরি সিন্ধু কায়া
রয়েছে চৌদিকে তরঙ্গ তুলিয়া—
কিন্তু সাধ্য কই ভাঙ্গে একবিন্দু
বুনিয়াদ যার প্রত্যেক ঘরে।

জ্বলে ত অনল বিধবা হৃদয়ে,
বাষ্প শিখা তার দীর্ঘ শ্বাস বহে,
শত শ্বাস মিলি, জোর বায়ু তুলি,
আঘাতে সজোরে পাষাণ কায়—

দারুণ বিষাদে কটাক্ষ বিজলী—
অবিরত হানে দশ দিশা হতে,
সতত বাসনা উপাড়িয়া ফেলি
যথেচ্ছা আচার প্রতিষ্ঠে তায়।

প্রাচীন কালের কেমন গঠন
অচল অটল রয়েছে তেমন,

ভূমিকম্পে নড়ে তথাপি না পড়ে,
ঝড়ে জলে বাজে কি করে তার ?

বিদ্যাসাগরের, অথবা হেমের,
অথবা নবীন, অথবা সেনের,
অথবা সহস্র করুণ জনের
কাঁদুক পরাণ যেমন যার—

পাষাণ হৃদয় রোদন না মানে,
ভাল মন্দ কিবা বিচার না জানে—
গড়িয়াছে যারা, সেকালের তারা,
একালের এরা ভাঙ্গিবে তায় ?

গাই উচ্চ তানে নগরে নগরে
উত্তেজিয়া হায় সতী বিধবারে,
নিবান আগুন প্রজ্জ্বলিত করে,
তাদেরে অসতী করিতে চায় ?

আছে যারা স্থির উঠিবে নাচিয়া,
দ্বিগুণ দহনে মরিবে জ্বলিয়া,
বিয়ে হওয়া দূর—নিরাশায় হায়
মনস্তাপে মুখ শুকা'য়ে যাবে।

আছে সাধ্য কার করুক প্রচার
বিধবা বিবাহ !—শুদ্ধ ব্যভিচার !

তথাপি তাহার এত অহংকার ?
ছি ছি ছি ভারতে গতি কি হবে ?

সতীত্ব রতন—ধরায় কি ধন—
পশ্চিম সভ্যতা বুঝে কি কখন ?
সতীত্বের বল দেখেছে কে বল ?
মৃত্যু পরাভূত সাবিত্রী কাছে !

ভেবনা ভেবনা, ভারত অঙ্গনা—
অবলা সরলা হ'ক পরাধীনা—
সতীত্বের বলে প্রসিদ্ধ ভূতলে,
কোন্ দেশে তার তুলনা আছে ?

বিলাসে যে নারী মর্য্যাদা না করে,
ভাবি-সুখ আশে আশু দুখ হরে,
বৈধব্যের ব্যথা তার কাছে কোথা ?
সেই ত রমণী—সেই ত সতী !

করি হাহাকার কাঁদে অনিবার,—
এ স্বল্প বিচ্ছেদ অসহ্য যাহার,
তার ভাগ্যে হায়, সুখ বা কোথায় ?—
ব্যভিচারে সুখী বিলাসবতী !

শুনিয়া সান্ত্বনা কুলের ললনা
ত্যজিয়া বিষাদ চিন্তায় মগনা,

বিরলেতে গিয়া গলে বস্ত্র দিয়া
কাঁদিয়া প্রণমে বিধাতা পায়—

কর জোড় করি, ঊর্দ্ধে নেত্র মেলি,
পাপ প্রলোভন দিয়া জলাঞ্জলি,
যাবৎ জীবন সতীত্ব রতন
যতনে রক্ষিতে—সামর্থ্য চায় !

সাধ।

কি বিষাদে মন সাধে দিয়া জলাঞ্জলি—
পরিহরি বেশ ভূষা, স্বাস্থ্য পরিহরি,
চিত্ত প্রফুল্লতা, হাস্য, আমোদ কৌতুক—
আহারে বিহারে সদা উদাসিনী কেন ?
কেন তার এ যৌবনে সংসারে বিরাগ !

পশিয়া পামর কীট কোট কোট ফুলে—
গরল ছড়ায়ে দেয় দংশিয়া তাহায়,
বাহিরের রূপ ছটা অধরের সুধা,
হৃদয় সুরভি সব করিয়া হরণ,
আনিয়া জুটায় হায় অকালে বিনাশ !

হতাশ প্রবেশি বুঝি তাহার অন্তরে
বিষাদ বিষের জ্বালা ছড়ায়েছে হায়,
তাই সে মোহন নাই, আনন মলিন,
অবিরত অবনত নেত্রে অশ্রু ভরে
মন দুঃখে বরিষয় বসিয়া বিরলে !

সতত যতন, তার পূরাই বাসনা,
পূরাই মনের সাধ, এত কাল যাহা
জাগিতেছে অহরহ অভাগা অন্তরে—
পাইতাম বিধাতারে—কহিতাম তায় !
জানি তাহা পুরিবে না—সাধিতাম তবু !

নাহি সাধ আর

মেঘান্তে শরত শশী পাইলে বিকাশ
নিঙ্গড়িয়া সুধা তার নির্ম্মল জোছনা
মাখাই তাহার মুখে, হাসাই আবার—
ফুটাই অপূর্ব্ব ফুল সরমী অধরে—
ফুটে কি তেমন আর নন্দন কাননে ?

আকাশ কুসুম দুটি মোহিনী লতায়
আছে-চির প্রস্ফুটিত কল্পনায় মম,
তাহতে আনিয়া আমি অপূর্ব্ব মাধুরী
ঢালিয়া তাহার সেই নয়ন যুগলে,
আমিই নিরখি তাহা মজি নিরখিয়া !

ত্রিযাম নিশায় শশী, বৃষ্টি অবসানে
ঢালিলে সুধাংশু রাশি প্রশান্ত সলিলে—
ফুটিয়া তারকা যাহে, কুমুদ ফুটিয়া,
শশী ফুটি তার সনে আনন্দে বিহরে—
মন্দ মন্দ সমীরণে ঝিক্‌মিক্ রেখা

মাঝে মাঝে দেখা দিয়া সলিলে মিশায়,
ছাঁকিয়া সলিল সেই তুলিয়া বসন—
খচিত কুমুদী, তারা, কুমুদী রঞ্জনে—
আবরিয়া অঙ্গ তাহে নিরখি তাহার
কেমন দেখায় তলে "কনক লহরী" !

ফুটিলে তারকা গুলি অমার নিশায়
ভ্রমিয়া আকাশ পথে বেছে বেছে তুলি,
স্থায়ী করি চপলারে হরিতে ডুবায়ে
সেই সূতে গাঁথি হার, অনুরাগ ভরে
দোলাই তাহার কণ্ঠে হেরি আঁখি ভরি

কোমল প্রসূন কত নির্জ্জন কাননে
অদৃশ্যে ফুটিয়া হায় অদৃশ্যে শুকায়—
প্রকৃতির উপহার বসন্তের পদে—
তুলিয়া কৌমার্য্য রাশি বিছাই আসন
বসায়ে তাহায় করি মলয় ব্যজন—

হৃদয়ের বস্ত্রি বাঁধি মমতার সুরে,
বিচ্ছেদের দীর্ঘ শ্বাস—তালে তালে, তাহে
গাইবে মরম, প্রিয়া করিবে শ্রবণ—
জানিবে লুকান কথা অভাগা অন্তরে—
ভালবাসা ভাসে নাক বুঝিবে তখন !

সাধ মাত্র এবে—
আপনি জলদ হই, সৌদামিনী সেই—
হাসিয়া মৃদুল হাসি খেলে পাশে পাশে ;
এক বৃন্তে দুটি ফুল মলয়ে দুলিয়া
অবাধে মনের সাধ পূরাই নির্জ্জনে ;
অথবা—অরুনধতী—উদিয়া আকাশে—

নিদয় কালের ছেদ—দিন, মাস, বর্ষ,
দিবারাতি মিশাইয়া ঘুচাই সে সব ;
দিই না কালেরে আর দিন গণিবারে,
মরণ বসিয়া রয় কাল প্রতীক্ষায়,
আমরা সম্ভোগী কিন্তু অনন্ত জীবন !

সকল নিরস্তা হ'ক হৃদয় বাসনা,
যথা ইচ্ছা যাই আর যাহা ইচ্ছা করি—
জগতের যত সুখ একধারে বহি
প্রণয়ের স্রোতে সদা ডুবুক যুগলে,
পরস্পর প্রতিরূপ নিরখি তাহার !

ছন্দে ননি নীল যথা কুসুমে সুরভি,
স্নিগ্ধতা অনিলে আর স্বাদিতা সলিলে,
সঙ্গীতে মোহিনী শক্তি সৌন্দর্য্যে মাধুরী,
যৌবনে লাবণ্যাধিক, কায়া সাথে ছায়া,
তাহাতে আমাতে ঠিক্ সেই মত রই !

দেখ্‌রে বিহগ এবে বুক ফেটে মরে !

হায় সে নয়ন দ্বয় সতত আপ্লুত রয়
কেবা তার অশ্রুধার করিবে মোচন,
প্রফুল্ল আনন তার মলিন এখন !

হৃদয় সন্তাপানলে ভাসে বক্ষ অশ্রু জলে,
কি বলিতে কি যে বলে পাগলিনী প্রায় !
জানেনা কখন দিবা নিশি আসে যায় !

জ্বলন্ত অনল চিতে নাহি কেহ নিবারিতে,
বাষ্প তার অশ্রুধার নয়নেতে বহে,
কারে বা কহিবে সে যে কত জ্বালা সহে !

হারায়েছে যে রতনে ফেরে তার অন্বেষণে
এক মনে স্থানে স্থানে খুঁজিয়া বেড়ায়,
না পেয়ে কাতর হয়ে ভূমিতে লুটায় ।

আবাসে আবাসে ফেরে, তথাপি না পায় তারে,
মরমে প্রাণের কথা কহে না ফুটিয়া,
মরমে মরম ব্যথা রাখে সে চাপিয়া !

যেখানে পাইয়াছিল সেই খানে হারাইল !
বিধি যারে দাগা দিল বাঁচে সে কেমনে—
তাই সে ত্যজিতে চায় অসার জীবনে !

অথবা যোগিনী বেশে যেতে চাহে দূর দেশে,—
রহিতে অজ্ঞাত বাসে যাবত জীবন,
কাটিতে রজনী দিবা করিয়া রোদন !

কেন বা পরাণে তার হেন লতা মমতার
অঙ্কুরে শুকায়ে গেল নিরাশ দলনে !
কেন সে বাসিল ভাল উদাসীন জনে !

হেরে তার কাতরতা গেলাম উদাসী যথা
দেখিলাম হেট মুখে বসিয়া সে জন
অকূল চিন্তায় যেন রয়েছে মগন।

ললাটে নিরাশ রেখা অধরে বিষাদ লেখা
সরল হৃদয় দগ্ধ দুখের অনলে,
নয়ন পলক শূন্য ভাসে অশ্রুজলে।

তুলিল আনন যবে, ভাবিলাম কথা কবে,
কহিল না কোন কথা মরম ব্যথায়
না ভাবি তাহার ভাব কহিনু তাহায় ।—

"উদাসীর ভাব যার একি তার ব্যবহার
প্রাণ মন অবলার হরিয়া বেড়ায়
অধিনী দুখিনী পানে ফিরিয়া না চায় ?

শুনিল সে মন দিয়া কাঁদিল তাহার হিয়া
শুকাল শরীর তার শুকাল অধর
রুদ্ধকণ্ঠে মন-ভাব কহে অতঃপর ।—

"আমি ত উদাসী নই উদাসীর মত রই
গৃহ দারা পরিবার আছে মম ভবে ;
কিন্তু হে আশ্রমী সুখী হইয়াছে কবে ?

"হইয়া আশ্রমবাসী বস বাসে পাশাপাশি
মিছে ভালবাসাবাসী—যতনে মন্থিয়া
কি কাজ অমৃত আশে গরল তুলিয়া" ?

মুদিল নয়ন পুন আকুল হইয়া দুন
খুলিয়া আবার তাহে তুলে স্বর্গ পানে
কহিল লুকান কথা যা ছিল পরাণে—

"পরের নয়নে বারি দেখিতে যে নাহি পারি
তবু যে নিবারি তাহে নাহি সে ক্ষমতা।
এ পোড়া হৃদয়ে তবে কে দিল মমতা।

"আমার যতনে তার হয় যদি উপকার
প্রতিকূল দেশাচার ভ্রুকুটী দেখায়
কতই নিদয় জনে ডাকিয়া জুটায়।

"কলঙ্ক নিশান তুলে নাচে শত্রু কুতূহলে!
আমার কপালে বিধি এত দুঃখ লেখা?
কাঁদায় আমারে তোর ধিক্ রঙ্গ দেখা!

"কহিব মুখের কথা জুড়াবে সে মন ব্যথা
হায় কি দেশের প্রথা ইথেও বিরোধি?
হায় রে চিত্তের বেগ কেমনে বা রোধি!

"লৌকিক পিঞ্জরে কেন পুরিলি বিহগ হেন
দিবি যদি মুখ এঁটে জনমের তরে?
দেখ্ রে বিহগ এবে বুক ফেটে মরে!

"অপরে করিয়া স্নেহ যদি দোষী হয় কেহ
হয়েছি আমিও দোষী অসার সংসারে
দণ্ডিতে বাসনা থাকে দণ্ড রে আমারে।

"দণ্ডিবে আমারে তুমি তোমারে দণ্ডিব আমি
এ হেন হৃদয় ছিঁড়ি ছুড়িয়া ফেলিব
তুমি যে নিষ্ঠুর কত জগতে ঘোষিব।

"তোমার প্রদত্ত হৃদি তুমি ফিরে চাও যদি—
এখনি প্রদানি তাহা কাজ কি আমার?
চিনির বলদ মিছে সহি এত ভার!

"স্নেহ কি যন্ত্রণা মাখা! সে স্নেহ হৃদয়ে রাখা?
ব্যবহার নাহি যার প্রয়োজন তার?
দিয়াছ মমতা নাহি ক্ষমতা কোথায়!"

উদাসী নীরব হল; ফোটা দুই অশ্রুজল
কপোল বহিয়া তার ভূতলে পড়িল—
নিশার স্বপন একি জাগ্রতে ফলিল!

বঙ্গ বিধবা।

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ঐ রে,
না হলে এমন দশা নারী আর কৈ রে!"
এ হেন উচ্ছ্বাস যার হৃদয় ভেদিয়া
কাঁদাইল কত শত মরমে পশিয়া;—

বিদ্যাসাগরও—যাঁর বিধবার তরে
অবিরত অশ্রুধার নয়নেতে ঝরে ;—
তাঁরাই কালের স্রোতে হলেন নীরব !
তবে আর এ ভারতে কার কথা কব ?
পুরুষ শাসনকর্ত্তা, পুরুষ স্বাধীন,
কদাচারে বিবেকেরে করেছে মলিন,
দয়া—কারে বলে তাহা মনে আর নাই,
করে আগে, ভাবে পরে, মনে আসে যাই।
তাইত ভারতে এত ঘটিছে জঞ্জাল,
এ উহারে মন্দ বলে কাটাইছে কাল।
সম্মুখে কাঁদিছে বসি সহোদরা ওই !
বৈধব্য দারুণ ব্যথা সহে তার কই ?
দুহিতা মায়ের পাশে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
মায়ের স্নেহের প্রাণ—শোক তার বাড়ে !
"কি বলিব, দেশাচার !" কহে দুহিতারে
"কেমনে সান্ত্বনা করি বল মা তোমারে ?"
কেহ বা ধমক্ দিয়া চমকে কন্যায় ;
নিরাশে বিধবা কর আঘাতে মাথায় ;
হায় হায় বিধাতারে ডাকে ম্লান মুখে,
অহর্নিশি কেঁদে কেঁদে কাটে দিন দুখে ;
সকলের দুঃখ ঘটে রহেনা ত চির,—
বিধবার অবিরাম বহে অশ্রুনীর ;

ষড়ঋতু বার মাস যাইছে আসিছে,
বিধবা রমণী কিন্তু সমান কাঁদিছে ;
উৎসবের দিনে মরি দীনা হীনা প্রায়,
সম্মুখে বিধবা নারী চলি যবে যায়—
স্নেহ নাই, দয়া নাই, হউক অসার,
বল তবু কাঁদে কি না অন্তর তোমার ?
যদি কাঁদে তবে কাঁদে কিসের কারণে ?
ভাবিয়া দেখ না কেন বারেক তা মনে ?
সুখের সংসারে সুখী কে না হতে চায়,
চির দুঃখী করে তবে কেন রাখ তায় ?
পত্নীর বিয়োগে সবে গৃহশূন্য কয়,
সন্তান সন্ততি যেন তারা কেহ নয়,
সেই ঘর সেই দ্বার একের বিহনে,
অরণ্য সমান লাগে পুরুষের প্রাণে !
তবে কেন বিধবার প্রতি প্রতিকূল,
হাসিয়া শাসিতে চাও হলে সে ব্যাকুল ?
শত শত আশা পূর্ণ হয়েছে যাহার,
এক আশে কত আশ সে—দশা দেখ তার।
এক মাত্র আশা যার না হতে উদয়,
কালের উদরে পাশ হইল নিলয় ;
সে কেমনে প্রাণপণে হৃদয় ছিঁড়িয়া
সুখ স্বাদে কি বিষাদে সকল ভুলিয়া,

ব্রহ্মচর্য্য মন্ত্র লয়ে ত্যাগ শিক্ষা করি
কাটিবে জীবন দেহ রক্ত মাংসে ধরি ?
সকল(ই) সম্ভব হয় তাহার(ই) বেলায়,
শাস্ত্রের দোহাই হায় তাহার(ই) বেলায়,
বাসনা, সংযম, বিধি, তাহার(ই) বেলায়,
পুরুষ বিধান দাতা তাহার(ই) বেলায় !

করুণ হৃদয় ! দেখ এক বার,
বিষাদে বিপন্ন ওই বিধবার
মুখ যে মলিন হয় দিন দিন,
চাহ রে চাহ রে নয়ন খুলে ।

সমাজ কাহার, কার দেশাচার,
কার প্রতি বল করে অত্যাচার ?
আমরাই সব, থাকিলে যতন
দিতে পারি সব কু প্রথা তুলে ।

শিশু। *

অকালে কেনরে শিশু লইলি বিদায় !
কয় দিন তরে বল,
ধরিলি এ হেন ছল,
দরিদ্র কুটীরে আসি জনম লইলি,
হাসিলি ভাসায়ে সুখে, শেষে দাগা দিলি !

পীড়িত শয্যায় তোর প্রসূতী ব্যাকুল,
সুস্থ শিশুর মত
হাসিলি কাঁদিলি কত—
রহিলি আপন মনে আনন্দে বিভোর,
কে জানে অন্তরে কাল প্রবেশিছে তোর !

স্বজন কাতর তোর সহোদরা লয়ে,
বুঝিয়া সুযোগ ভাল
আবির্ভূত ব্যাধি কাল
নবদ্বার রুদ্ধ করি হৃদয় চাপিল,
হায় রে আননে তোর সে হাসি লুকাল !

* শিশুর মৃত্যুর পরদিবস লিখিত।

শুকাল অধর, তনু করিল অবশ,
একে নাই বাক্ শক্তি
কে করে যাতনা উক্তি !
অন্তরে অন্তরে তোরে পিড়িল নিদয়,
কোন্ ব্যাধি কি ঔষধি না হল নির্ণয় !

প্রকাশিল রোগ যবে কায়িক বিকারে,
ঔষধ রসনা তলে,
পলা না উদরে গলে,
চিকিৎসা অসাধ্য হল—হায় সে যামিনী
বিগত—এখন (ও) যেন কি কাল রূপিণী !

মেঘ বৃষ্টি ঝড় তার ভীষণ আকারে !
মিশিয়া আঁধার সনে
হতাশ করিয়া প্রাণে
কে যেন কহিল কানে "বৃথা আশা তোর,
আজি কার হয় কি না হয় নিশি ভোর।"

পোহাইল সেই নিশি—আশার সঞ্চারে
ঊর্দ্ধ মুখে বাই ছুটে
কহি গিয়া কর পুটে
চিকিৎসকে সঙ্গে লয়ে ফিরিলাম বাসে—
কত আশা মনে মনে পশিলাম পাশে—

কিন্তু কি অভাগা আমি! করিনু যতন,
সব শ্রম বৃথা হল!
ক্রমে যে ফুরায়ে এল
ক্ষুদ্র দেহে ক্ষুদ্র প্রাণ লঘু শ্বাস তোর—
ক্রমেতে ব্যাপিল তোরে অচৈতন্য ঘোর!

আহা বাছা কত দুখ সহিয়াছ তুমি!
সঙ্কোচি প্রত্যেক অঙ্গ
পলে পলে শ্বাস ভঙ্গ
নয়ন ঊরধে তুলি ঢুলায়ে পল্লবে—
কি যাতনা! সে যাতনা কত ক্ষণ সবে?

কণ্ঠে শ্বাস ধুকু ধুকু ক্ষীণ কলেবর,
আকৃতি বিকৃতি হেন,
সে তুমি নওরে যেন—
শেষ দেখা দৃষ্টিপাত পলকের তরে,
হায় বাছা সারা হলে চক্ষের উপরে!

ক্ষুদ্র মুখে ক্ষুদ্রাধর করিতে স্পন্দন,
পয়ঃপান বাসনায়
নাড়িতে রে রসনায়,
সে অধর সে রসনা অস্থির স্পন্দনে
নির্ব্বাসিল প্রাণ-বায়ু ঊর্দ্ধ আকর্ষণে!

গেলি গেলি শিশু কিন্তু যাইবি কোথায় ?
কে তোর কোথায় আছে,
যাইবি কাহার কাছে,
কে তোরে আদর করে মুখে স্তন দিবে,
কে তোরে আদর করে চুম্বন করিবে ?

কে তোরে যতন তত করিবে রে বল ?
জননী হইতে ভবে
কে তোর আপন হবে ?
পুনঃ কি অন্যত্র গিয়া জনম লইবি,
পুন কি অপরে দাগা এইরূপে দিবি ?

নয় মাস দশ দিন গরভে বসতি,
সে জ্বালা অল্প কিরে,
তাই জন্মি ফিরে ফিরে,
মরমে বেদনা দিস্ কত বাপ মায়—
শিশুর অন্তর পূর্ণ এত ক্রূরতায় ?

যা, যা, যথা ইচ্ছা তোর চাহি না জানিতে,
অনুরোধ তোর প্রতি
ভারত ত্যজিলি যদি
চাস্‌নে যাস্‌নে ফিরে এদেশের পানে,
ফিরিতে বাসনা যেন হয় নাক প্রাণে।

*　　*　　*　　*

মরি মরি

শূন্য কায় এবে হায় পড়িয়া ধরায় !

নশ্বর যে কলেবর

কেন রে কঠিনতর,

কোমল কমল কর-পল্লব দুখানি,

কেন রে চরণ তোর কঠিন এখনি ?

মুদিত নয়ন দুটি চাহিবে না আর !

অধরে মসীর ছোপ,

লাবণ্য পেয়েছে লোপ,

এ জনম তরে হাসি ফুরাল তাহার !

কে সাধিল বাদ হায় কে হরিল তায় !

মুখের গঠন এবে ভাঙ্গিয়াছে হায়,

ললাটের প্রান্ত দুই

বসিয়া গিয়াছে ওই,

কালিমা পড়িছে মরি নয়নের কোলে,

দেহের জীবন্ত ভাব সব গেছে চলে !

হৃদয়ে যে ধুকু ধুকু করিত পরাণ—

নাহিক স্পন্দন তার,

নাহি সাড় অঙ্গে আর,

আর নাহি জড় দেহে তোমার ভূমিত্ব—
জগতে পেয়েছে লোপ তোমার অস্তিত্ব !

এই ত সময় শিশু ভুলিব তোমারে,
কিন্তু কি অবুঝ হিয়া
ও দেহে চেতনা দিয়া
আবার স্মৃতির দ্বারে পূর্ব্বকথা তুলে,
আমি ত ভুলিতে যাই হিয়া নাহি ভুলে।

সশরীরে অগোচর মৃত যদি হ'ত,
সে এক অপূর্ব্ব হ'ত,
হ'ত না যাতনা এত !
তোমারি আধার এ যে পড়িয়া এখানে—
ভাসাব, পোড়াব, কিম্বা পুঁতিব কেমনে !

রাখিবার যো নাই রাখিলে না রবে !
যাই তবে লয়ে যাই,
যে যা বলে করি তাই,
হায় প্রাণ কেঁদে ওঠে হৃদি ফেটে যায়
চাহে প্রাণ, প্রাণ দিয়া উহারে বাঁচায় !

যে বাহু আদরে তোরে আলিঙ্গন দিয়া
দোলাইয়া নাচাইয়া
হৃদি'পরে শুয়াইয়া

পেয়েছিল সুখ কত সুখ দিয়া চিতে,
আজ তারে ভার দেয় এ কারে বহিতে—?

*　　*　　*　　*

নিস্তব্ধ শিশীথ কালে জাহ্নবীর কোলে,
　　বাছিয়া নির্জ্জন স্থল,
　　খুঁদিয়া ধরণী তল,
আমরি
শুয়ালাম দেহ খানি সামান্য শয্যায়—
দেখিলাম, ঢাকিলাম, ত্যজিলাম, হায় !

নয়ন।

অহো হো নয়ন ! তোরে নিরমিল রে
কোন্ উপকরণেতে বলিয়া তা দে।
ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, আকাশে,
বিষাদে, উল্লাসে, প্রেমে, অথবা বিলাসে—
　　খুঁজিয়া জগৎ ভোর
　　পাইনা তুলনা তোর,
জীবন ফুরায়ে গেল দেখিতে দেখিতে,
থাকিতে নয়ন নারি নয়নে চিনিতে !

মাটির হইলে তুমি হইতে কঠিন,
সলিলী হইলে হতে অনল বিহীন,
অনলে হইলে হেন
সলিলে ভাসিবে কেন ?
বাতাসে জন্মিলে তুমি স্থির রহিতে না,
আকাশেতে—প্রতিবিম্ব কভু ধরিতে না।

বিষাদে ? হাসিবে কেন মোহনে পুরিয়া ?
উল্লাসে ? বিষণ্ণ কেন ঝুরিয়া ঝুরিয়া ?
প্রণয়ে উদয় যার
কটাক্ষে গরল তার ?
বিলাসী উন্মত্ত সদা স্বার্থপরতায়,
তুমি কাঁদ পর দুখে সময় সময়।

প্রণয়ী হৃদয়ে যবে পীযুষ উছলে—
বিন্দু বিন্দু ঝরে বার মৃদু দৃষ্টি হলে,
চেয়ে থাক মুখ পানে
কে যেন হৃদয় টানে,
কি জানি কি ইন্দ্রজাল বিলোল কটাক্ষ
মজিয়াছে, মজায়েছে, করেছি প্রত্যক্ষ !

বাঁধিয়া কবরী নারী রাঙ্গা অধরে
বিলাসে আপন ছবি নিরখে মুকুরে,

আপন মাধুরী হেন
আপনি সম্ভোগে যেন,
আপন নয়ন পানে আপনি চাহিয়া
কত কি নিরখে যেন অতৃপ্ত থাকিয়া।

বহুকাল বিরহের শত জ্বালা সয়ে
বিসর্জ্জিলে সুখ-আশা হত-আশ হয়ে,
পরস্পরে নেত্রপাৎ
হয় যদি অকস্মাৎ,
সংজ্ঞাশূন্য ভাব পূর্ণ নির্ব্বাক নয়নে—
হাঁসায় কাঁদায় যাহা পশিয়া মরমে—

আলুথালু বেশে বালা চপলার গতি
পর পুরুষের চক্ষে পড়ে গিয়া যদি,
পলকে চাহিয়া দেখে
অমনি বদন ঢেকে
তড়িতে লুকায় লাজে কম্পিত কায়ায়,
ঢুক ঢুক করে বুক নেত্রে দেখা যায়।

বিলাস আশক্ত পতি—ধরি তার করে
নিষ্ফল সাধিয়া সতী নিরাশ অন্তরে,
শত শেল বিঁধে বক্ষে—
হৃদয় আঁকিয়া চক্ষে

চাহে তবু তারি পানে—কি যাতনা হায়,
যায় যায় প্রাণ যেন তবু নাহি যায়—

অথবা বিধবা নারী আর্য্যস্থানে ওই—
নিদারুণ হুতাশনে জ্বলে সততই,
প্রাবৃট পঙ্কজ, সারা
অশ্রুজলে আঁখি তারা—
নির্জ্জনে হৃদয় ভরি কাঁদে সে যখন,
দেখেছি নয়ন তার লুকায়ে তখন।

কোলের কোমল শিশু মুমূর্ষু শয্যায়
না ভিশ্বাসে সঙ্কোচিয়া বিকৃত কায়ায়,
নেত্র তারা ঊর্দ্ধে তোলে,
অর্দ্ধেক পল্লব কোলে
চাক চাক দৃষ্টি হীন চেয়ে মুখ পানে—
পলকে পলকে আঁখি স্থির করি আনে—

পাতি আঁখি তার পানে ব্যাকুল মাতার
অনিমেষ অশ্রুপূর্ণ দৃষ্টি মমতার,
যতই অন্তর কাঁদে
ততই নয়ন কাঁদে,
নিরাশ, বেদনা, শোক, সংসার বিস্মৃতি,
দেখিয়াছি সে নয়নে এক কালে স্থিতি!

সন্তান নিধন হলে শোকার্ত্ত প্রসূতি—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হ্রাস পাইলে শকতি—
স্থির নেত্র অশ্রুজলে
চাহিয়া ধরণী তলে,
নিষ্পলক চিন্তাকুল নত শোক ভরে
না চাহি নয়ন পানে শোকে দগ্ধ করে !

স্বজন আসিলে কেহ প্রবোধিতে তায়
আপনি কাঁদিয়া তারে দ্বিগুণ কাঁদায়,
মোহ বশে দিশে হারা
উভয়ের নেত্রে ধারা,
কতক্ষণে রসনায় স্ফুরিলে বচন,
প্রতি শব্দ উচ্চারিতে ঝরে সে নয়ন !

ক্ষত্রিয় কুলজ বীর শত্রু পদতলে
ভূতলে লুটায় বাঁধা কঠিন শৃঙ্খলে,
উপহাসি তাহে কেহ
দহিলে অন্তর দেহ
অরুণ নয়ন তার অগ্নি বরিষয়,
কি যেন করিত যেন থাকিলে উপায় !

দুর্ব্বৃত্ত নিরদয় দুষ্ট পাপ-মতি
দুরাচার করে যদি দুর্ব্বলের প্রতি—

ভীক সে কাঁপিতে থাকে,
যাতনা চাপিয়া রাখে,
কাতর নয়ন তার—দয়া প্রার্থনায়
অনুগত ভাবে যেন কাঁদিয়া কাঁদায় !

কেবলি ভৌতিক নহ তুমিরে নয়ন !
স্বাধীন মানসাধীন বিমুক্ত প্রবণ,
এই যেন ভাস ভাস,
এই যেন হাস হাস,
এই ছিলে সুধা পুর্ণ বিষে ভরা পুন,
একি চক্ষে কত রূপ বহুরূপী যেন !
দেখিয়াছি
উদাসী উদাস আঁখি লাবণ্য বঞ্চিত,
সেবক সাধনা অন্তে প্রেমে বিগলিত,
জ্যোতিষী যামিনী যোগে
মেলি নেত্র কি সম্ভোগে,
চোর চক্ষু সশঙ্কিত, পাপী নেত্র নত,
চতুর বিষয়ী চক্ষু চঞ্চল সতত।

ক্ষুধাতুর অন্নপানে যে নয়নে চাহে,
যে নয়নে চাটুকার উপেক্ষিয়া রহে,
বারাঙ্গনা যে নয়নে
রঙ্গ করে সঙ্গি সনে,

যে নয়ন নিরখিয়ে অদ্ভুত দর্শন
ভয়, ভক্তি, লাজ কিম্বা, করে প্রদর্শন।

আর

প্রিয়ার যে চক্ষু দুটী তাহাও দেখেছি,
কতবার সাধ পূরে কত কি ভেবেছি,
অনুরাগ মাখা তায়,
দেখিলেই মন চায়,
প্রাণ চায় লয়ে তারে কি করে না জানে,
আত্ম-স্মৃতি ভুলি যেন চেয়ে তার পানে।

নিশার আকাশে আরো চেয়ে চেয়ে দেখি,
এই রূপ পাশা পাশি জ্বলে দুটি আঁখি—
সুদূরে থাকিয়া তারা
এ দুটি দেখিয়া সারা,
নতুবা আসে না কেন নামিয়া ভূতলে,
কারা হারে কারা জিতে দেখি তাহা হলে।

দেখিয়াছি শত শত লতা মনোহর,
দেখিয়াছি তাহে কত প্রসূন সুন্দর,
এরা কি লতার ফুল?
কোথা সে লতার মূল?
তবু যেন দুটী ফুল একি লতিকায়
অপরূপ পরস্পরে হাঁসায় কাঁদায়!

কেবলি ভৌতিক নহ তুমি রে নয়ন!
স্বাধীন মানসাধীন বিমুগ্ধ প্রবণ,
এই যেন ভাস ভাস,
এই যেন হাস হাস,
এই ছিলে সুধা পূর্ণ বিষে ভরা পুন,
একি চক্ষে কত রূপ বহুরূপী যেন!

তোমাতে জগৎ ছবি হয় রে পতন,
ভাবি তাই হবে তুমি চিত্তের দর্পণ,
না দেখি অপূর্ব্ব হেন
দ্রুপিঠ সমান যেন,
বহির্ জগৎ তুমি দেখাও অন্তরে,
অন্তর নিগূঢ় ভাব ভাসাও উপরে!

কন্যাদায় হইতে কন্যা গুণে রক্ষা। *

কবে বা ভারতে সে দিন হবে!
কুমারী, পাঠিকা উপাধি লবে;
ঘুচাবে পিতার শৃঙ্খল পায়;
ফেলিবে উপাড়ি বিবাহ দায়!

* বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রীলোকদিগের পরীক্ষা দিবার নিয়ম হইবার পূর্ব্বে লিখিত হয়।

ত্রিপাশ উত্তীর্ণ কুমার পেয়ে,
চৌদিকে জনক তাকান চেয়ে ;
পুষিয়া পুত্তেরে আশার ভরে
সরামত হয়া গণনা করে।
ধনের লালসা বণিক হতে,
করেন ব্যবসা নূতন মতে ;
"পুত্রের" বিবাহ সম্বন্ধ এলে,
সম্মুখে অমনি তালিকা ফেলে,
বলেন—"দেখ হে দেবেত সব ?
নতুবা কেন বা বিনয় স্তব ?
এ মূলে বিকেনা এমত সুত,
গুণের ভাণ্ডার—লক্ষ্মীর "পুত" ;
তথাপি তোমার রাখিতে মান
দিলাম সামান্য তালিকা খান,
বিবিধ তালিকা আমরা রাখি,
"স্বীকার" আশয়ে বসিয়া থাকি ;
ধনীর কুমারী হইলে পরে ;
তুলায় তুলিয়া দুহিতা তারে,
রতন কাঞ্চন বসন দিলে,
তবু কি এমন জামাতা মিলে ?
দরিদ্র তোমরা দেবে কি আর ?
চাহিতে সরম না হয় কার ?

খাটা বাদে খাটি দ্বি শত ভরি
তোলিত রজত বাসনা করি,
কষিত কাঞ্চন অশীতি ভরি,
পিত্তল কাঁসার নাম না করি ;
"পাঁচ শ" টাকার বসন তায়
তবেই উদ্ধার পাবে এ দায়—
এ যদি তোমার অধিক হলো,
মেয়ের বিবাহ দায় কি বলো ?
যে জন কিছুই দিতে না পারে
ফিরিয়ে দেখুক অপর দ্বারে।"

কবে বা ভারতে সে দিন হবে !
কুমারী পাঠিকা উপাধি লবে ;
ঘুচাবে পিতার শৃঙ্খল পায়
ফেলিবে উপাড়ি বিবাহ দায় !

পাশের গুমর—"ডুমুর ফুল" ;
পাশীর "কেলেম" হইবে ভুল,
পাশিনী পাশীর হইবে তুলা,
ঘুচিবে পাশীর পিতার ফুলা ;
"মেয়ের" বাপের সুদিন হবে,
পাশীরা আসিয়া সাধিতে রবে ;

বিলাত ফেরত,   সি, এস্ ফাঁসা—
উকিল মোক্তার   অর্জ্জন নাশা—
বিলাতি ঔষধে   নিদান ধারী—
অথবা "বিউটি"   বিলাসাচারী—
উপাধি ভূষিতা   কুমারী—"ভাও"
বাড়াবে যেমন   রাজা বা রাও!
"খুয়া'য়ে খায়'য়ে"   পড়ায়ে ছেলে,
কি হবে তখন   ডিগ্রী পেলে?
ডিগ্রী ডিগ্রী   করিয়ে মর,
ডিগ্রী লইয়া   গলায় পর;
ডিগ্রী গুমুরে   বেড়াও কেঁপে,
ডিগ্রী ডিগ্রী   উঠিছ খেপে!
ডিগ্রী লইয়া   হবে কি শেষ?
ডিগ্রী আশয়ে   মজিল দেশ।
আপন ব্যবসা   ঠেলিয়া পায়,
ডিগ্রী লইতে   সবাই ধায়—
ডিগ্রী এখন   হয়েছে মেলা;—
বিফল ডিগ্রী—ছাড় এ বেলা—
ডিগ্রী লইয়া   ধুইয়া খাবে?
অন্নের উপায়   করিবে কবে?
দুঃখে দিন যায়   ভেবে দেখ ভাই,
দিনে খেটে আনি   রেতে খাই তাই;

টেক্সের জ্বালায় জ্বলিয়ে মরি,
বানিজ্য নামার "ডিউটী" ধরি,
সুলভ ছিল যা পাই না আর,
পাঁচ গুণ মূল্য হয়েছে তার,
স্বদেশ উৎপন্ন যতই শস্য,
বিশাল কপালী করিছে নস্য ;
"কাঁটায়" কাটায় টাকার আশে ;
তাই ত "উপন্ন" প্রত্যেক বাসে,
তাইত সর্ব্বত্রে "আকাল" ক্রমে।
কে হেন এমন ঘুচায় ভ্রমে ?

আমরা বাঙ্গালী বঙ্গের সুত—
কালের ঔরসে জন্মেছি "ভুত" ;
ডুবাতে বসিছি মায়ের নাম,
প্রত্যেক কার্য্যের ফেলেছি দাম ;
স্বজনে পুরিত গৃহস্থ মাত্র,
এখন ধনীই যতন পাত্র ;
স্বার্থের পূরণ কামনা বশে,
রসেছে রসনা কটুতা রসে ;
নতুবা কেন বা সোদর পর,
করিয়ে কলহ পৃথক ঘর ?
গুরুর আদেশ অবজ্ঞা করি,

বনিতা বাণীতে শিহরে মরি !
নহিলে কেন বা প্রবৃত্তি হেন ?
পাঁঠা পাঁঠী কেনা বেচা এ যেন !
বাণিজ্য করিতে শিক্ষানবিস,
সুখের সোহাগে ছড়ায়ে বিষ—
দেখিয়া বিষাদে কন্যার পিতা—
সহর্ষে সাজায়ে তাহার চিতা,
সর্ব্বস্ব সম্পত্তি একত্র করি,
সম্মুখে আনিয়া রাখিলে ধরি ;
তথাপি "বেহাই" মন না ভরে,
হায় কি হতেছে হবে কি পরে ?
আর ত বাঙ্গালী সমাজ নাই।
সমাজ আপত্তি ঘুচেছে তাই ;
তাই ত সকলে যথেচ্ছাচারী ;
উপকারী প্রতি অহিতকারী ;
পরের যাতনা হকু না কেন ?
আমি দুঃখ তায় পাইব কেন ?
অপরে মারিয়া বাড়াব কোষ,
কি করে তাহার রোষ বা তোষ ?
এই ত কামনা প্রবলা অতি,
তাই ত ভারতে এ দুরগতি।

"সভ্যতা" "সভ্যতা" যুবার মুখে,
বৃদ্ধের হৃদয় ফাটিছে দুখে ;
ডুবুক সভ্যতা কপালে ছাই !
ছেলে কেনা বেচা ডুবুক তাই ;
ডুবুক ভারত তাবৎ লয়ে,
কি কাজ অবোধ সন্তান বয়ে ?
ডুবুক জননী ডুবুক পিতা,
ডুবুক সন্তান ডুবুক সুতা,
ডুবুক সোদর ডুবুক ভগ্নী,
ডুবুক পুরুষ ডুবুক পত্নী,
ডুবুক সজন ডুবুক বাস,
ডুবিয়ে সকল যাউক নাশ,
তথাপি ধর্ম্মের রহিবে জয়,
সেও ত কখন অশিব নয় ?

কবে বা ভারতে সে দিন হবে !
কুমারী পাঠিকা উপাধি লবে ;
ঘুচাবে পিতার শৃঙ্খল পায়,
ফেলিবে উপাড়ি বিবাহ দায়।

জনক জননী সজল আঁখি,
কুমারী দুহিতা আবাসে রাখি,
অন্তরে অন্তর দহন করে,

স্থাবর স্ত্রীধন   করিয়া পণ,
সুপাত্র-পিতার   পায় না মন,
সস্নেহ সন্তানে   দুহিতা বলে,
হাত পা বাঁধিয়ে   ফেলিবে জলে,
এই কি উন্নতি   পশিল দেশে?
এই কি বিদ্যায়   ফলিল শেষে?
এতেই গৌরব   আমরা ধরি?
এতেই টাইটল   মাথায় পরি?
এতেই আমরা   "আমরা" নই?
এতেই আমরা   "সাহেব" হই?

কবে বা ভারতে   সে দিন হবে!
কুমারী পাঠিকা   উপাধি লবে;
ঘুচাবে পিতার   শৃঙ্খল পায়,
ফেলিবে উপাড়ি   বিবাহ দায়?
কবে রে মহিলা   পাইয়া শিক্ষা,
পুরুষ সমাজে   দিবে যে দীক্ষা?
কবে বা পুরুষ   চেতনা পাবে?
কবে এ পদ্ধতি   উঠিয়ে যাবে!

———

মৃত্যু।

সকাল বিকাল যায়,   নিশি যায়, দিবা যায়,
যেই আসে সেই যায়,   আমি কেন যাই না ?
সেই ত রে আগে পাছে,   সবার(ই) নিধন আছে,
মরণে সাধিয়া তবে   আজ(ই) কেন পাই না ?
কেন রে মরণ তোর   ভাঙ্গে না মোহের ঘোর ?
বন্দী হয়ে হলি চোর—লুকাইলি মুখ রে !
অসার জীবন যায়,   ডাকে তোরে বার বার,
ভাঙ্গিবি হৃদয় তার   তোর কিসে দুঃখ রে ?
কেন মায়া তোর প্রাণে ?   তোরে ত সবাই জানে
অস্নেহী মমতা-শূন্য   নিরদয় বলিয়া,
জননীর কোল হতে   কেড়ে ল'স্ শিশু সুতে,
কি করে মায়ের প্রাণ   দেখিস্ না ফিরিয়া !
দম্পতি যুগল, হায়,   কোথা সুখে নিদ্রা যায়,
সহে না রে তোর প্রাণে   ল'স একে কাড়িয়া—
পতিপ্রাণা অবলারে   কাঁদা'স্ বিধবা ক'রে
শূন্য ঘরে কারাগারে   রাখি তারে পুরিয়া !
কখন রমণী হরি   কার গৃহ শূন্য করি
প্রহারিস্ অগ্নিশেল   সে পতির উরসে !
কভু পিতা মাতা হরি   শিশুরে অনাথ করি
কাঁদাস্ বসায়ে পথে,   হেরিস্ তা হরষে !

এসব করিতে তোর বিলক্ষণ আছে জোর—
কেন তবে অধিকার নাহি আমা ছুঁইতে ?
তবে কি "নিদয় কাল বাছেনাক কালাকাল"
মিছার কথার কথা পাই মাত্র শুনিতে ?
অথবা "অসার" বলে ফেলে তুই যা'স্ চলে ?
যা'স্‌নে যা'স্‌নে মৃত্যু করি তোরে মিনতি—
রাজার ভাণ্ডার ডাকে—ভাল মন্দ দুই থাকে,
তোরও রত্নাগারে আমি রব তেমতি !—
আমিরে জগৎ ছাড়া, পেয়েছি কপাল পোড়া,
মন্থিলে অমৃত আশে গরল(ই) যে পাইরে;
মুখে মেখে চুণ কালি, দু হাতে বাজায়ে তালি,
ফিরে ঘুরে সেই পথে তবুও যে যাইরে !
জন্মিয়া অবধি আশা, হৃদয়েতে নিল বাসা,
ক্রমে ক্রমে হৃদয়েরে আশাময় করিল—
দুখের শর্ব্বরী এলে, ভরসা প্রদীপ জ্বেলে,
আশা তেল ঢেলে ঢেলে, এত কাল কাটিল—
ক্রমে যত দিন গেল, সে তেল ফুরায়ে এল,
নিবু নিবু শিখা হ'ল তৈল সেক বিহনে—
কে বাদ সাধিল হায়, ঢেলে দিল জল তায়,
ভেসে গেল তেল বিন্দু, রহিল না জীবনে !
হৃদয় আঁধার করে, নিবিল প্রদীপ ওরে,
হুতাশন বাষ্প তায় অমনি যে ভরিল,

সে জল আগুন হয়ে, সে অবধি প্রাণ দহে,
বুকের ভিতর-খানা শুধু ফাক করিল !

* * * *

বলে না যৌবন কাল, জীবনে "বসন্ত কাল"—
নূতন উদ্যম সনে নব নব বাসনা—
আশা বৃক্ষে মনোহর, ফুটায় কুসুম থর—
বাঞ্ছিত ফলের পাকে দেয়নাক যাতনা ?
অদৃষ্ট প্রসন্ন যায়—মুট মুট ফল পায়,
আমাতে প্রসন্ন নয় একটিও পাইনে !
ফলিলে যৌবনে ফল, কে ত্যজিত তাহে বল ?
নহে সে যৌবন মম—এ যৌবন চাইনে !
অদৃষ্ট বা রোষ করি, আমার সে ভাগ হরি,
লুকায়ে বিলায়ে দেয় যারে ভালবাসে রে !
ছাড়িতে ভাণ্ডারী তাই, এখন(ই) মরিতে চাই,
বৃথায় থাকিব কেন হেন কারাবাসে রে ?
কান্ পাতি ধরাতলে, শোন্ কে এ কথা বলে,
ভেবে দেখ্ কার(ও) মুখে শুনেছিলি কখন ?
কার দায় পড়েছিল, তোরে গিয়া সেধেছিল,
বলেছিল গলাধরে করেছিল রোদন ?

* * * *

আমি রে এ ধরাধামে, পবিত্র মনুষ্য নামে,
দিয়াছি কেবল(ই) কালি বৃথা জন্ম ধরিয়া—

ভাবি নাই একবার, কোথায় ছিলাম কার,
কেন হেথা পুনর্ব্বার জন্মিলাম আসিয়া।
কে সৃজিল বিশ্বরাজ্য, দিল ও মোহন সাজ,
কোটি কোটি পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন করিয়া—
অসদৃশ পরস্পরে, স্বীয় রঙ্গে শোভা ধরে,
কার হেন গুণপনা দেখি নাই ভাবিয়া!
চলিত ভারতী যাহা—শুনেছি ভুলেছি তাহা,
দেখি নাই পত্র খুলে ছত্রে কিবা রয়েছে,
অহঙ্কার মোহাবেশে, মুগ্ধ রয়ে অবশেষে
পারত্রিক কথা সব মিথ্যা ভান হয়েছে!
জগতে কেবল আমি—আমিই জগত স্বামী—
করিতে প্রভুত্ব হেন সততই কামনা—
কিন্তু সে ক্ষমতা কই? নিরাশে বিষাদে রই,
কেন নাই তবু কই, হয় মনে ভাবনা!
"অদৃষ্ট" "অদৃষ্ট" করি, কেবল(ই) কাঁদিয়া মরি,
ভাবিনাক বিধাতারে যে অদৃষ্ট লিখেছে—
যাহার হাতের লেখা, কপালে অদৃষ্ট রেখা,
যাহার প্রসাদে পর সে অদৃষ্ট পেয়েছে!
কপালে পাথর চাপা, অথবা কপাল ফাঁপা,
ধরেছি কপাল আমি বিফল এ জনমে—
যাহে আমি দিই হাত, তাহে হয় বজ্রপাত,
পদে পদে অগ্নি শেল সহিতেছি মরমে!

*   *   *   *

চাহিয়া জননী পানে পেয়েছি বেদনা প্রাণে !
আমার মায়ের দশা কেন হেন রয়েছে !
নাহিক বদনে ভাতি, ঝরে আঁখি দিবা রাতি,
কপোলে এখন(ও) দাগ উহু মরি রয়েছে !
জ্বলিছে অন্তরে জ্বালা, মাঝে মাঝে শ্বাস ফেলা—
বুক ভরে উঠে যাই চাপা কি তা যায় রে ?
ভাবেন জননী, হায় ! আমি কি বুঝিব তায় !
আমি কি বুঝিব তায় ? হায় হায় হায় রে !
আমি যে মায়ের সুত জন্মিয়াছি অদ্ভুত,
পারি না মায়ের দুঃখ ঘুচাইতে হায় রে !
অশ্রু জলে আঁখি তারা নিরখিয়া হই সারা,
প্রাণ পণে পারি কই মুছাই তাহায় রে ?
কবে বা মায়ের হেতু বাঁধিব সুখের সেতু,
সে মুখে সুখের হাসি কবে হাসাইব রে !
আমি যে সন্তান তাঁর—সে নামের কবে আর
স্বার্থকতা সাধি সবে ভবে দেখাইব রে ?
হবে না হবে না পূর্ণ হয়েছে সে আশা চূর্ণ !
আমা হতে জননীর কোন সুখ হ'ল না !
ছলিতে আসিয়া ভবে ছলেছি স্বজন সবে,
এখন(ও) ধরিয়া ভবে আর কেন ছলনা ?
গেল চিত্ত প্রফুল্লতা, যাক আর চাহিনা তা—

ধন মান যশে আর প্রয়োজন নাই রে,
আমার যা নাহি হেথা—কে দিবে তা, পাব কোথা
পাইলে সে বিধাতারে চাহিতাম তাই রে!
লয়ে তোর্ কোল পাতি কর্ রে তাদের সাথি
আমার মতন যারা ধরেছিল জীবন—
বৃথায় জনম লয়ে, মায়েরে যাতনা দিয়ে,
ভুলে গেছে ভব লীলা নাহি মাত্র স্মরণ!
মানব জনম জানি, সার্থক পুণ্যাহ মানি,
মরের মরিতে সাধ সাধে কি তা হয় রে?
মনে সে করিলে সাধ, কাল যদি সাধে বাদ,
কোন্ সাধে, কোন্ আশে, কোন্ মুখে রয় রে?

*   *   *   *

ল'স্ যদি তবে কই, আমার জননী তুই—
প্রসূতি জননী আর ভারত জননী রে—
উভয়ের আঁখি তারা—কেঁদে কেঁদে জ্যোতি হারা,
অনাথিনী কাঙ্গালিনী বিধবা রমণী রে!
দু'য়েরি বার্দ্ধক্য দশা, দু'য়েরি ফুরায় আশা,
দু'য়েরি হৃদয় ব্যথা হেরি নেত্র-মুকুরে—
দু'য়েরি বুকের' পরে বিষাদ দলন করে,
দু'য়েরি বাসনা হায় শুকাইছে অঙ্কুরে!
"ধরি গর্ভে কুলাঙ্গারে দিল্ কুল ছারে খারে"
শুনাইয়া দু'মায়েরে সবাই সে কয় রে!

রিপুর পীড়নে হায়, দুই বুক ফেটে যায়—
আসে পাশে উপহাসে—প্রাণে কি তা সয় রে ?
তাহে যে হৃদয় টুটে—কন্'না তা মুখ ফুটে !
আমি কি অবুঝ ওরে পারিনা তা বুঝিতে ?
সংসার সংগ্রামে পশি, চৌদিকে নিরাশ মসি—
কে হেন সাহসী তায় পারে গিয়া যুঝিতে ?
যে পারে—দৈবের বলে ; দৈবই আমায় ছলে,
তবে আর কার বলে বলীয়ান হইব ?
হতাশ সুতীক্ষ্ণ বাণ প্রাণে করে খান খান—
করিয়াছে কত বার কত আর সহিব ?
তাইত কৃতান্ত তোরে, অজেয় ভাবিয়া ওরে
সাধিতেছি এত করে, ধরিতেছি পায় রে,
এ দেহ বন্ধন হতে পরাণ ছিঁড়িয়া লতে,
ফিরাতে ভূতের বোঝা ভূতের(ই) মাথায় রে !
কেন বা রাখি এ দেনা, যার দেনা ফিরে দেনা,
কখন(ও) ফিরাবি যদি আজি ফিরে দেনা রে—
কার(ও) ত না কর হিত—কাঙ্গালের সাধি হিত,
"অন্তিমের পুরোহিত" নাম কিনে নেনা রে।
জন্মেছি গরভে যাঁর, দেখিব যন্ত্রণা তাঁর ?
তাঁহার দুঃখের কথা উড়াইব হাঁসিতে ?
এই কি আমার ধর্ম্ম—? এই কি আমার কর্ম্ম ?
স্থূলতে ত শুদ্ধ হব পিণ্ড দিয়া কাশীতে ?

যে চায় সে পিণ্ড দিক; আমি মনে জানি ঠিক,
জীবন্তে জননী সেবা যে জন না করিল—
ধিক্ জন্মে, ধিক্ তারে, ধিক্ তার অহঙ্কারে,
কিবা আসে যায় হেন জন্মিল বা মরিল!

*   *   *   *

আকাশে তারকা ফোটে, উজ্জ্বলিয়া জ্যোতি ছোটে,
কাননে কুসুম ফোটে ছোটে গন্ধ তাহার—
সুকৃতী পেয়েছে যারা ফুটিছে সংসারে তারা,
সৌরভ গৌরব কীর্ত্তি করিতেছে প্রচার—
মাতৃ ভূমি তরে গিয়া, রণ ক্ষেত্রে বুক দিয়া,
যুঝিছে অমর সম নাহি চিতে আশঙ্কা!
আপন শোণিত পাতে রিপুরে নাশিয়া হাতে,
উদ্ধারিবে জন্ম ভূমি এই মাত্র আকাঙ্ক্ষা!
লইয়াছে কেহ ব্রত বাঁটিতে সম্পত্তি যত
দীন দুঃখী কাঙ্গালের ভরণ পোষণে রে,
দুরভিক্ষে অন্ন দানে বাঁচাইছে লক্ষ প্রাণে—
সফল জনম তার, ধন্য সে জীবনে রে!
কেহ করি স(ও)দা গরি, তুলিছে ভাণ্ডার ভরি,
ঢালিছে রতন রাজি মায়ের চরণে রে,
লইয়া স্বজন গণ তুষিছে মায়ের মন,
দেখিছে মায়ের হাসি বিকাশ বদনে রে!
তীর্থে তীর্থে পর্য্যটিয়া মা'র নাম প্রতিষ্ঠিয়া

কুলের মর্য্যাদা কেহ করিতেছে ঘোষণা,
তা নাই আমার ভালে ! তবে কেন মৃৎ-জালে
বৃথায় আবদ্ধ হয়ে রই হেথা বল না ?
তাই বলি ওরে কাল, কেন বৃথা হর কাল ?
সুহৃদ হইয়া হর মোর এই জীবন !
ঘুচাও হৃদয় ব্যথা ! এ তব গুণের কথা—
রবেনা রবেনা ওরে রবেনা রে গোপন !
বিবেক বাসনা লয়ে জন্মেছি মনুষ্য হয়ে,
সে বাসনা সে বিবেকে কোন্ ফল ফলেছে ?
দাসত্ব শৃঙ্খল হতে আর্য্য সুতে উদ্ধারিতে,
কই মার মুক্তি হেতু এ পরাণ গিয়েছে ?
কার দুঃখে কাঁদিয়াছি, কার অশ্রু মুছায়েছি,
কার ভাল করিয়াছি, আমার এ জীবনে ?
আমি যে আছি এ ভবে কে জেনেছে বল কবে,
কে জেনেছে প্রাণ মম, কে বুঝেছে মরমে ?
ভিখারীর মুখ দেখে রেখেছি বদন ঢেকে,
পাছে তারে মুষ্টি অন্ন দিতে হয় চাহিলে—
পরের মঙ্গল সাধা, সে ত রে সুদূর কথা !
কার না করেছি মন্দ অবসর পাইলে ?
ভুলে গেছি হিতাহিত, করিয়াছি কলঙ্কিত
ছিল যে পবিত্র প্রাণ—রাখিনি তেমন রে—
নাহিক ভরসা আর—সঞাশ জীবন সার—

রয়েছে অসাড় দেহ   পড়িয়া এখন রে !
আর(ও) যদি রহি, তবে,   কি হইতে কি যে হবে
না জানি স্বপনে   তাই মরিতে রে বাসনা—
এ হতে অভাগা হয়ে,   অধম প্রকৃতি লয়ে,
পাছে রে বাঁচিতে হয়—হইতেছে ভাবনা !
তাইত কৃতান্ত তোরে—অজেয় ভাবিয়া ওরে—
সাধিতেছি এত করে,   ধরিতেছি পায় রে,
এ দেহ বন্ধন হতে,   পরাণ ছিঁড়িয়া লতে,
ফিরাতে ভূতের বোঝা—ভূতের(ই) মাথায় রে !

*   *   *   *

ভাবি, কেন বেঁচে থাকি ? কোন আশে প্রাণ রাখি ?
নারীর প্রণয়ে আর   কত কাল কাটিবে—?
পুরাণ প্রেমের পথে,   বঙ্গ কবি রঙ্গ মতে
যাতিছে গাইছে, শুনে,   কে না বল হাঁসিবে ?
বহিছে বিলাস স্রোত—ভাসায়ে শরীর পোত
কালের তরঙ্গে কত   হাবু ডুবু খাইছে,
ডুবিয়া ডুবিয়া ভাসে,   ভাসিয়া নির্লজ্জ হাসে,
জানিনা রে কোন্ আশে   কূল পানে চাইছে !
সে কূল কি আছে হায় !   মধ্যাহ্ন মরীচি প্রায় !
তবু সেই দিকে ধায়   কোলাহল করিয়া,
জন্মেছে যে জাতি কূলে,   মনে তা নাহিক ভুলে ;
মিছা যত্ন সাঁতারিয়া   পাবে কূল ভাসিয়া !

গড়ান পাথর কবে   শৈবালে আবৃত হবে ?
আর্য্য সুত তার(ই) মত   গড়ায়ে বেড়ায় রে !
যাই দেখে নব-তর,   তাই করে ধর ধর,
অসার ধরিছে কত   হায় হায় হায় রে !
এইত বড়র গতি—বিদ্যাবান পাপমতি—
ধনবানে অধঃগতি—কত আর দেখিব ?
একেত নিরাশ, তায়,   দেখে বুক ফেটে যায়—
কত কাল এ বেদনা   বুকে করি রাখিব ?
বুঝেছি ভারতে তাই,   ভারত সন্তান নাই !
তাই আমি যেতে চাই   তাহারা যেথায় রে—
বলি গিয়া মার কথা,   হেথায় চলিত প্রথা,
কাঁদি গিয়া প্রাণ ভরে   গলায় গলায় রে !

স্মৃতিপট।

জীবন বসন্তে, হেমন্ত নিশান্তে,
একদিন প্রিয়া সরলা দুখিনী
ধরি মম কর প্রেমে মাতোয়ারা
নির্জ্জন সেথায় চলিতে ছিল—

প্রান্তরে প্রান্তরে, একে সঙ্কীরণ
বন্ধুর সে পথে, জ্যোতি হীন হবে
ডুবু ডুবু চাঁদ সুদূর পশ্চিমে,
ঝরু ঝরু বায়ু বহিতে ছিল—

কোন শাখি'পরে জাগি কোন পাখি
সুমধুর গানে গগণ ভরিয়া,
তরু'পরে যত ছোট পাতা গুলি
হেলে দুলে তারে ডাকিতে ছিল—

নৈশ গগন অযুত নয়নে
অনাথের সনে অনাথিনী পানে
চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
তড়িৎ-আসার ফেলিতে ছিল—

হেথায় হোথায় ঝুপ্সি আঁধার
লতা পাতা বেড়ি ধরি নানাকার
যেন কত হায় ভয় দেখাইয়া
প্রিয়া সনে রঙ্গ করিতে ছিল—

পট্ পট্ ধ্বনি কভু বন মাঝে,
শোঁৎ শোঁৎ শব্দ মাথার উপরে,
প্রিয়া সেই সেই মিছার আতঙ্কে
চমকি চমকি উঠিতে ছিল—

চলা সাধা নাই, কোমল চরণ—
সদা হর্ম্ম্যতল প্রাঙ্গণ ভূষণ,
কঠিন মাটিতে হাঁটিতে হাঁটিতে
পড়িতে পড়িতে উঠিতে ছিল—

তথাপি প্রিয়ার প্রফুল্ল বদনে—
কোমলতা ছাঁচে সরলতা ঢালা—
দুখানি অধর নাড়িয়া নাড়িয়া
মৃদুল বচন সরিতে ছিল!

সে হেন সময়ে, সে হেন প্রান্তরে,
কতই আমোদ প্রিয়ার অন্তরে—
কত সাধ মম কত আশা মনে
ধীরে ধীরে চিতে উদিতেছিল!

কভু পথে বসি কোলে বসাইয়া,
কত হাসি হাসি তারে হাসাইয়া
কতবার তার গলা জড়াইয়া
অভাগা অন্তর জুড়ায়েছিল—

* * *

তৃণের কুটীরে কাটি সুখে দুখে
আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না,
ভয়ও ছিল না, চিন্তাও ছিল না,
আজিকার দশা ছিল না জ্ঞান—

আহার, বিহারে, আমোদ, কৌতুকে,
উপকথা লয়ে হাঁসিয়া কাঁদিয়া
প্রকৃতির মাঝে দুইজন মোরা
পরস্পরে ছিল এক মনঃপ্রাণ—

যায় দিন—যায় যথা সবাকার—
এক রাতি তায় আইল এমন,
শায়িত শয্যায় অঘোর নিদ্রায়
উরসে উরস রাখিয়া তার—

চোর্ চোর্ শব্দ পশিল শ্রবণে
চমকি উঠিয়া চকিতের প্রায়
ক্ষীণ দীপালোকে চাহিয়া চৌদিকে
মিছার আতঙ্ক ভাবিনু সার—

তখন প্রিয়ার কম-কলেবর
এলান ভঙ্গিমা ঘুমের ঘোরে,
তখন প্রিয়ার নয়ন, অধর,
আধ আধ আধ মুদিত করে,

তখন প্রিয়ার কপোলে কপোলে
মাঝে মাঝে আসি হাসিছে হাসি,
কাঁপায়ে অধর কাঁপায়ে কপোল
যেন হে স্বপন খেলিছে আসি,

তখন প্রিয়ার বদন চন্দ্রিমা
মুদিত বিকাশে মধুরতর,
লঘু মেঘে ঢাকা শরতের চাঁদ
দেখিতে যেমন সুন্দরতর!

তখন প্রিয়ার দুকুল খসিয়া
উরস ত্যজিয়া পড়িয়াছিল,
বসন্ত কি সেথা ফুটায়ে কলিকা
গৌরবে বিরাজ করিতেছিল !

শিখর নধর উন্নত যুগল
সুবর্ণ শেখরে সুনীল ছটা
পূরণ আয়ত্ত পরস্পরে যেন
গরবে গরবে বাড়ায়ে ঘটা !

বাম উর তলে বুকের ভিতরে
ধুকু ধুকু প্রাণ করিতেছিল,
হোক্ গুরুভার, বুকে করি তায়
সোহাগে কত কি কহিতেছিল ।

কহিতে আছিল আপন ভাষায়
কার সাধ্য বুঝে ! তা কি বুঝা যায় ?
পরাণের কথা পরাণ(ই) জানে তা
তাই এ পরাণ বুঝিয়াছিল—

"নারীর পরাণ নিরেট পাষাণ
কেননা সতত ভারেতে চাপা ?
তাই যদি হয় পুরুষ হৃদয়
তার বিনা কেন হয় না কাঁপা ?

"কেন হে দেখনি কোমল লতায়
জনমিতে কভু পাষাণ থেকে ?
কুসুমিত লতা কোমল শৈবাল
রয়েছে দেখ না পাষাণে ঢেকে,

"ভূধর গরভে বিবিধ রতন
অতল তাই ত গরজি মরে,
নাহি দেয় যদি আসিয়া জলধি
ক্রোধ ভরে তারে ডুবায়ে ধরে,

"পুরুষের চোখে অবিরত জল
নারীর পরাণ করিতে চুরি,
একটুতে যারা নিজে দেয় ধরা
পরশিলে তার অপূর্ব্ব পুরী"

এমন সময়ে শিহরিয়া প্রিয়া
আচম্বিতে উঠে রোদন করি,
'কেন কেন' বলি খপ্ করি তারে
বুকেতে করিয়া তুলিয়া ধরি।

ঢুক ঢুক প্রাণ মম প্রাণে বাজে,
কঠিন চাপি সে ধরিল মোরে,
ফেলি দীর্ঘ শ্বাস, মেলিল নয়ন,
ফুটিল বচন ক্ষণেক পরে—

"ছিনু আমি শুয়ে তব কোলে নাথ,
রেখে কেন একা উঠিলে বল?
স্বপন দেখে যে কেঁদে মরি আমি—
হুঁ-তা-তুমি-কেন- উঠিলে বল?"

প্রেম-আব্দার কার নাহি সহে
এই আবদারে পাগল সবে,
সেই আব্দার মরি মরি আর (ও)
কত কাল মনে জাগিয়া রবে!

রাখ রাখ স্মৃতি পরি কণ্ঠে তব—
রতন ভূষণে যতনে রেখো—
বিধি না করুন—প্রিয়ার বিরহে
মাঝে মাঝে ওরে তুলিয়া দেখো!

*　　*　　*

আর একদিন ঋতুরাজ যবে
কুসুম কাননে বিরাজি ছিল,
ফুটাইয়া ফুল লুঠিয়া সুরভি
মৃদুল মলয় বহিতে ছিল,

ঝাঁকে ঝাঁকে অলি ফুলে ফুলে বসি
কাকুতি মিনতি করিতেছিল,
শাখি পরে পিক মধুর গাইয়া
জগতে বসন্ত ঘোষিতে ছিল।

বিরহিনী বালা কাঁকেতে কলঙ্গ
সরোবরে হায় যাইতেছিল
পতির বিরহে মরমের দাহে
আঁচলে নয়ন মুছিতেছিল,

প্রিয়া সে আমার বিরহ বিধুরা
তরুমূলে বসি কাঁদিতে ছিল,
একাকিনী হেরে, তরঙ্গিণী, তীরে
কুলু কুলু রবে কহিতে ছিল—

দেখাইয়া তারে প্রেম বলে কারে
একাধারে গেল জীবন তার—
"জলধি উথলি আসে আগুয়ান
কভু কি শুধিতে প্রেমের ধার ?

"হায় ! পুরুষের মায়া কিছু নয়
শত ধারা তায় বহিয়া থাকে,
লয় মন প্রাণ অবলার, হায়,
'দেব দেব' বলে আশয়ে রাখে"।

সহিল না আর গালি দিয়া প্রিয়া
তীর পরিহরি আবাসে ফিরি,
লিখেছিল পত্র—দুই চারি ছত্র
এখন হৃদয়ে দেখ হে চিরি—

"গঙ্গা সর্ব্বনাশী বলে গেল মোরে
পুরুষ প্রণয় মরীচিকায়
আশা হয় সার, কুল, মান, আর
রমণীর নাকি পরাণ যায় ?
"নিদয় পুরুষ, বলে সে অভাগী ?
তুমি ত আমার নিদয় নও—
মন ভাঙ্গা ভাঙ্গি ? যাব তব পাশে
যদি তুমি নাথ বিদেশে রও"

*　　*　　*

হায় সে আমোদ, সে হেন কৈশোর,
কৌমুদী সে নিশি কেন হল ভোর !

*　　*　　*

মিশাইয়া প্রাণ ভাগাভাগি করি
আধ আধ তার দুই দেহে ধরি,
মানস নির্ম্মিত সাধের আবাসে,
চৌদিকে বসন্ত, শরৎ আকাশে,
কাননে কুসুম সুরভি ভরিয়া,
নির্ম্মল জোছনা তাহাতে মিশিয়া,
বহিয়া মলয় মাঝে মাঝে তায়
আনি সে সুরভি ছড়াইত গায়,
কখন মধুর ভ্রমর ঝঙ্কার,
পীকবর গীত মাঝে মাঝে তার,

নিবাসি কাননে ভুলি বাহ্য জ্ঞান,
প্রণয় পীযুষ করিতাম পান,
পাইতাম সুখ ভুলিতাম দুখ,
হেরে সে আমার আমি তার মুখ—

* * * *

কখন কাননে কুসুম তুলিয়ে
ধরাতলে তার বিছানা বিছায়ে
করিয়া শয়ন চাহি ঊর্দ্ধ পানে
ধরিতাম গীত দোঁহে এক তানে,
সমীর ছুটিয়া লুপিয়া লইত
পিঠে করি তায় কতই নাচিত,
আগেতে মাখিয়া আপনার গায়
মাখাইত গিয়া পাতায় পাতায়,
পর্ব্বত শেখরে, গহ্বরে গহ্বরে,
আকাশে আকাশে বাজাইয়া তারে,
শশীর রজত কিরণ-ধোউত—
তরঙ্গিণী জলে লইয়া ফেলিত,
আবার তুলিতে চাহিত সে যাই
সলিল সহস্র কর তুলি তাই
চাহিত ধরিয়া রাখে সে তখনি,
কিন্তু শশধর উপরে অমনি

সুধা সূত্রে বাঁধি ঊর্দ্ধপানে টানে;
উঠে বীচিদল সঙ্গীতের সনে,
সমীর নিদয় আঘাতে মাথায়,
পড়ে ঘুরে তারা মাথায় মাথায়—
ছাড়ায়ে সলিল আকাশে তুলিয়া
ছুটিত সমীর আয়ত্বে পাইয়া,
তখনি সঙ্গীত বাজিত মধুর,
শৃঙ্গে শৃঙ্গে যেন ধরি তার সুর,
গিরি গুহা তায় পঞ্চমে তুলিয়া
ধ্বনিত করিত চিতেন ধরিয়া,
ভরিত মেদিনী, ভরিত গগণ,
বনের কুরঙ্গী করিত শ্রবণ,
শুনিত সাপিনী ফণা দুলাইয়া,
শুনিত করিণী দুলিয়া দুলিয়া,
চকোরী নীরব মাথার উপরে,
ঝিঁঝিঁও নীরব বিবরে বিবরে,
গগণে তারকা তারাও শুনিত,
মাঝে মাঝে তারা খসিয়া পড়িত,
অবাক সে শশী চাহিয়া থাকিত,
তাই হেরি প্রিয়া কতই হাসিত !
শত শশী মিলি করিলে জোছনা
সে হাসির তবু হবেনা তুলনা,

জোছনায় ফুল্ল জোছনা সমান,
হেরিতাম তার হারাতাম জ্ঞান,
ভাবিতাম, কিন্তু—বিধির ছলনা—
আমার কপালে সে হেন ললনা।
সে হেন সৌন্দর্য্য, সে হেন হৃদয়,
সে হেন শীলতা, সে হেন প্রণয়,
সে হেন সুঠাম, সে হেন যৌবন,
সে হেন সকলি মনের মতন !

*　　*　　*

এক দিন তাই ভাবিতে ভাবিতে
ত্রিযাম নিশায় উদাসীন চিতে
উপবনে হায় পশিলাম গিয়া,
বহিল আসার দুই নেত্র দিয়া,
কাঁদিলাম কত ভেবে ভেবে তাই,
ভেবে ভেবে—পাছে তাহারে হারাই !
তখনি গগনে তারকা খসিল,
তখনি কৌশিক কাঁদিয়া উঠিল,
তখনি হাঁচির শবদ্ সুদূরে,
টিক্ টিক্ টিক্ মাথার উপরে,
তখনি বাঁচোখে পাতাও নড়িল,
তখনি মনেও অশুভ গাইল,

তখনি কে যেন কহিল আসিয়া—
বিকাশি দশন, বিকট হাসিয়া—
"বড় সুখে তুমি রয়েছ এখন,
চির তরে সুখ রবেনা কখন"
তড়িতের বেগে, তাহার কথায়,
ছুটিল শোণিত পা হতে মাথায়;
থর্ থর্ থর্ তনুও কাঁপিল,
চিন্ চিন্ চিন্ ধমনী বাজিল,
ডুপ্ ডুপ্ ডুপ্ বুকের ভিতরে,
টং টং টং মজ্জার মাঝারে,
শুকাইল কণ্ঠ, শুকাল অধর,
দেহ অভ্যন্তরে কারারুদ্ধতর—
হায় হায় হায় রহিলাম স্থির
সহিলাম শাস্তি শত পাতকীর!
নিশার স্বপন জাগ্রতে যেমতি—
মুহূর্ত্তে সকলি বিলুপ্ত তেমতি!
হইলে স্বপন বলিতে অসার
হ'ত সত্য কিন্তু কপালে আমার।
কেমন যে ভয় রয়ে গেল মনে,
সে অবধি যদি থাকি প্রিয়া সনে—
হাসি, কথা কই প্রেম আলাপনে,
অমনি যে তাই পড়ে যায় মনে,

অধরের হাসি অধরে শুকায়,
কণ্ঠের যে কথা কণ্ঠে তা লুকায়,
নয়নের জ্যোতি সরে যায় কোণে,
কহিবার কথা রয়ে যায় মনে,
জলে ভোরে আসে দুই চক্ষু মোর
যত মত খাই চিতে চিত চোর !

*　　*　　*

আমার যে দুখ পরে কি বুঝিবে,
আমার মতন পরে কি কাঁদিবে ?
অন্তরে অন্তরে শিরায় শিরায়
দিবা বিভাবরী মরি যে জ্বালায় !
বিচ্ছেদের জ্বালা—আশা শীতলিত,
অভিমান জ্বালা—আদর বিসিক্ত,
অপমান দুখ, দারিদ্রের জ্বালা,
অথবা ব্যাধির, এ বেলা ও বেলা—
যমের যে জ্বালা নিরাশায় সয়
আমার যে জ্বালা কহিবার নয় !
নহে তা বিচ্ছেদ, নহে অভিমান,
নহে দুখ, রাগ, নহে অপমান,
ব্যাধি ? তা (ও) নয়, শোকের—বালাই—
জ্বালা মাত্র পাছে প্রিয়াকে হারাই !

সমাপ্ত।

সত্যনিষ্ঠা! সহিষ্ণুতা কোথায় সে সব!
যত দেখ যত শিখ,   সেরূপত হবেনাক,
তবে কেন কথা পুনঃ? হওরে নীরব!
পরের উচ্ছিষ্ট খেয়ে,   তাই পুন উগারিয়ে,
আপনি আপনা ভুলে করিছে গৌরব।
আগুনে পুড়েনা আর   তপস্যা করহ সার,
তপোবলে বহ্নি ক্রীড়া হইবে উৎসব;
তা হলে পেতেও পার পূর্ব্বের বৈভব;

ভুবনমোহিনী দেবী।

এই কি ভারত।

এই কি সে দেশ আহা এই কি সে দেশ!
সুন্দর নন্দনবন, সাহিত্যের খনি
কল্পনার রঙ্গভূমি বিনোদ ভাণ্ডার?
কবিতা নিকুঞ্জবনে দেবর্ষি যেখানে,
মাতিয়া গায়িতা গীত অনন্ত সুস্বরে
ত্রিতন্ত্রী নিস্বনসহ, মূর্ত্তিমতী হয়ে
ছত্রিশ রাগিণী যথা রাগ তানে মিলি
আনন্দে করিতা কেলী আপনা পাসরি,
পাসরি অলকাধাম অমর বাসনা,
কোথা সে অযোধ্যা আর্য্য গৌরবের ভূমি?

কবিগুরু বসি যার কুসুম কাননে,
কাব্য পারিজাত তরু রোপিলা কৌশলে!
যার পুষ্প অবচয়ি গাঁথি ক্ষুদ্রমালা,
মানব যশস্বী কত ভব রঙ্গভূমে!
হায় রে সে পঞ্চবটী সীতা পতিব্রতা,
হেন রাম গুননিধি অপূর্ব্ব রচনা!
এহেন করুণাচ্ছবি কে পারে চিত্রিতে?
কোথা সেই ইন্দ্রপ্রস্থ হিমাদ্রি তনয়া-
কালিন্দীর কণ্ঠভূষা ইন্দ্রালয়াধিক?
গায়িতা জীমূতমন্দ্রে কবীন্দ্র যেখানে,
বীরেন্দ্রের কীর্ত্তিরাশি অতুল জগতে!
কোথা ভীষ্ম, কোথা দ্রোণ, কোথা যুধিষ্ঠির
কোথা সেই দ্রৌপদী সতী, বিক্রমকেশরী
অভিমন্যু? কোথা সেই ভব মনোলোভা
সুন্দর বিরাটসভা?—যার চারু শোভা
কে পারে বর্ণিতে—কেহ পারে কি চিন্তিতে?
কল্পনা নহে রে যার সদা আজ্ঞাকারী!
নাই সেই উজ্জয়িনী; বিলুপ্ত আঁধারে
নবরত্ন, ভারতের কুন্তলভূষণ,
ভবের গৌরব; প্রাণ কাঁদে রে স্মরিতে!
নাই সে বসন্ত, নাই সেই পিকরাজ;
স্বভাবের ফুলবনে মনোরঙ্গে ভ্রমি

কে সিঞ্চিবে নবরস, অমৃত সিঞ্চনে ?
কে তুলিবে অতুলনা মধুর কাকলি
গভীর পাতালপুরে, সুদূর জলদে ?
মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় কেরে কাঁদাবে জগতে !
আর কি বাজেরে আহা, শ্যামের বাঁশরী
নিভৃতে কদম্বমূলে, নিকুঞ্জ নিবাসে ?
নব কাদম্বের রবে যথা কুরঙ্গিণী,
নাচে কি সে স্বর শুনি ব্রজকুলাঙ্গনা ?
নাই সে শরৎ, নাই সে সুখের নিশি !
শশধর সহবাসে আর কি হাসিবে
কুমুদিনী, কালিন্দীর কম কলেবরে ?
নীরব মথুরা, দারা! গোকুল লহরী
আর কি উঠিবে কভু ভারত ভবনে ?
আর কে গাহিবে, কত শত বর্ষ পরে
সে মধুর প্রেমগীত ? আর কি শুনিবে
সুষুপ্ত ভারতী আহা স্মৃতির স্বপনে ?
* * * * *

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

ভারতী।

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন ?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন ?
অযতনে আহা সাধের বীণাটি
ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে আহা এলো থেলো চুল
এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেমগো আজিকে এভাব তোমার
কমলবাসিনী ভারতী রাণী
মলিন মলিন বসনভূষণ
মলিনবদনে নাহিক বাণী!
তবে কি জননি অমৃতভাষিণি
তোমার ও বীণা নীরব হবে ?
ভারতের এই গগণ ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে ?
দেখ তবে মাতা দেখগো চাহিয়া
তোমার ভারত শ্মশান পারা!
ঘুমায়ে দেখিছে সুখে স্বপন

নরনারী সব চেতন হারা!
যাহা কিছু ছিল সকলি গিয়াছে
সে দিনের আর কিছুই নাই,
বিশাল ভারত গভীর নীরব
গভীর আঁধার যে দিকে চাই।
তোমারো কি বীণা ভারতী জননি
তোমারও কি বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগণ ভরিয়া
ও বীণা আর না বাজিবে তবে?
না না গো ভারতী নিবেদি চরণে
কোলে তুলে লও মোহিনী বীণা!
বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,
দেখিব ভারত জাগিবে কি না?
অযুত অযুত ভারত নিবাসী
কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে
সে রোদনধ্বনি পৃথিবী ভরিয়া
উঠিবে জননি দেবতা লোকে।
তা যদি না হয় তা হলে ভারতী
তুলিয়া লওগো বিজয় ভেরী!
বাজাও জলদ গভীর গরজে
অসীম আকাশ ধ্বনিত করি!
গাওগো হতাশপূরিত গান

জ্বলিয়া উঠুক অযুত প্রাণ
উথলি উঠুক ভারত-জলধি
কাঁপিয়া উঠুক অচলা ধরা।
দেখিব তখন প্রতিভা হীনা
এ ভারতভূমি জাগিবে কি না?
ঢাকিয়া বয়ান আছে যে শয়ান
শরমে হইয়া মরমে মরা!
এই ভারতের আসনে বসিয়া
তুমিও ভারতী গেয়েছ গান
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
তোমারি বীণার মোহন তান।
আজো তুমি মাতা বীণাটি লইয়া
মরম বিঁধিয়া গাওগো গান
হীনবল সেও হইবে সবল
মৃতদেহ সেও পাইবে প্রাণ।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

আর্য্যসঙ্গীত।

১

কিবা! গভীর রজনী হ'ল, জগত ঘুমায়ে গেল
নীরবে মৃদুল নৈশ সমীরণ বহিল;
কিবা! কুঞ্জে কুঞ্জে নানা জাতি ফুটিল কুসুম পাঁতি,
কোমল সুরভি গন্ধে চতুর্দ্দিক মোহিল!

২

কিবা! কাঁপিল সরসী নীর, নব দূর্ব্বাদল-শির,
নব দল তরুশিরে ধীরে ধীরে নড়িল;
কিবা! কোমল মালতিরাজি, ঘন কিশলয়ে সাজি
নব সহকার-শাখে মৃদু মৃদু দুলিল!

৩

কিবা! নীলানন্ত নভতলে, বেষ্টিত কৌমুদী দলে,
অমল সুধাংশু ওই সুধা হাসি হাসিল;
কিবা! নীরব ধরণী কোলে, চল নীল সিন্ধুজলে,
পর্ব্বতে, প্রান্তরে, সর্ব্বো স্বর্ণধারা ভাসিল!

৪

কিবা! নীলাভ্র গগনোপরে শুভ্র মেঘ থরে থরে
ধীরে ধীরে চ'লে, বুঝি শশধরে ঢাকিল;

বুঝি,—চাঁদের কিরণ মাখা এ সংসার গেল ঢাকা,
সোণার ভারত গাঢ় মসীরাশি মাখিল।

৫

ক্রমে, শ্বেতাম্বুদ কাল হল, আলোক নিবায়ে গেল,
গগন সাগর মাঝে হৈম থাল ডুবিল ;
ওই,—ডুবে হৈম পুষ্পমালা, ফুরাল ব্রজের খেলা,
আশামধুখের বাতি একেবারে নিবিল !

৬

আহা ! নিবিড় তিমিররাশি, উজ্জ্বল সংসার গ্রাসি,
চকিতে সুবর্ণপুরি আঁধারিয়া ফেলিল !
দেখ,—চপলা চমকে ঘন, ঘন ঘোর গরজন,
ঘন ভীম বজ্র মন্ত্র অগ্নিকুল্কী খেলিল !

৭

একি ? ভূমিকম্প ভয়ঙ্কর, কাঁপে ক্ষিতি থর থর,
উথলে গভীর সিন্ধু, হিমালয় টলিল !
পুনঃ,—ভীমদর্পে প্রভঞ্জন, আরম্ভিল ভীমরণ,
নীল ধারাধরে,—ধারা ঝর ঝর ঝরিল !

৮

সঙ্গে, অজস্র করকা ঝরে, মেঘে আস্ফালন করে,
ক্রমেই নিবিড় হয়ে আর্য্যাবর্ত্ত ছাইল ;
হায় ! ক্রমেই দুর্য্যোগ বাড়ে জানি না কেমন করে,
রবে সৃষ্টি ? বুঝি সৃষ্টি ছারখার হইল !

৯

বিধি! এ ঘোর দুর্য্যোগ হ'তে আর অব্যাহতি পেতে
কত দিন? এবিপদ কত দিন রহিবে?
তুমি, জান—কত দিন পরে, ঘন জাল মুক্ত করে,
আর্য্যাবর্ত্তে চন্দ্র সূর্য্য পূর্ব্ব মত উঠিবে?

১০

জান? এ ভীম দুর্য্যোগী ঘোর কাল রাত্রি হ'তে ভোর
কতক্ষণ? আমাদের দশায় কি হইবে?
দেখ, মুহুর্মুহু বজ্রপাত অসহ্য হয়েছে, নাথ!
দরিদ্র দুর্ব্বল দেহে আর কত সহিবে?

১১

হায়! সে কালে প্রভাত হলে পূরব গগন মূলে,
হেমাম্বুদ কিরীটিনী উষা মৃদু হাসিত;
আহা! বিধৌত ভারতাকাশে স্বাধীনতা হাসি হেসে,
রাগরক্তচ্ছটা ভানু আদরেতে ভাসিত!

১২

আহা; কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলে ফুলে, মকরন্দ অলিকুলে
সোহাগে স্বাধীন ভাবে পিত, নিত, হরিত,
সেই,—পুষ্পবন কাঁপাইয়া, স্বাধীন স্বভাব নিয়া,
সুগন্ধি মলয়ানিল মৃদুমন্দ বহিত!

১৩

আহা! আর্য্যের উদ্যানে সুখে, উচ্চ সহকার শাখে

স্বাধীন দম্পতি পিক কুহু রব করিত !
সঙ্গে,—স্বাধীন পাপিয়াবধূ   শ্রবণে ঢালিয়া মধু,
পিউ পিউ প্রিয়রবে মন প্রাণ হরিত !

১৪

আহা ! স্বাধীন আর্য্যেরা সুখে,   বিষ্ণু-নাম লয়ে মুখে,
ভাগীরথী দুই তীর আলো করি বসিত !
কিবা, স্বাধীন গঙ্গার জল,   আস্ফালি তরঙ্গদল,
কলকল শব্দে সিন্ধু সনে গিয়া মিলিত !

১৫

আহা ! স্বাধীন শিশুরা যত,   সিংহের সন্তান মত
মত্ত-করি-শুণ্ড ধরি বীর-খেলা খেলিত।
ভীম,—ধনুর্ব্বাণ তরবার   করাল বল্লম আর
কুস্তিমাত্র খেলা ধুলা তেজোবীর্য্যে ভাসিত !

১৬

বন্ধু,—শতাব্দীর ব্যবধানে   যুগের তরঙ্গ রণে
ডুবিয়াছে আর্য্য মাত্র আর্য্যাবর্ত্ত রয়েছে।
সেই আর্য্যাবর্ত্ত এই   কিরূপে প্রমাণ দেই ?
নাহি আর্য্য, নাহি বীর্য্য সমস্তই গিয়েছে !

১৭

আহা ! সমস্ত হয়েছে নাশ,   ভারতের ইতিহাস
কি আছে ? গিয়াছে সব আর্য্যদের সনেতে,
এবে,—সে যুগের কথা সব,   সমস্তই অনুভব

অনুমান ভিন্ন আর কার আছে মনেতে?

১৮

সেই,—যুগান্তের ইতিহাস কালের কবলে গ্রাস
হইয়াছে; কারে কথা সুধাই? কে বলিবে?
আহা! স্বাধীন ভারতে যবে বিজয়-পতাকা শোভে
কে তখন দেখেছিল এবে সাক্ষী হইবে!

১৯

দেখ, এই পুণ্য ভূমি পরে অদ্যাপিও ধীরে ধীরে
বহিছে জাহ্নবীস্রোত বহু কাল হইতে;
বুঝি,—দেখিয়াছে ভাগীরথী আর্য্যবংশে মহারথী,
স্বাধীন আর্য্যের গৃহে জয়ধ্বজ উড়িতে!

২০

আমি,—যাই জাহ্নবীর তীরে কাঁদিয়া জিজ্ঞাসি তাঁরে
"এই কি সে আর্য্যাবর্ত্ত সোণার সংসার?
হায়! আমরা কি বীর্য্যবান সেই বংশে কুসন্তান?
বল মা, সংশয় দূর কর মা আমার।"

২১

বলিতে বলিতে কথা যুবক চলিল তথা,
যথা বহে ধীরে ধীরে বিস্তৃত সৈকত পরে,
নিস্তেজ তরঙ্গ মাথে জাহ্নবীর স্রোত!
যথায় বিমল জলে সুখে শ্বেত পক্ষ তুলে
উড়ে ক্ষুদ্র শত শত ভারতীয় পোত।

২২

গিয়া জাহ্নবীর তীরে দেখি যুবা জাহ্নবীরে
অমনি বিষাদ হ্রদে হল নিমগন।
দুঃখ উৎস উথলিল হৃদয় ভাসায়ে দিল,
পড়িল চক্ষেতে জল তিতিল কপোল তল,
কাঁদিল নীরবে, পরে, বলিল বচন—

২৩

"একি মা ? কিসের তরে কাঙ্গালিনী মত পড়ে
রয়েছ সৈকত ভূমে নির্জ্জীবে, অথবা ঘুমে,
জানি না ; কি লাগি এবে এ দশা তোমার ?
অন্তিম লক্ষণ মত দেখিতেছি সকলিত,
তবে কি ত্যজিবে তুমি এদুঃখ সংসার ?

২৪

কেন মা ! কি দোষ পেয়ে আমাদিগে তেয়াগিয়ে,
তেয়াগিয়ে যাবে দগ্ধ ভারত হৃদয় ?
স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে পুণ্য ভূমি শূন্য করে
তুমি যদি যাও চলে, অন্তিমে কে লয়ে কোলে
অভাগা সন্তানদিগে দেবে মা অভয় ?

২৫

বুঝেছি, ভারত এবে দুর্দ্দশা সাগরে ডোবে,
তাই বুঝি ধীরে ধীরে আপন মঙ্গল তরে
ত্যাজ্য করি আর্য্যাবর্ত্ত করিছ প্রস্থান !

স্নেহের এ রীতি নয়, হলে পরে দুঃসময়
অনুকূল হতে হয় এই সে বিধান।

২৬

নিতান্ত যদ্যপি যাবে ক্ষণ তিষ্ঠ ; শুন তবে
বহুকাল হতে তুমি উজ্জ্বলিয়া আর্য্যভূমি
প্রবাহিত হইতেছ, দেখেছ সকল ;
প্রাচীন আর্য্যেরা যত তব নীরে হয়ে পূত
তব তীরে প্রতিদিন জ্বালিয়া অনল—

২৭

যাগ-যজ্ঞ উপাসনা, সন্ধ্যাহ্নিক দেবার্চ্চনা,
করি নিত্য বিধি মতে তোমার বিমল স্রোতে
ভাসাত চন্দনে চর্চ্চি অর্ঘ্য বিল্বদল।
পবিত্র অন্তরে ধীরে কোমল মধুর স্বরে,
বেদপাঠ করিতেন আর্য্যেরা সকল।

২৮

পরিণামে এই তীরে ত্যজি বীর কলেবরে
ব্রহ্মাণ্ডের সুখ-স্থান নন্দন সৌরভ মান
ত্রিদিব সুবর্ণ ধামে গেছে আর্য্যগণ
এই তীরে চিতাগ্নিতে আর্য্য দেহ ভস্ম হতে
পতিত পাবনী! তুমি দেখেছ তখন।

২৯

সে কালের কথা যত আছ তুমি অবগত

তাই আমি মা তোমারে সুধাই বিনয় করে,
বল আর্য্য-বিবরণ শুনি সবিশেষ।
দেবতুল্য তেজোবান আর্য্য বংশে কুসন্তান
কেন মোরা? কোন্ পাপে পাই এত ক্লেশ?

৩০

হায়! মোরা কোন্ পাপে কিম্বা কোন্ অভিশাপে
তেজোবীর্য্য হারাইয়ে পরাধীন হীন হয়ে
দাসত্ব-শৃঙ্খল কণ্ঠে পরেছি না জানি!
কোন্ কর্ম্মফলে হায়! দাসত্বও মিলা দায়?
পথের কাঙ্গালি হয়ে ফিরি গো জননি!"

৩১

যুবক নীরব হ'ল তরঙ্গিনী উথলিল
কাঁপিল সৈকত তীর মর্ম্মরিল তরু-শির
টলিল মেদিনী হল টল টল করি!
বহিল শ্বসনে ঘন মলয় সুসমীরণ
সুগন্ধি কুসুম স্নিগ্ধ সৌরভ আহরি!

৩২

স্বর্গীয় সমীরে ভাসি নন্দন সৌরভ রাশি,
চৌদিক বিধৌত করি মোহিল ভুবন
তালে তালে সুসিঞ্জিনী, মধুর মৃদঙ্গধ্বনি,
বীণার নিক্কণ-বেণু, বাজে বাজে রুনু ঝুনু!
দুন্দুভি শঙ্খের ধ্বনি হইল তখন।

৩৩

বিমল প্রবাহ পরে মেঘ টল টল করে !
অচল চপলা মালা ভাসিল তাহায় !
টল তরঙ্গের শিরে কাঞ্চন নলিনী পরে
কাঞ্চন প্রতিমা খানি, বিশ্ব কুশলিনী ধনী
—ভীষ্মের জননী সুরধুনী শোভা পায় !

৩৪

কোমল বাঁশরী তানে স্বর্গীয় অপূর্ব্ব গানে
ভাসিল আকাশ মার্গ ভাসিল জগত।
ভাগীরথী ধীরে ধীরে বলিলেন যুবকেরে
" বৎস ! জিজ্ঞাসিলে যত আছি আমি অবগত,
দেখিয়াছি তব আর্য্য আর্য্যের সম্পদ !

৩৫

" এই আর্য্যাবর্ত্ত পরে, আছি বহুকাল ধরে
কিন্তু—বাছা ! এবে আর বাঁচি না জীবনে !
হয়েছি নির্জ্জীব প্রায় শুদ্ধ মমতার দায়,—
পড়ে আছি আর্য্যাবর্ত্তে শক্তিমাত্র নাহি গাত্রে;
হয়েছি অচল, অন্ধ হয়েছি নয়নে।

৩৬

" শৈল সম্রাটের মেয়ে, শিব মনোমোহিনী হয়ে,
ত্রিলোক বিজয়ী বীর ভীষ্ম শান্তার্ণব ধীর—

কুমার যাহার, তারে দেখ বাছা ধন
(বৃটীশ বাসীরা আসি সজোরে সম্মান নাশি
হৃদে দিয়ে লৌহ স্তম্ভ করেছে বন্ধন!)

৩৭

"বিষম বন্ধনে হায়! প্রাণ ছাড় ছাড় প্রায়,
কণ্ঠরোধ হইয়াছে হৃদয় শুকায়ে গেছে
তবে যে কহিছি কথা না কহিলে নয়!
আর্য্যদের সবিশেষ কহিতে হইবে ক্লেশ
অতএব যাও বাছা যথা! হিমালয়

৩৮

"বিনয়ে জিজ্ঞাস তাঁরে বলিবেন সবিস্তারে,
অনন্ত কালের কথা আছে তাঁর মনে গাঁথা।
অক্ষয় গিরীন্দ্র, বাছা দেখেছে সকল!
কাল সিন্ধু কতকাল? আছেন অনন্তকাল,
অনন্ত যুগান্ত হ'ল তবুও অটল!

৩৯

"অক্ষয় অক্ষুণ্ণ তনু গেল হোল কত মনু
রয়েছে যেমন তাই প্রকাণ্ড ভূধর!
নৈসর্গিক কোটী শত বিপ্লব ঘটিল, কত—
মরু নদী হয়ে গেল, সাগর সে মরু হোল
নগর অরণ্যারণ্য হইল নগর!

৪০

"অতল বারিধি মাঝে রাজ অট্টালিকা সাজে,
রাজার ভবন স্থানে হয়েছে সাগর!
মোর মত কত শত তরঙ্গিণী হোল গত
বসি উচ্চ সিংহাসনে দেখিছেন্ হৃষ্টমনে
চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্রি, গিরি অনশ্বর।"

৪১

নিখিল বিদ্যুৎ জ্যোতিঃ প্রবাহে ডুবিল সতী,
ভারত সন্তান-ক্রন্ত চলিল তখন!
গগন কিরীট, শিরে তুষার কুসুম ধরে
শোভে; যথা মহাকায় গিরি শ্বেতাম্বর প্রায়—
পাদপ-কুন্তলা ধরা করি আলিঙ্গন!

৪২

হিমালয় সন্নিধানে উত্তরিয়া কত দিনে
অনন্ত দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভারত সন্তান!
অমল নির্ঝর তীরে শ্রম ক্লান্ত কলেবরে
বিষাদ তাপিত মনে দীন হীন ক্ষীণ প্রাণে
বসিল কাতরে, হয়ে অতি ম্রিয়মাণ।

৪৩

তিষ্ঠি ক্ষণকাল, পরে অপূর্ব্ব প্রকৃতি হেরে
ডুবিল হৃদয় তার শ্রম হেতু দুঃখভার
লঘু হ'ল যুড়াইল সে দগ্ধ জীবন।

অপূর্ব্ব আহ্লাদ ভরে কহে গদ গদ স্বরে
" কি দেখিনু, হেন শোভা দেখিনি কখন। "

৪৪

" নিশ্চয় জেনেছি আমি সোনার ভারত ভূমি
বিধাতার প্রিয় স্থান অপূর্ব্ব সদন।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যেখানে যেশোভা আছে
বিধি বুঝি নিজ করে, বহু শ্রম যত্ন কোরে—
আনি এই স্থানে সব করেছে রক্ষণ!

৪৫

" অক্ষয় অনন্ত ধারে ঐশ্বর্য্যের সীমা কিরে!
লুণ্ঠক অনন্ত কাল লুঠিলে এ ধন—
তবুও না শেষ হবে দস্যু যে সে দস্যু রবে
হবে অপবাদে ক্লেশ তৃপ্তির না হবে শেষ
নিশার বৈভব,উ যা, হইবে যখন—

৪৬

" তখন যে তুমি আমি,—তোমাপেক্ষা ভাল আমি,
দস্যু সাধু স্বভাবের বিভিন্ন কল্পনা,
অবশ্য যে বিজ্ঞ হবে যাহার প্রতিভা রবে
কি স্বদেশী, ভিন্নদেশী, সকলে স্বচ্ছানে বসি
করিবে নিশ্চয় তবে (তুমি করিবে না!)

৪৭

" দস্যুর স্বভাব যার জন্ম জন্ম রক্ষ তার,

সাধু যে সে তাই র'ক স'ক চিরদিন।
চির স্থির কিছু নয় এলো হ'ল কত ক্ষয়
পুরূরবা সে মান্ধাতা তাহারাই গেল কোথা!
ইহাত সামান্য কথা হীনাপেক্ষা হীন ,,।

৪৮

এতেক বলিয়া, পরে কহিল গম্ভীর স্বরে
হে পিতঃ! অনন্তনীল গগণ কিরীটি!
তুষার কুসুম সাজে রৌপ্য বর্ম্মে তনু রাজে
আচ্ছাদি আদরে ধীর সুদীর্ঘ বিশাল শির
অম্বর ভেদিয়া দর্পে করিছে ভ্রূকুটী!

৪৯

রয়েছ ভারত বক্ষে ভারত কুশল
অক্ষয় অশান্ত কায়, দিন কাল যুগ যায়,
সৃষ্টির প্রথম থেকে দেখিছ সকল।

৫০

অনন্ত সময় সিন্ধু কাঁপি কতবার
তুমুল তরঙ্গ ধায় ভারত বিপ্লব তায়!
অটল অক্ষুণ্ণ কিন্তু শরীর তোমার!

৫১

প্রত্যেক দিনের কথা আছে তব মনে।
ভারতের পুরাবৃত্ত সব অনুমান তত্ত্ব
সাহিত্যবিদের কথা মানিব কেমনে?

৫২

কেমনে মানিব আমি তাহার প্রমাণ ?
ভাগীরথী তীরবর্ত্তী কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি,
শর্ম্মোপাধি ধারী হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্তান—

৫৩

—আর, দেশান্তরবর্ত্তী রাইন নদী তীরে,—
শ্মশ্রুধারী শ্বেত কায়, দুয়ে এক সম্প্রদায়,
এক আর্য্যবংশ কবে ছিল যুগান্তরে ?

৫৪

জান কিছু ? মহাকায় ! শুধাই তোমারে
আরো কত কথা আছে শুধাতে তোমার কাছে
আসিয়াছি পিতঃ ! তবে শুন ধীরে ধীরে !

৫৫

কে আমি ? আমি কি সেই আর্য্য বংশধর ?
প্রবল প্রতাপে যারা শেসেছিল সসাগরা
ধরার ভিতরে যারা মহা ধনুর্দ্ধর !
যাহাদের পরাক্রমে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, যমে
আঁটিত না সম্মুখেতে হইলে সমর !
যার ঘোর সিংহনাদে যার বিহরিত পদে
মেদিনী কম্পিত হত টলিত ভূধর
যার ভীম তরবারে যার বল্লমের ধারে
কোথা র'ত রা'ইফল ! চূর্ণিত পাথর

যাদের প্রচণ্ড বাণে যাহাদের ধনুগুর্ণে
বজ্রমন্ত্র মুহুর্মুহুঃ হতো ভয়ঙ্কর।
কামান সে ভস্মাকারে কোথায় যাইতে উড়ে!
আরক্ত আগ্নের গোলা যেই বৃকোদর
খাদ্য ভাবে চিবাইত বদন ব্যাদনে শত
গিলিত উথারে দিত সমরে অমর
কে আমি? আমি কি সেই আর্য্যের সন্তান?

৫৬

কে আমি? আমি কি সেই আর্য্য বংশধর?
বাসব দানব সনে অতুল তুমুল রণে
হারি বৈজয়ন্ত ছাড়ি মর্ত্তে অধিষ্ঠান—
হইয়া যাঁদের স্থানে শশঙ্কে কম্পিত প্রাণে,
আশ্রয় লইয়া তবে রেখেছে সম্মান!
অতুল বৈভবে যার গ্রীক রোম কোন্ ছার?
কুবেরে আনিলে সুখে হত অপমান!
যাঁহাদের জ্ঞান নীতি বিচার মীমাংসা রীতি
ক্ষিতি তলে একদিন আছিল প্রধান!
আছিল জগত পুজ্য আহা! সেই চন্দ্র সূর্য্য—
—বংশ অবতংশ আর্য্য! আর্য্যাবর্ত্ত স্থান—
বাণিজ্য শিল্পের তরে, প্রসিদ্ধ পৃথিবী'পরে,
কীর্ত্তিতে ত্রিদিবাপেক্ষা যাহার সম্মান!
ধর্ম্মভীরু বদান্যতা সত্যনিষ্ঠ নিস্বার্থতা,

জগতে ছিলনা যেই আর্য্যের সমান
কে আমি ? আমি কি সেই আর্য্যের সন্তান ?

৫৭

পিতঃ হিমালয় !

তাই যদি হব মোরা তবে কি কারণ
হীন বলে, হীন আশে জীর্ণবাসে রুক্ষকেশে
ছাড়িয়া বীরের বুলি স্কন্ধে লয়ে ভিক্ষাঝুলি
জঠর অনলে পুড়ি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কার
রাখি কোনরূপে এই দুর্ব্বহ জীবন ?
ভিক্ষাও মিলে না, ভাগ্যে ঘটে না মরণ ?

৫৮

ভিকারীর দ্বারে—

মুষ্টি ভিক্ষা করাপেক্ষা মরণ মঙ্গল !
মানবহৃদয় যবে দুর্দ্দশা সাগরে ডুবে
হিতাহিত-বোধ-শক্তি নির্ম্মল প্রতিভা জ্যোতিঃ
সকলই তখন তার হয়ে যায় ছারখার
সুন্দর হৃদয় যন্ত্র মলিন বিকল—
হয় তার ভাল মন্দ সমান সকল !

৫৯

আমাদের তাই !

কি করিব কি হইবে কিসে এ দুর্দ্দশা
যাবে, তাকে চিন্তা করে ? উদর পোষণ তরে

বিব্রত হইয়া সবে, দেহি দেহি দেহি রবে
দাসত্ব-শৃঙ্খল পায়, ইচ্ছায় পরিতে যায়
অনেকে তাতেই করে পৌরুষের আশা
ভাবে না মুহূর্ত্ত জন্য আপনার দশা!

৬০

যাহা হক্ পিতঃ!
সৃষ্টি হতে আছ তুমি ভারত-হৃদয়ে!
উন্নত ধবল শিরে অনন্ত গম্ভীর ধীরে
বিশাল, তেজস্বী নেত্রে দেখেছ এ পুণ্যক্ষেত্রে
দেখিছ ভারতিগণে বল দেখি মম স্থানে
চন্দ্র সূর্য্য বংশ কোথা গিয়েছে নিবিয়ে?
কোথা আর্য্য ভস্মরাশি গেছে ধৌত হয়ে?

৬১

দেখেছ কি তুমি?
স্বচ্ছ সরয়ূর তীরে তপোবন মাঝে
সুরভি মধ্যাহ্ন কালে ঘনদল তরু মূলে;
স্নিগ্ধগন্ধী সমীরণ ঝুরুঝুরু অনুক্ষণ
বহিলে, কোকিলা সুখে ঘন পত্র মধ্য থেকে
ছাড়িলে পীযুষ কণ্ঠে বনস্থলী মাঝে
উথলিলে সুধা উৎস! মহীরুহ রাজে

৬২

কানন-বল্লরি!

কোমল কুসুম সাজে মৃদু সমীরণে
দুলিলে মৃদুল ধীরে, দিব্য কুশাসন'পরে
বসিয়া অগাধ সুখে কল্পনার চিত্র লিখে
গভীর নিবিষ্ট মনে বিজন কানন স্থানে
সে বৃদ্ধ বাল্মীকি যবে পবিত্র জীবনে?
সে যুগের কথা পিতঃ আছে তব মনে?

৬৩

দেখেছ কি তুমি?

পর্ণ কুটীরের মাঝে জ্বলন্ত অনল
প্রচণ্ড তেজস্বী ব্যাসে জীর্ণ তৃণাসনে বসে
ডুবি উদ্বোধিনী ভাবে সুরুচি কল্পনার্ণবে
অনন্ত গম্ভীর স্বরে গগন বিদীর্ণ করে
অনন্ত রতন গর্ভ সাগর কল্লোল—
(ভারত) সঙ্গীত-স্রোত পবিত্র নির্ম্মল!—

৬৪

ছুটাইতে? পিতঃ!

দেখেছ কি তুমি সেই প্রতিভা জলধি,—
আশ্রম-অরণ্যচারী ফল কন্দ মূলাহারী
গম্ভীর গৌতম মূর্ত্তি? যাঁর অনশ্বর কীর্ত্তি
দর্শন মীমাংসা কাণ্ড অসীম অমিয় ভাণ্ড

যাহার উচ্ছিষ্ট মিষ্ট বলি অদ্যাবধি
ইউরোপ আসিয়ার ভক্ষিছে প্রসাদি !

৬৫

দেখেছ কি তুমি ?
প্রচণ্ড তেজস্বী সেই মনু মুনিরাজে ?
অগাধ ধীশক্তি বলে ব্রহ্মাণ্ডকে করতলে
করেছিল যেই জন ব্যবস্থায় বিচক্ষণ
যার সম হয়নাই হবে যে সে আশা নাই
তবু জীর্ণ পত্রাহারে বন ক্ষেত্র মাঝে
স্বর্গীয় সুখেতে ছিল বল্কলের সাজে !

৬৬

দেখেছ কি তুমি
বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠাদি আর্য্য গুণনিধি ?
ভীষণ তেজেতে যারা উজ্জ্বল করিয়া ধরা
স্বর্গ সুখ পরিহরি হইয়া অরণ্যচারী
মরুময় চরাচরে কাটি কীর্ত্তি পারাবারে
ব্রহ্মেতে হয়েছে লয় তুচ্ছি দেবোপাধি
দেখেছ কি সে সবারে শৈলেশ গুণধি ?

৬৭

দেখেছ কি তুমি
ভারতীয় কালিদাসে ভাব মুগ্ধ চিতে
বসি নব মেঘাসনে আশ্রম কুটীরে, বনে

পর্ব্বতে, নির্ঝর কুলে পল্লবিত তরু মূলে
স্বচ্ছ সরোবর ধারে প্রান্তরে তটিনী তীরে
মানব হৃদয় যন্ত্রে সঙ্গীত শুনিতে?
কোমল প্রকৃতি কান্তি যতনে চিত্রিতে?

৬৮

কণ্বের আশ্রমে
দুষ্মন্তের প্রেম মুগ্ধা সরলা কামিনী।
নিদাঘ প্রদোষ কালে কুঞ্জ ক্ষেত্রে আলবালে
সিঞ্চিতে সলিল রাশি নীলোৎপল চক্ষে আসি
মৃদু গন্ধবহ ভরে কুসুম পরাগ উরে,
প্রবেশে অধীরা শকুন্তলা তপস্বিনী!
কোমল ফুৎকার দিয়া দুষ্মন্ত তখনি—

৬৯

সে যন্ত্রণা হতে
অব্যাহতি দিয়াছিল সাক্ষী কালিদাস!
দেখেছ কি কালিদাসে? যাহার প্রভূত যশে
অনন্ত সাগর নীরে দীর্ঘ প্রতিধ্বনি করে
ইউরোপ পূর্ণ করি মোহিল ইংলণ্ড পুরি
মোহিল ভাবুকচিত্ত পবিত্র আবাস।
সংস্কৃত রত্নগর্ভ—তাতেই প্রকাশ!

* * * * *

ভুবনমোহিনী দেবী।

কুকবি।

১

ত্বরা কাড়ি লহ বীণা, হে দেবি ভারতী !
কুকবির কর হতে, এ মম মিনতি।
মম নিবেদন শু'নে,
অয়ি দেবি ! মন্ত্র গুণে
কুবংশীর রন্ধ্র তার দেও বন্ধ ক'রে ;
সহে না কুগীত আর শ্রবণ কুহরে।

২

মানসসরসে মাতঃ ! ফুটে না কি আর,
সরস কমল কলি, সৌরভ-আধার ?—
সে সৌরভ শিরে ক'রে,
সমীরণ ঘরে ঘরে
ভ্রমে না কি আর এবে, পূর্ব্বের মতন ?
ভাসে না মরাল সরে আর কি তেমন ?

৩

অনন্ত আকাশপটে, দেব কন্যাগণ
ক্রীড়াকালে করে যেই পুষ্প বিকীরণ,
যে দেবকুসুম দলে,
মানবে নক্ষত্র বলে ;

সে তারকাদল নিশানাথে সাথে ক'রে,
ফুটে না কি আর এ বিমান সরোবরে ?

৪

সৌদামিনী ঘনকোলে নাহি কিগো হাসে ?
চাঁদের চাঁদনি যথা নীল জলে ভাসে।
শুনি জলধর ধ্বনি,
আনন্দে শিখী আপনি
নাচে না কি তরুশাখে পুচ্ছ বিস্তারিয়া ?
সুবঙ্গে এ রঙ্গ কি গো, গেল ফুরাইয়া ?

৫

দিনান্তে অরুণ যবে যান অস্তাচলে,
ছড়াইয়া স্বর্ণরাজি সাগরের জলে—
তা লয়ে তরঙ্গ দলে
খেলিত যে কত ছলে ;
সাগরের তরঙ্গ রঙ্গ সাঙ্গ কি এবার ?
নীল জলে ভানুরশ্মী ভাসে না কি আর ?

৬

আর্য্যজাতি বীর্য্যহীন হইল যখন,
রজত-কীরিট ত্যজি হিমাদ্রি তখন,
যবনের অগ্নিবাণে,
পাছে শিরোদেশে হানে ;
অনন্ত তুষারে শির আবরিল তাই ?

হিমাদ্রির শির-শোভা আর কিগো নাই ?

৭

অক্ষয় ভাণ্ডার তব, হে প্রকৃতি সতি ;
অনন্ত যৌবনা তুমি, চিররূপবতী ;—
যে বলে এ সব ধন
ভারতে নাহি এখন
থাকিতে নয়ন অন্ধ, হায় ! সে দুর্ম্মতি ।
ভারতে লাবণ্যপূর্ণ অনন্ত প্রকৃতি !

৮

থাকিতে এ সব ধন ভারতভাণ্ডারে,
কুকবি কুগীতে কেন জ্বালায় আমারে ?
বঙ্গ-কবি ধরি তান,
আদি রসে খাবি খান,
আপনার সর্ব্বনাশ করিয়া সাধন,
বঙ্গ সমাজের করে মরম পীড়ন ।

৯

ভারতে বীরত্ব নাই,—কিন্তু আগে ছিল—
আর্য্যবীর বীর্য্যে ধরা একদা কাঁপিল ;—
গাও ভাই, গাও সবে,
গাও সুমধুর রবে ;
নির্ব্বীর্য্য ভারতে বীর্য্য করহে সঞ্চার,
বীররসে হিন্দুহিয়া জাগুক আবার ।

১০

না যদি সে গুণ থাকে, তবে বঙ্গ-কবি
রতনে আঁক গো, রোমে প্রকৃতির ছবি ;
ভূধরে, সাগর জলে,
মরুভূমে, বন স্থলে
ফিরি ফিরি, ঘুরি ঘুরি, যে কিছু দেখিবে,
অবিকল সেইরূপ ছবিটি আঁকিবে।

১১

কিম্বা সেবি কায়মনে কল্পনা দেবীরে,
খুলি দেহ নিরয়ের দ্বার ধীরে ধীরে ;—
কেমনে পাতকি দলে,
নরক অনলে জ্বলে,
দেখাও মানবে, যাহা দেখেনি নয়ন,—
দেখাইলা কবি গুরু মিল্টন যেমন।

১২

বঙ্গের মঙ্গল যদি করহ কামনা,
এ দীনের নিবেদনে অবজ্ঞা ক'রো না।
জয়দেব বিদ্যাপতি,
আদি বঙ্গ কবিপতি
আদি রসে মজাইলা বাঙ্গালির মন,
মজায়োনা আর পুন নব কবিগণ।

হারাণচন্দ্র রাহা

কবির প্রতিজ্ঞা।

করিনু প্রতিজ্ঞা মনে আজি সত্য আরাধনে
ডরি না কাহারে চিত্তে ; অভয়া ভাবিয়া
এ ঘোর মনের দ্বার দিব রে খুলিয়া !
কি যাতনা দিবি মোরে ? যাতনা, কে ডরে তোরে !
আশীবিষ বিষে যার দেহের নির্ম্মাণ,
কি জ্বালা দংশিলে অহি তাহারে অজ্ঞান ?
তীক্ষ্ণ লোহ শলাকায় অথবা বিঁধিবে কায়—
বিঁধুক বিঁধিতে দাও—হাসিরে তাহায় !
পোড়াইবে তুষানলে, অথবা ডুবাবে জলে,
অসির প্রহারে কিংবা কাটিবে আমায় ।
কাটুক, কাটিতে দাও ? রাখিব বজায়
করেছি প্রতিজ্ঞা যবে এ প্রতিজ্ঞা মম ।
লেখনী করিবে ধ্বংস আলস্য বিক্রম ॥
সাধিব ভবের সাধ সাধুক যে সাধে বাদ
দংশুক হৃদয়ে বসে ফণী অনিবার ।
অনল অচল বক্ষ ফাটিবে না আর ॥
শিরায় শিরায় আসি ছুটুক গরল রাশি

সে ত আমি ভালবাসি। আশ্বাসি আশ্বাসে
ভারত সংগীত কিন্তু গাইব উল্লাসে।
গাইব নির্ভয় মনে— চেতাইব ত্রিভুবনে
জাগরে উৎসাহে—যত ভারত সন্তান।
আর কেন নিদ্রা যাও হইয়া অজ্ঞান॥
হতাশা, নিরাশা, আর দেখাবি কি বল?
অভাগা ভারত পুত্রে হতাশা সম্বল।
তোরে রে সেবিয়া আজ সাধিব আপন কাজ
তোর (ই) আরাধনা আজ প্রতিজ্ঞা আমার।
করিব গরল যোগে গরল সংহার॥
মরণ আশ্চর্য্য নয় মরিবে সকলে!
মরিব দেখিয়া কিন্তু ফলে কি না ফলে;
আজ আরাধনা বলে এই ঘোর মরুস্থলে
জীবন বাসনা বৃক্ষে বাঞ্ছিত রতন।
মাতি মৃদু কল নাদে সাধিয়া মনের সাধে
ধায় কি না ধায় নদী বিমোহি ভুবন!
মরিব মরণ বটে মঙ্গল তখন।
ভ্রমিব আঁধারে আজ আঁধার গগনে
দেখিব যতনে বিশ্ব বিস্তারি নয়নে॥
কোথায় জ্বলিছে আলো!— সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কাল
কিংবা এই নীতি, নিত্য নহে পৌর্ণমাসী
দিবা শেষে সন্ধ্যা এলে দিবাকর পড়ে ঢেলে

পূরবে গরবে ধ্বান্ত বিক্রম প্রকাশি ॥
করে ঘোর তমোময় ; পশ্চিমে প্রকাশ হয়
হীরণ্য কিরণ মালা মণ্ডিত তপন।
আদি অন্ত অর্থ কিবা কোথা নিশা কোথা দিবা
কেন নিশী কেন দিবা ; করি আলোচন
দেখাব হতাশ হলে কর্ম্ম নষ্ট বুধ বলে—
প্রচারিব সার কথা উল্লাসিত মনে।
মরিব, মরিতে হবে চির কেবা রবে ভবে ?
ভবিতব্য দ্বার অগ্রে উদ্ঘাটি যতনে,—
দেখাব কতেক শোভা চির সে সদনে।
রাজা প্রজা ভূত প্রেত অরাতি পীড়ন
পাষাণ পরাণে আর কি দিবে বেদন ?
একাকী বিজন বনে বসি কিংবা এক মনে
স্বাধীন মনের ভাব করিব প্রকাশ।
বিরাগে জীবন কেন করিব বিনাশ ॥
গিরি গুহা মাঝে থাকি হুঙ্কারে উঠিলে হাঁকি
প্রলয় পাবক রাশি স্থির কোন জন ?
ছুটিলে চিত্তের বেগ জানিবে ভুবন।
দামিনী ছুটিয়া যায় কে রাখে নিবারি তায় ?
পরশে সকলি হয় অগ্নিরাশি ময়।
পবন নিশ্বন সনে আতঙ্কি জগত জনে
এ অগ্নি ছুটিলে পরে কি আছে সংশয়।

অবশ্য জ্বলিবে আর্য্য সন্তান হৃদয়॥
জোর যবে বাঁধি বলে রাখিলা স্থির-অচলে
সে প্রমিথিয়সে, যথা সেই মহাবীর
শত যুগ ধরি বলে দেবেন্দ্র যন্ত্রণা দলে
হাসিলা সগর্ব্বে ; ধীর চিত্তে হয়ে ধীর।
মহীর যাতনা সব শর রূপে আজি সব
ভুলিব না এ প্রতিজ্ঞা তথাপি কখন,
কালে উগারিবে গিরি কাল হুতাশন॥
গ্রহ উপগ্রহ যত কত কাল এই মত
পরিবেষ্টি প্রভাকরে করে পর্য্যটন।
বার তিথি মাস হায় ঋতু ছয় আসে যায়
কত কাল এই মত করিব দর্শন।
তরঙ্গে অঙ্গেতে মাখি, গভীর গর্জ্জনে হাঁকি,
কত কাল চক্রাকারে ভ্রমে রত্নাকর।
কত কাল ধরণীরে রাখেন বাসুকী শিরে
কত কাল এই মত চলে চরাচর॥
করিব দর্শন আর কত কাল এ প্রকার
ভ্রমে ভ্রমে আর্য্য পুত্র ভুলি সমুদয়।
এ সব দেখিব যবে ত্যজিব জীবন তবে—
মন সুখে মহোল্লাসে সাধি বাসনায়।
মরণ সুখের বটে—মরিতে যে পায়॥
তেজ বীর্য্য বলহীন ক্ষুদ্র চিত্তে অনুদিন

করে সেবা আসি ভবে জড়তা জঞ্জালে
ঘুরিয়া অন্নের আশে ত্যজিনু অবনী বাসে
গৌরব গরিমা লোপ করি এক কালে ॥
জগদীশ ! যেন আর এইরূপে বারে বার
হয় না সংসার বনে করিতে ভ্রমণ।
সুকীর্ত্তি শশাঙ্কে আঁকি শারদ গগনে রাখি
বারেক পাই হে যেন ত্যজিতে জীবন ॥
এই বাঞ্ছা অহর্নিশ হৃদয়ে হে জগদীশ
উৎসাহ সাহস দেহ ভারত নন্দনে।
ভারত আকাশে রবি মণ্ডিত বিমল ছবি
মরি যেন হেরি নাথ মিনতি চরণে ॥

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

বীণা।

বাজরে গম্ভীরে বীণা একবার,
ভারতের জয় করোরে ঘোষণা,
জলদ নির্ঘোষে উঠাও ঝঙ্কার,—
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
ওরে, ভক্তি, রাখ প্রেম গুঞ্জরণ,
বিরহের গান গেও না এখন ;
মৃত সঞ্জীবনী সংগীতি উঠাও,

জাগাও, নিদ্রিতা ভারতে জাগাও,
সে গম্ভীর নাদে ডুবাও অম্বর,
কাঁপাও জলধি, পর্ব্বত, কন্দর,
কর মৃত দেহে শোণিত সঞ্চার,—
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!
মার এ দুর্দ্দশা দেখা নাহি যায়!
সকল (ই) জাগিল, উঠিয়া বসিল,
মহিমার তাজ মাথায় পরিল,
ভারত কি তবে—প্রাণ ফেটে যায়—
ভারত কি তবে রহিবে নিদ্রায়?
ভারত কি তবে লুটাবে ধূলায়?
ধ্বনিত করিয়া কানন কান্তার
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!
বাজ ঘোর রবে ঘন ঘন, বীণ,
গাও, 'চিরদিন রবেনা কুদিন,
হে ভারতবাসি! হে আর্য্যতনয়!
চেয়ে দেখ প্রাচী আজ প্রভাময়;
নিদ্রা পরিহরি উঠ ত্বরা করি,
পোহাইল তব কাল বিভাবরী;'—
এই কি সময় নীরব থাকার?
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!
ঘরে ঘরে যাও, আর্য্য গুণ গাও,

ভারত-সংগীতে দিগন্ত ডুবাও ;
আর্য্য-হৃদি রূপ শুষ্ক সরোবরে
আশার তরঙ্গ আবার উঠাও ;
গর্জ্জে সিংহ যথা বীর-অবতার,
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
প্রবেশি কাশ্মীরে কহ মহারাজে ,—
মহারাজ ! তব এ বেশ কি সাজে !
তোমার কাশ্মীর ভারত নন্দন,
কোন্ মহাকুলে তোমার জনম
দেখ, মহারাজ, দেখ ভেবে তাই,
কি ভাবিছ বসে ? কি করিছ ছাই ?
ভারত গৌরব করিতে উদ্ধার
উঠ একবার ! উঠ একবার !—
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !
গিয়া জয় পুরে, উদয় নগরে,
গাও তন্ত্রি ঘোর উচ্চতম স্বরে
সূর্য্যবংশযশঃমহিমার গাঁথা,
উচ্চার গভীরে 'ইক্ষ্বাকু,' 'মান্ধাতা,'
'সগর,' 'দিলীপ,' 'রঘু,' 'অজ'—ধীর
'দশরথ,' 'রাম'—অদ্বিতীয় বীর ;
গাও গত শোভা রাজপুতনার,
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার !

কেরল, কর্ণাট, মগধ, কৌশল,
সৌরাষ্ট্র, পাঞ্চাল, উজ্জীন, উৎকল,
যমুনা, জাহ্নবী, নর্ম্মদার তটে,
বিন্ধ্য, হিমাচল, দক্ষিণের ঘাটে ;
সিন্ধু-উপকূলে তরঙ্গ গর্জ্জনে
মিশাইয়া তব সুগম্ভীর স্বর,
হেমন্তে, বসন্তে, গ্রীষ্ম বরষায়,
দিবা দুপ্রহরে, গভীর নিশায়,
ভারত সংগীত,—সুধার আধার,
ঢাল, তন্ত্রি মোর, ঢাল অনিবার ;
মৃত ভারতের দেহ প্রাণদান,
জাগাও নিদ্রিত ভারত সন্তান ;—
এইত সময়, বাজ একবার
ঘোররবে, বীণা, বাজরে আমার !

নীরব কি রব ? নিরাশ কি হব ?
এ অসহ্য জ্বালা চির দিন সব ?
চির দিন যাবে কাঁদিতে শুনিব ?
চির দিন যারে মলিন হেরিব ?
চির দিন যার মুখে হাহাকার ?
চির দিন যার চক্ষে শত ধার ?
একি দেখা যায় ? একি শোনা যায় ?
ভারতের কেহ নাহি কিরে, হায় ?

রাজেন্দ্রাণী কিরে ভিখারিণী আজ ?
আর্য্য-মাতা যিনি তাঁর এই সাজ ?
এমন নির্দ্দয় বিধির হৃদয়,
ওরে, তন্ত্রী, তোর এইত সময়,
প্রাণপণে আজ বাজ একবার,
ঘোররবে বীণা বাজরে আমার !
সুধার সুধারা ঢেলো না রে আর,
তাতে জাগিবে না জননী আমার ;
' মেঘ মল্লারের ' নহেরে সময়,
' বসন্ত ' ' হিন্দোলে ' তোষে না হৃদয় ;
জ্বলন্ত ' দীপক ' ধরিয়া এখনি
জ্বাল চারি ভিতে উৎসাহ অনল,
মৃত ভারতের হেম মূর্ত্তি খানি
সে অনলে পুড়ি কর রে উজ্জ্বল,
সে অনলে পুড়ি কর ছার খার
আলস্য, জড়তা—দৈত্য দুরাচার,
সে অনলে পুড়ি কর ছার খার
বিলাসি বাঙ্গালি—আর্য্য কুলাঙ্গার ;
সে অনলে পুড়ি কর ছার খার
স্মৃতি বিরচিত সহস্র বর্ণের
ভারতেতিহাস যন্ত্রণার সার।—

ছাড়ি অম্যালাপ বাজ একবার,
ঘোর রবে বীণা বাজরে আমার!
ভারত-খাণ্ডবে সবে মিলে আজ
উৎসাহ-অনল প্রজ্জ্বলিত কর,
সে অগ্নিকুণ্ডেতে করিয়া বিরাজ
স্নিগ্ধ কর সবে দগ্ধ কলেবর।
সে অনল-শিখা করিয়া গর্জ্জন
হিমাদ্রির চূড়া পরশিবে যবে,
সে অনল-শিখা ভারত সাগরে
বাড়বাগ্নি যবে বর্দ্ধিত করিবে,
সে অনল যবে তর্জ্জন করিয়া
আনন্দে করিবে ব্যোম আলিঙ্গন,
দেখিও রে তাহা নীরবে বসিয়া
রোম দগ্ধ নীরো দেখিল যেমন;
কিন্তু যত দিন মায়ের এ দশা
এ মহী-মণ্ডলে কি সুখ তোমার?
ত্যজ নিদ্রা, ত্যজি তুচ্ছসুখ-আশা
ঘোররবে বীণা বাজরে আমার!

দীনেশচরণ বসু।

উদ্দীপন।

ঘোর মোহ-নিদ্রামগ্ন ভারত-নন্দন!
জলদ গম্ভীর স্বরে, ডাক ভারতের নরে,
সচেতন আর যত জীব অগণন।
কোকিল মধুর রবে, জাগাও নিদ্রিত সবে,
হইবে ভারতে তাহে নব অভ্যুদয়।
বীরতা, শোণিত সনে, হস্ত পদ সঞ্চালনে,
বহিবে শরীরে বেগে; ভারত তনয়—
ছুটিবে কৃপাণ করে, ভারতের বক্ষ'পরে,
অরাতির শিরশ্ছেদ করিতে সকলে,
যে শত্রু কৌশল বলে, দিয়িয়া শৃঙ্খল গলে,
শাসিতেছে ভারতেরে এই ধরাতলে!
বিদারি ভারত হিয়া, পবিত্র শোণিত নিয়া,
যে শার্দ্দূল স্বীয় ক্ষুধা করিতেছে দূর,
শাসিবারে হেন অরি, সবে আজ প্রাণ ভরি,
জাগাতে ভারতে ডাক গম্ভীর মধুর!

২

ইন্দ্র-জাল-জাত এই নিদ্রা একবার,
যদি ভাঙ্গে সবাকার, অবশ্যই তবে আর,
করিবে না কভু সহ্য শত্রু-অত্যাচার!

কি মন্ত্রেতে শত্রুগণে, জানি না ভারত-জনে,
ভুলাইয়া রাখিয়াছে জানি না সন্ধান্!
অহো! কি দুঃখের কথা, বলিতে মরমে ব্যথা,
ম্লেচ্ছ-পদতলে আজ আর্য্যের সন্তান!
যাহাদের কীর্ত্তি কথা, শুনি আজো যথা তথা,
অনন্ত-বিস্তার এই অবনী মণ্ডলে।
তাদের সন্তান চয়ে, সিংহের সন্তান হয়ে,
কি কুহকে! অই পড়ে ফেরু-পদ-তলে!

৩

বহরে উজান আজি যমুনা লহরী।
কুলু কুলু কুলু স্বরে, পূর্ব্ব মত গীত ধরে,
যখন খেলিত ব্রজে রাধার শ্রীহরি।
পশু পক্ষী মিলি সবে, ডাক্‌রে গম্ভীর রবে,
জাগাইতে ভারতের নিদ্রিত সন্তান।
আমি ক্ষুদ্র কবি হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
প্রাণপণে ডাকিবরে হয়ে এক তান!
কাঁপিবে ভীষণ রবে, সমুদ্র পর্ব্বত সবে,
বহিবে সে রব, বায়ু সুদূর গগনে।
জম্বুক-স্বভাব যত, নরপতি শত শত
কাঁপিবে কিরীট খসে পড়িবে চরণে।

রামলাল চক্রবর্ত্তী।

কোকিল।

১

ধিক্ সে কবিরে—ছার কবিত্বে তাহার!
কোকিলের রবে প্রাণ পাগল যাহার।
এক মনে এক প্রাণে, শুনেছি কোকিল তানে;—
হেরেছি ময়ূর নৃত্য কদম্ব কাননে,
নব নীল নীরধর নিরখি গগনে।
আরোহী কল্পনা রথে, ভ্রমিয়া বিমান পথে,
অপ্সরী কিন্নরীকুলে করেছি দর্শন;—
মোহন সংগীত কত করেছি শ্রবণ।
মঞ্জুল নিকুঞ্জ বনে, বসন্তে কান্তের সনে,
দেখেছি রমণীগণে করিতে বিহার—
শুনেছি তাদের গীত—সুতান বীণার।
দেখেছি সকলি তাহা, দেখিবারে বিশ্বে যাহা;—
হয় নি কখন তায়, আনন্দ উদয়।
এ ছার কোকিল গানে, কি সুখে আনন্দে প্রাণে?
কি সুখে, জানি না, আজ নাচিবে হৃদয়?
তালে তালে মিলাইয়া যে সুর মরমে গিয়া,
হৃদতন্ত্রী দলে বলে বিতাড়িত করে,
তাতেই, জানিত, প্রাণ নাচে প্রেম ভরে।

২

কোকিল-কাকলি কই মরমে ত যায় না!
মরমে-মরমে পশি পরাণে নাচায় না।
মলয়-হিল্লোল প্রায় ভাসি ভাসি যায় হায়,
কখন অন্তরে মিশে অন্তরে নাচায় না।
গভীর ভাবেতে আসি, গভীর পবনে ভাসি,
গভীর হৃদয়ে কই তরঙ্গ উঠায় না,
কোকিল-কাকলি কই মরমে ত যায় না!

৩

পুরুষে পারে না পিক মেয়েরে ভুলায়!
নারীর হৃদয় হায়, দর্পণ বা নীর প্রায়,
মলয় মৃদুলে দুলি লহরী উঠায়।
নীরে নীরে মিশে যায়!— পাষাণ কি টলে তায়?
উঠে প্রতিধ্বনি হলে পাষাণে পাষাণে
তাড়িত ঘর্ষণ বেগে!— উঠে অগ্নিরাশি রেগে!
কেন এ পিকের গীত বাজিবে পরাণে?
তাড়িত করিয়া অঙ্গ, মোহ-নিদ্রা করি ভঙ্গ,
হুঙ্কার ঝঙ্কার ভীম উঠাবে বিমানে।

৪

কি দোষ তোমার কবি, বৃথা এ গঞ্জন!
রমণী অধিক বীর বাঙ্গালি এখন!
প্রেম-রস গলাইয়া, প্রেম-রস মিলাইয়া,
মধুর প্রেমেতে যবে তোমার গঠন,

ভুলিবে কিরূপে তুমি সে প্রেমরতন ?
কাজেই তোমারে হবে, ভুলিতে কোকিল রবে,
কাজেই নাচিবে তুমি প্রেমের হিল্লোলে—
প্রফুল্ল পদ্মিনী যথা তরঙ্গের কোলে।
কাজেই গাইতে হবে, কোকিল কাঁদনি রবে,
প্রিয় প্রিয় প্রিয়-রস প্রমদা প্রমোদ—
কাজেই প্রেমেতে তব বাড়িবে আমোদ।
কাজেই দারুণ শীতে, প্রেমে বিশ্ব মাতাইতে,
প্রেমের উদ্যান হবে রচিতে তোমায় ;
প্রেম-সরোবর নীরে, সাজাইতে নলিনীরে,—
হেলাইতে দুলাইতে নাচাতে তাহায়।
কাজেই প্রেমের ফুলে, প্রেমের প্রসাদে ভুলে,
প্রেমের উদ্যানে তুলে প্রেমের মালায়,
পরাতে হইবে গাঁথি প্রমদা গলায়॥

৫

রাস রসময়ী রাধা রসের ভাণ্ডার
কাজেই বাসিবে ভাল বদন তাহার।
কাজেই তাহার সনে, ভ্রমিবে নিকুঞ্জ বনে,
কোকিলে লইয়া গাই ললিত বাহার।
কাজেই কোকিল, কবি, প্রিয় হে তোমার।

৬

কই ত কোকিল ডাকে মানস ভুলায় না!

কই ত কোকিল ডাকে ভুবনে হাসায় না।
এই ত দুমাস ধরে, চিরি কণ্ঠ তার স্বরে,
ডাকিল কোকিল কত—নাচিল ক জন ?
সেই ত অলসে সব নিদ্রায় মগন।

৭

কোকিলের ডাক শুনে প্রেমেতে ভাসিয়া,
নেচেছে অনেক বঙ্গ— নেচেছে করিয়া রঙ্গ,
নেচেছে প্রেমের মালা গলায় পরিয়া।
কিন্তু ও কোকিল ডাকে নাচে নাকো আর।
প্রেমেতে না প্রেম আছে, নাম মাত্র রহিয়াছে,
সে প্রেমে, প্রেমিক কবি, এ রঙ্গ অপার,
নাচে না হাসে না ওরে, কাঁদে না প্রেমের ঘোরে,
ডেক না কোকিল ডাকে মিনতি আমার।

৮

অনেক প্রেমের খেলা হয়েছে হেথায় ;
জর জর প্রেমবিষে হায় সমুদায়।
কেবল প্রেমের দায়, ভারত ডুবেছে হায় ;
তবু কি, প্রেমিক কবি, পূরে নি বাসনা ?
আর ঘোর প্রেমধূমে, না মাতাও আর্য্যভূমে,
গেঁথ না প্রেমের মালা এ মম কামনা।

৯

কোকিল মরিবে কবে, বসন্ত সে ভস্ম হবে,

শুকাবে কমল যূঁই মল্লিকা মালতী
চারু তরু, মঞ্জু কুঞ্জ, কাঞ্চন ব্রততী!
কবে রে ভারত তুমি, হইবে শ্মশান ভূমি,
কবে রে সৌন্দর্য্য তব হবে ভস্ম প্রায়।
ভস্ম কর চণ্ডীদাসে, পাঠাও তাহার পাশে,
বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস গোবিন্দ গাঁথায়।
পোড়াও রমনীগণে, সহিত যৌবন ধনে,—
ভুল রে ভুল রে সবে চাতুরী তাহার।
ঘুঙ্গুরের ঘুনু ঘুনু, নূপুরের রুণু রুণু,
কঙ্কণের কণ কণ—ভ্রমর ঝঙ্কার—
ভুল রে বাঙ্গালি কবি মিনতি আমার।

১০

কে আছ গভীর স্বরে, গাও গীত তান পুরে,
বাজায়ে দুন্দুভী ভেরী গভীর নিস্বনে।
ভীম বজ্র করতলে, কিরূপে সংগ্রাম স্থলে,
দানবে দেবেন্দ্র ইন্দ্র দলিলা চরণে।
কেমনে পাণ্ডব চয়, অশ্বমেধে ছাড়ি হয়
ত্রিপুর করিলা জয় বিক্রম প্রচারি?
আর্য্যলক্ষ্মী বৈদেহীরে, লঙ্ঘিয়া অগাধ নীরে,
উদ্ধারিলা রামচন্দ্র রাবণে সংহারি?
ধ্বনিতে ধমনী ফুটে, সে গীতে পাষাণ ছুটে,
দেখিব কোথায় নাহি ধায় গরজিয়া।

দেখিব সংসারে কেবা না উঠে নাচিয়া ?
অচল এ অদ্রি রাজি, দেখিব কেমনে আজি,
দেখিব অচল ভাবে থাকে এ প্রকারে ?
মাতে কি না মাতে ধরা দেখাব সবারে।
শুন হে নবীন কবি, না তোল প্রেমের ছবি,
কবি হতে যদি আশা হৃদয়ে প্রবল ;
প্রমত্ত মেঘের পাশে, কিরূপে দামিনী হাসে,
তোল হে তোল হে কবি সে ছবি বিমল—
দেখিবে হাসিবে সুখে গগন ভূতল !
অলস অবশ জন, তাড়িত হৃদয় মন
নাচিবে নাচিবে রঙ্গে নাচায়ে ভূতল।
ভ্রমিও না ভ্রম বশে, কোকিলে না মন রসে ;
নয়ন কণ্টক কাল কোকিল সকল।
বীর রসে পূরে তান, গাও হে বীরের গান,
নাচিবে জড়ের প্রাণ—তারে যে প্রকার,
বিদ্যুতের গতি,—কবি,—মিনতি আমার।

হরিমোহন মুখোপাধ্যায়।

আর কি আছে ?

১

কিবা আছে আর—
এ ভারতে দিন দিন, হতেছে সকল ক্ষীণ,
বাড়িছে কেবল মাত্র দিন দীনতার ;
স্বর্ণ ভূমি ভারতের কিবা আছে আর ?
হিমাদ্রি শিখর হতে, ভারত জলধি স্রোতে,
দুঃখের প্রবাহ বেগ ছুটে অনিবার ;
ভাসে হিন্দুজাতি তায়, (না জানে সাঁতার !)

২

কিবা আছে আর ?
তৈল হীন দীপ প্রায়, নির্ব্বাণ উন্মুখ হায় !
জ্ঞানের উজ্জ্বল আলো কেবল আঁধার
ভারতীর মুখ ঢাকি পশিল আবার,
ভারতের অন্তস্তলে ;— ভারত সাগর জলে,
ডুবাইয়া—নিবাইয়া জ্যোতিঃ সভ্যতার
উঠিল তুমুল ঝড় ভারতে আবার !

৩

কিবা আছে আর ?
ভারতের শোভা যত, সকলি হইল হত,

মরুভূমি প্রায় এবে ভারত—সোণার!
ছায়া, জল, তৃণদল কিছু নাহি আর!
কিছু নাহি গেছে সব, বিপুল গৌরব রব;
ভারত সন্তান সব শবের আকার!
কিবা আছে আর্য্যভূমে শোভার আধার?

৪

কিবা আছে আর?
নাহি সৌধ সুশোভন, সারি সারি অগণন
হিন্দু-নৃপ-নিকেতনে শোভার ভাণ্ডার।
একেবারে হইয়াছে সব ছার খার!
বিনোদ বিহার ক্ষেত্র, দৃষ্টি মাত্রে সুখী নেত্র,
নাহি সে প্রমোদবন—রচনা—মায়ার!
কীর্ত্তি-লোপী কাল সব করেছে সংহার!!

৫

কিবা আছে আর?
দেবালয় কত শত; কত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত
কত ঘটা কত জাঁক হইত পূজার।
(ছিল ভক্তি পূর্ণ আর্য্য-হৃদয় ভাণ্ডার)
সজ্জিত তোরণ পর, নানা বর্ণ মনোহর,
উঠিত পতাকা কত সংখ্যা করা ভার,
শ্বেত পীত লাল নীল বিবিধ প্রকার!

৬

কোথায় সে সব ?

হায় চিহ্ন মাত্র নাই   কিছু না দেখিতে পাই

স্বপ্নের কল্পনা প্রায় হৃদয়ে উদ্ভব।

এই কি " ধর্ম্মের জয় " লোকে বলে সব ?

কোথা দেব প্রতিকৃতি ? কোথা হিন্দু নরপতি ?

কোথা সে সম্পদ সুখ, বিবিধ উৎসব ?

বাজে না দুন্দুভি ভেরি,—সকলি নীরব।

৭

কিবা আছে আর ?

শৌর্য্য বীর্য্য বুদ্ধি বল,   সব গেছে রসাতল,

রতি মতি রীতি নীতি আচার ব্যাভার,

যাহা ছিল, গেছে সব, চিহ্ন নাই তার।

ঘোর দেশাচারানলে   ভারত ভবন জ্বলে

জনেক সহায় নাই করিতে উদ্ধার।

রত্ন প্রসূ আর্য্য তুমি পুড়ে ছার খার!

৮

—গিয়াছে সকল!—

বীরত্ব গৌরবধাম—   ভারতের পরিণাম,

এই শেষ ? হায় শোক বাড়িছে কেবল।

কে জ্বালিল হিন্দু কুলে বিগ্রহ অনল ?

একতায় ছিল যবে, হিন্দু নরপতি সবে,
ছিল ভারতের মুখ কতই উজ্জ্বল।
এখন মলিন, যথা সন্ধ্যার কমল।

৯

কোথায় সে দিন ?
যখন যবন আসি, সমর তরঙ্গে ভাসি,
ভারতের সুন্দরতা করিতে বিহীন—
সিন্ধু তীরে ডেরা ফেলি হলো সন্মুখীন ?
হায় কত শত বার, হিন্দু স্থানে মানি হার
আর্য্য-ভুজ বলে নারি করিবারে ক্ষীণ,
পলাইল কতবার যবন প্রাচীন।

১০

একতা বন্ধন—
সুদৃঢ় যখন ছিল, কতবার এসেছিল
ক্ষত্রকুলে কালি দিতে দুরাত্মা যবন।
এই রাজ স্থানে, সঙ্গে সেনা অগণন।
রাজপুত্র বাহু বলে বিধর্ম্ম বিপক্ষ দলে,
কতবার করাইয়া সমরে শয়ন,
বংশের গৌরব সবে করেছে রক্ষণ॥

১১

কতই বিক্রম—
ভারতের ছিল হায়! স্মরিলে ফাটিয়া যায়

এহৃদয়—সে সন্তাপ নহে উপশম।
মনে হলে মনোবৃত্তি না হয় সংযম।
ভারত মহিলা যত, তাদের বীরতা কত,
দেশ হিতৈষিণী তারা, নারীর উত্তম।
আর্য্য কুলে ধন্য ধন্য তাদের জনম।

১২

আশ্চর্য্য কথন—
কে কোথা শুনেছে হায়, স্বদেশ রক্ষণ দায়,
সুকেশিনী কেশ রাশি করিয়া ছেদন,
দিয়াছে ধনুর গুণ করিতে বন্ধন ?
যামুদের আক্রমণে, ভারত রমণীগণে
সহিয়াছে কত ক্লেশ করি প্রাণপণ।
কেশ, বেশ, ভূষা দিয়ে জিনিয়াছে রণ।

১৩

কত বীর্য্যবতী—
করে ধরি শরাসন, করিয়াছে ঘোর রণ,
নারী কুলে কত তারা রেখেছে সুখ্যাতি
সম্মুখে সংগ্রামে পশি বিপক্ষ সংহতি ;
কত ক্ষত্র কুলবতী, সংসার উপেক্ষী সতী,
ধর্ম্ম রক্ষা হেতু কোলে করি মৃতপতি,
চিতার অনলে প্রাণ দিয়াছে আহুতি !

১৪

কেন বিসর্জ্জিলি—

আরেরে নিদয় বিধি, এ হেন প্রতিমা নিধি?
অকালে ভারতে কেন বিজয়া আনিলি?
আর্য্যকুল দেবী মুর্ত্তি কেন ভাসাইলি?
শূন্য দেবালয় মাত্র, গোটা কত বিল্বপত্র
শুকান ফুলের পাশে ছড়ায়ে রাখিলি।
ভারত রমণী মণি তস্করে অর্পিলি?

১৫

কিছু নাই আর!

দুর্ব্বল হৃদয় মাঝে, দরিদ্রতা শেল বাজে,
শৃঙ্খলের গুরু ভারে পা বাড়ান ভার।
ভিক্ষার তণ্ডুলে হয় দিনান্তে আহার!
অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি, লুটেছে দস্যুরা আসি,
উঠিয়াছে রোদনের ধ্বনি হাহাকার!
সোনার ভারত ভূমে কিবা আছে আর!

যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশ-পর্য্যটন।

১

ত্যজিয়া জনম ভূমি—শৈশবে যথায়
শুইয়া জননী-অঙ্কে সুখের স্বপন
হেরিতাম অগণন, সৌদামিনী প্রায়
খেলিত হাসির ছটা বদনে যখন!
ত্যজি সেই পুণ্য-ভূমি—জনমের স্থান,
ত্যজি পরাণের জন; সংসার-বন্ধনী
ভ্রাতৃবন্ধু পরিজন, হৃদয়ের ধন,
ভ্রমিতেছি দেশে, দেশে, দিবস রজনী!

২

যমুনা, জাহ্নবী—দোঁহে প্রবলা সতিনী!
আরম্ভি গর্জ্জন ঘোর হিমাদ্রি-শিখরে,
ক্রোধে স্ফীতবক্ষ হ'য়ে, যেন উন্মাদিনী,
মিশিছে তুমুল যুদ্ধে যে পুণ্য প্রান্তরে!
হেরিয়াছি সেই তীর্থ কীর্ত্তিত পুরাণে,
হেরিয়াছি যমুনার সেতু মনোহর,
হেরিয়াছি দুর্গশ্রেষ্ঠ গঠিত পাষাণে;
তবে কেন হিয়া মোর দুঃখে জরজর!

৩

ছাড়ি সেই পুণ্যস্থান যাইনু তথায়,
যথা সুবিশ্রুত তাজ্—শিল্পের সোহাগ!
অহঙ্কারে, উচ্চশিরে দাঁড়াইয়া হায়!
স্বর্ণ কুম্ভ শিরে; পদে (রজতের রাগ)
যমুনা দুঃখিনী বালা তিতি অশ্রুনীরে,
গাইছে দুঃখের গান—ভারত-রোদন!
শুনিছে আপনি ক্ষিতি সে স্রোত অন্তরে!
অভাগা ভারত-বাসী না করে শ্রবণ।

৪

শুনিবে কেমনে? হায়! শুনিলে কেমনে
আনন্দে দাসত্ব-সুধা করিবেক পান?
নিয়ত চরণে-রেণু শিরসি গ্রহণে
কেমনে ভাবিবে চিত্তে পরম সম্মান?
শুনিলে যে যমুনার করুণ রোদন,
ভারতের পূর্বদিন হৃদয় আকাশে
আপনি আসিয়া হায় দেয় দরশন!
এ দাস-জীবনে ঘৃণা আপনি প্রকাশে!

৫

যমুনার কলনাদ, গর্জ্জনের সনে,
ভারতের কত কীর্ত্তি রয়েছে গ্রথিত,
কেমনে জানিবে সেই, জেতার চরণে

যেই জন স্তুতিমালা অর্পিছে নিয়ত ?
কেমনে জানিবে সেই, করিছে যে জন
মনুষ্যত্ব বলিদান পর পদতলে ?
এহেন ভাবনা-পঙ্কে হইয়া মগন
ফিরিলাম ; কোথা সুখ শিল্পীর কৌশলে !

৬

ছাড়ি তাহে উপনীত প্রাচীন দিল্লীতে,
পঞ্চক্রোশাধিক স্থান ব্যাপিছে যথায়
ভগ্ন-হর্ম্ম্য-অবশেষ, অতুল মহীতে !
যমুনা চরণ-তলে কাঁদিয়া লুটায় !
অবহেলি কালদণ্ডে শুভ্র ভগ্নকায়
ঐ যে গগন-স্পর্শী আছে দাঁড়াইয়া,
হেরিছে কোপেতে স্তব্ধ, দুঃখে জরজর,
আর্য্যের দাসত্ব-বেশ অবাক্ হইয়া !

৭

চিনিলে কি, কুলাঙ্গার ! এ কীর্ত্তি কাহার ?
পড়িয়াছ বিজেতার ভারতেতিহাসে—
এ শিল্প-সোহাগ হায় ! কুতব-মিনার !
এ গৌরব যবনের প্রতিভা প্রকাশে !
মিথ্যা কথা ! দেখ চেয়ে মেলিয়া নয়ন—
নহে ও যবন-কীর্ত্তি, আর্য্য অহঙ্কার,

প্রভাতের রক্ত সূর্য্য করিতে পূজন,
পৃথুরাজ-কন্যা-তরে নির্ম্মাণ ইহার !

৮

ছাড়িয়া কান্তার এবে হিমাদ্রি-শিখরে
উপনীত অবশেষে বিধির বিধানে ;
আমি ক্ষুদ্র কবি, কবি-কেশরী না পারে
চিত্রিতে সে ভীম শোভা অতুল ভুবনে !
তুষার-মণ্ডিত-শিরে প্রভাত-তপন,
বরষে জ্বলন্ত স্বর্ণ যবে অকাতরে,
কি বিচিত্র শোভা নেত্র করে দরশন,
দেখে নাই যেই জন, বুঝিবে কি করে ?

৯

শিখরে ধবল শোভা ; নিতম্ব প্রদেশে
শ্বেত, নীল, পীত, আর সুবর্ণে রঞ্জিত
জলদ-মেখলা মরি ! কি শোভা প্রকাশে ;
দেখে যেই, হয় সেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত।
ঐই শুন কটিদেশে জীমূত-গর্জ্জন !
হাসিয়া বিকট হাসি খেলিছে চপলা !
ঐই হের, শিরোদেশে অপূর্ব্ব দর্শন
অক্ষয় তুষার-পুঞ্জ, নাহি যার তুলা !

১০

জিনি শত-মেঘ-মন্দ্রে গরজি গম্ভীরে,

হের কোন স্থানে অই গিরি-প্রস্রবণ,
উদ্গিরে সমুচ্চ শৃঙ্গে, পড়িছে কন্দরে,
রাশি, রাশি, ফেনপুঞ্জ করি উৎক্ষেপণ !
কোথা বা মৃদু, মধু বামা-কণ্ঠস্বরে
গাইছে মধুর গান শ্রবণ-রঞ্জন !
শোকে, দুঃখে, কাঁদি কোথা গাইছে ঝর্ঝরে,
জাগাইয়া সুপ্ত স্মৃতি, শোকের সদন !

১১

তমোময় গিরি-গুহা, সমুচ্চ শিখর,
ভীষণ অরণ্য, আর তৃণ-শূন্য স্থল,
প্রকৃতির পুষ্পোদ্যান—মনঃ-প্রাণ-হর
দেখিয়াছি যত শোভা হইয়া বিহ্বল !
তবে কেন নাহি সুখ অন্তরে আমার !
তবে কেন জ্বলিতেছে থাকিয়া থাকিয়া,
সে পোড়া পাবক হায় ! বিষাদ ভাণ্ডার !
নাহি কিরে শান্তিজল জুড়াইতে হিয়া ?

১২

দাস যে, তাহার তরে তুঙ্গ হিমালয়,
সমভূমি বঙ্গদেশ, সাহারা ভীষণ,
সকলি সমান হায় ! সকল সময়
পদাঘাত মাত্র তার অঙ্গ-আভরণ !
অই শুন হিংস্রবান গর্জ্জিয়া ঝঙ্কার,

কুলাঙ্গার আর্য্যসুতে বলিছে সঘন ;
শুন এই মহাগীত, বহিবে শিরায়
প্রলুপ্ত আর্য্যের রক্ত কলুষ-নাশন !

১৩

হিমাদ্রি বলিছে, ভারত-সন্তান !
ত্যজিয়া বাসনা, ত্যজিয়া সম্মান,
জ্ঞানের অর্ণব, আর্য্যের গৌরব,
ভুলিয়া সকল, ঘৃণ্য স্তুতি-গান
গাইছ নিয়ত, করিছ প্রদান
অঞ্জলি যতনে পরের চরণে,
লভি বিনিময়ে হেলা, অপমান !
কলঙ্কে ডুবায়ে আর্য্যের পরাণ ?

১৪

" করিয়া পরের পাদুকা লেহন
হয় নাকি ঘৃণা ধরিতে জীবন ?
প্রণয়িনী পাশে হেন নীচ বেশে
কেমনে নির্লজ্জ ! করিস্ গমন
পৃষ্ঠে পদাঘাত করিয়া বহন ?
থাকিতে পরাণে, কেমনে সন্তানে
দিস্‌রে বাঁধিয়া দাসত্বে চরণ ?
আশা-বৃক্ষ হায় ! করি উন্মূলন !

১৫

" ভুলেছ কি মূঢ়! ভীষ্ম, কর্ণ বীর,
দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ভীম যুধিষ্ঠির,
কৌশল্যা-নন্দন, সৌমিত্রি লক্ষ্মণ,
ভারত-গগনে নক্ষত্র সুস্থির,
বীর-অহঙ্কার সমগ্র মহীর?
ভবভূতি, ব্যাস, মাঘ, কালিদাস,
আদরে পালিত পুত্র ভারতীর;
ভুলেছ তাঁদের সংগীত গভীর?

১৬

" ভুলিয়াছ যদি এসব রতন,
কেননা ত্যজিছ এঘৃণ্য জীবন!
কেননা সকলে জলধির জলে
এ নীচ পরাণে কর বিসর্জ্জন!
হইবে আর্য্যের কলঙ্ক মোচন।
জ্বলিবেনা হিয়া, রহিয়া, রহিয়া,
ভীরু আর্য্যমুখ করি দরশন!
শুনি ভারতের দুঃখের রোদন!

১৭

" অভ্রভেদি শির দেখিয়া আমার,
ওরে ভারতের পুত্র দুরাচার!
কোন্ নীচ মনে পরের চরণে

লুটাইস্‌ তোরা মস্তক আবার ?
নাহি কিরে হয় ঘৃণায় সঞ্চার !
উচ্চশৃঙ্গ দেখি উচ্চভাব শিখি,
কাঠিন্য নেহারি হয়ে বলাধার,
দুর্ভাগ্য ভারতে করহে উদ্ধার !

১৮

দক্ষিণে জলধি, অনন্ত, অপার
ভারতের দুঃখে গর্জ্জে অনিবার।
হেরি বিস্তীর্ণতা শিখ উদারতা,
নীচ, ক্ষুদ্রভাব কর পরিহার ;
আর্য্যের গৌরব হইবে বিস্তার !
জাহ্নবীর স্রোত সদা প্রবাহিত
দেখি কর্ম্মঠতা করি অলঙ্কার,
দুর্ভাগ্য ভারতে করহে উদ্ধার।

শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

গীতি কে যেন গাইল।

১

গীতি কে যেন গাইল।
বসে ছিনু নদী তীরে, সমীরণ ধীরে ধীরে,
বহি বারি কণা অঙ্গ শীতল করিল।

এমন সময়ে গীতি কে যেন গাইল।
গীতি শ্রবণে পশিল।

২

গীতি শ্রবণে পশিল।
সমীর লহরী সনে, প্রবেশিল এ শ্রবণে,
শ্রবণের দ্বার দিয়া মরমে পশিল।
সুমধুর স্বরে গীতি কে যেন গাইল।
গীতি মরমে পশিল।

৩

গীতি মরমে পশিল।
কাঁদাইয়ে বিটপী দলে, কাঁদাইয়া নদী জলে,
ঢালিয়া শোকের ধারা কে যেন গাইল
শুনিয়া অন্তর মম কাঁদিয়া উঠিল।
ধৈর্য্য দূরে পলাইল।

৪

ধৈর্য্য দূরে পলাইল।
অস্ত প্রায় দিবাকর, সুলোহিত কলেবর,
সে গীতি শ্রবণে যেন কাঁদিতে লাগিল
তাই বুঝি তার চক্ষু আরক্ত হইল।
শোকে আকাশে মিশিল।

৫

শোকে আকাশে মিশিল।
সাজাইয়া ছায়া পথ, নক্ষত্র কুসুম যত,
বিকশিত, তারা যেন দেখিতে আইল,
ছিল ঘুমে, স্বর শুনি হঠাৎ জাগিল।
কি হলো বলিয়া যেন দেখিতে আইল।
শেষে শোকেতে ভাসিল।

৬

শেষে শোকেতে ভাসিল।
পূর্ব্বাকাশ সুশোভিয়া, কুমুদিনী হাসাইয়া,
উদিত চন্দ্রমা, রশ্মি জলেতে পড়িল
তাহা নহে, শোকে বিধু জলে ঝাঁপ দিল
দুঃখ সহিতে নারিল।

৭

দুঃখ সহিতে নারিল
নিস্তব্ধ প্রকৃতি সতী ঝিঁঝিঁরা শব্দ একরতি,
নাহি কোথা, চারিদিকে নিঃশব্দ হইল।
শাখীপত্রে পাখীগণ নীরবে বসিল।
শোকে নীরবে কাঁদিল।

৮

শোকে নীরবে কাঁদিল।
পবন না বহে আর, স্থির তার অধিকার,

ক্রমশঃ আসিয়া এবে চৌদিক ব্যাপিল।
সে স্থিরতা ভেদ করি ক্রমশঃ জাগিল।
গীতি গগণে উঠিল।

৯

গীতি গগণে উঠিল।
বায়ু শিরে করি ভর, সেই খেদ পূর্ণ স্বর
ধ্যানময় দূর গিরি-কর্ণে প্রবেশিল
ধ্যান ত্যজি গিরি যেন কাঁদিয়া উঠিল;
মুহুর্মুহু প্রতিধ্বনি ছলেতে কাঁদিল।
হায় পাষাণ (ও) গলিল।

১০

কে যেন গাইল।
" বীর বর!
একি দশা হেরি তব? একি বিড়ম্বন?
শরশয্যা পরে হায় করিলা শয়ন?
কুরুসৈন্য অগণন, নির্ভয়ে করিতো রণ,
তোমারও বিহনে আজি সকলি সভয়।
যে দিকে নিরখি দেখি নিরাশা উদয়।

১১

" ভগ্নোৎসাহ সেনাগণ সভয় অন্তর
ভয়াকুল দুর্য্যোধন কাঁপে থর থর,
না হইল রণে জয়, সেনাকুল হলো ক্ষয়।

ভাবিয়া যে কুরুপতি ব্যথিত হৃদয়।
হে বীরেশ ! তোমা বিনে সব শূন্যময়।

১২

" দেখিতেছি দিব্য নেত্রে এ সময়ে আর
তুমি যবে মৃত,—নাহি কাহারো নিস্তার
বড় বড় রথি যত, সকলি হইল হত।
শেষ শ্বাস ছিলে তুমি, তোমারো পতন
বুঝলাম ভারতের অদৃষ্ট লিখন।

১৩

" দেখিতেছি দিব্য চক্ষে, অতঃপর আর
ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা হওয়া ভার।
গৃহচ্ছেদে যে দেশের স্রোত বহে শোণিতের—
সে দেশের আশা রবি রবে কত দিন ?
অধীনতা মেঘে শীঘ্র হইবে বিলীন।

১৪

" মহামন্ত্র একতার যথা লেশ নাই,
যে দেশে শোণিতপাত করে ভাই ভাই,
সে দেশের সুগৌরব, সে দেশের সুবিভব,
কত দিন রবে ? নহে বহু দিন আর
সোনার ভারত হবে দীনতা-আধার

১৫

" বটে বীরপ্রসবিনী মোদের জননী

বটে আমাদের সম নাহি আর ধনী,
বটে জ্ঞানে, গুণে মানে, আছি সর্ব্ব উচ্চ স্থানে,
কিন্তু নাই আমাদের একতা বন্ধন।
যার ইচ্ছা সেই পারে করিতে দলন।

১৬

উড়িছে যে হিন্দু ধ্বজা সিন্ধুনদী তীরে,
ব্যঙ্গ করি পশ্চিমের ম্লেচ্ছ নৃপতিরে,
সিন্ধুর অগাধ জলে, ডুবি যাবে রসা তলে,
দেখিতেছি দিব্য নেত্রে একতা বিহীনে
দাসত্বে পুরিবে দেশ ক্রমে দিনে দিনে।

১৭

" কৌরব পাণ্ডব গৃহবিচ্ছেদ কারণে
তুমি যথা বীর বর পড়িয়াছ রণে
ভারতের ভাবী বংশ, এই রূপে হবে ধ্বংস ;
কে যেন কহিছে মোরে জাগ্রত স্বপনে
মজিবে ভারতভূমি একতা বিহনে।

১৮

একতা বিহনে আজি কুরুক্ষেত্র স্থলে।
হইয়াছে একমাত্র শ্মশান কেবল।
ভারতের এই দোষে পড়িয়া বিধির রোষে
ভারিতো হইবে কালে প্রকাণ্ড শ্মশান
পুড়ি ভস্ম রাশি হবে ভারত সন্তান "

১৯

গীতি কে যেন গাইল

কাঁদাইয়া চরা চরে পশু পক্ষি আদি নরে

গীত ত্যজি শেষে সে যে আপনি কাঁদিল

ক্রমে যেন সেই স্বর বিলীন হইল

আর কর্ণে না পশিল !

২০

ভারত সন্তান গণ ! দেখ,–

সৈনিকের প্রতি বাক্য হয়েছে সফল।

ভারত একতা বিনে গেল রসাতল।

তবে কি হবেনা ভাগ্যে আর স্বাধীনতা ?

হবে,–যদি যপ মন্ত্র "একতা একতা।" ভারত-সুহৃদ

ভারতের সুখাবসান।

১

ভারতের সুখনাশ হায়রে যেদিন,

সিন্ধুনদ অবতরি,

বহুসৈন্য সঙ্গে করি

আসিল ভারতে ঘোরী, পৃথু পরাজয় ;

ভারতে হিন্দুর সুখ সেই দিন লয়।

২

কেবল কি স্বাধীনতা ? ধন, মান, জ্ঞান ;

বিদ্যা বুদ্ধি আদি যত,
সে দিন সকল হত
সে দিনই মরিল, ভীষ্ম, অর্জ্জুনাদি করি ;
স্বর্গবাসী হিন্দু আত্মা কাঁদিল ফুঁকরি।

৩

সে দিনই ঘোর কলি পশিল ভারতে,
পিতা পুত্রে বিসংবাদ,
দুর্জ্জয় কলহ নাদ
ঘরে ঘরে ; কাঁদে মাতা পুত্র আচরণে,
ধর্ম্ম ছাড়ি ব্রাহ্মণ পড়িল প্রলোভনে ;—

৪

সুদৃঢ় দাম্পত্য প্রেম হইল শিথিল,
সুন্দরীর মুখেন্দু'পরে,
সে দিন কলঙ্ক পড়ে,
সহসা বীরের হৃদি, হ'ল কম্পবান
ভীরুতা, নীচতা, পশি লইলেক স্থান।

৫

ভুলিতে কি পারি, হইলেও বহুদিন ;
আজিও সে বংশবলে,
অহঙ্কারে উঠি ফুলে
কি তাপ! সিংহের ঘরে জন্মেছি শৃগাল,
ভাবি না " এদেহ হবে মাটিতে মিশাল " ;

৬

ভুলিব কেমনে ? কোথা আছে কি তেমন ?
প্রতিজ্ঞা রক্ষার তরে,
কোথা বল কোন্ বীরে,
নিরস্ত্রে পরেরে করে প্রাণ সমর্পণ
কোন্ দেশে আছে হেন ভীষ্মের মতন ?

৭

পিতৃ সত্য পালিবারে কে গিয়াছে বন !
কার বল সহোদর,
রাজ্য ছাড়ি বনান্তর
ভ্রাতৃপ্রেমে বৈমাত্রের লক্ষ্মণ যেমন,
কোথা হেন পতিসহ পত্নী গেছে বন ?

৮

রণস্থলে ছল যুদ্ধ জম্বুক আকার ;
সেই নাকি সুকৌশলী,
তারে মহাবীর বলি—
পরমুখে ব্যাখ্যা শুনি প্রশংসি বিস্তর ;
ভাবিনা যে, দস্যু, বীরে, কি আছে অন্তর।

৯

ভারত-মাণিক হেন বসুধা ললাটে ;
তদূর্দ্ধেতে হিমালয়,
আহা ! কিবা শোভাময়

উন্নত গগন ভেদী মুকুটের প্রায় ;
মহাসিন্ধু নীলাম্বর নয়ন জুড়ায়।

১০

স্বর্ণভূমি এভারতে, কিসের অভাব ?
কোথায় জলদ জলে,
হেনরূপ শস্যফলে
স্বর্ণরেণু কোথা হেন ভাসে নদীজলে ?
পরে দুগ্ধ খায়, মোরা কাঁদি মা মা বলে।

১১

অমল সলিলা নদী, বহি সদা দ্বারে,
অগণ্য বানিজ্য তরি
আনিতেছে বক্ষে ধরি ;
কোথা মন্দাকিনী নামী, কল কল স্বরে,
হিমালয় হতে যায় সাগর বাসরে।

১২

বার মাসে তের পর্ব্ব কোথা হেন আছে ?
কোথা হেন ছয় ঋতু,
সবার সুখের হেতু,
লয়ে রাজভোগ্য ভেট উপনীত হয় ?
গোপনে অমৃত কোথা আম্রবৃক্ষে রয় ?

১৩

আনন্দের দিন কোথা আছেরে এমন,

সর্ব্ব দুঃখ দূর করে,
মিলি নিজ নিজ ঘরে,
দেশ দেশান্তর হতে আখিনে যেমন,
পুজিয়া শারদা আর লক্ষ্মীর চরণ।

১৪

শশাঙ্ক-কর-পরশে হাসে কুমুদিনী;
পেয়ে অংশুমালিকর
আলো করে সরোবর।
বিকসিয়া কমলিনী দোলে বায়ুভরে,
পতি প্রাণা সতী যেন বাঙ্গালির ঘরে।

১৫

ভারতের অতুল সুখ; কিন্তু কার তরে?
এযে রে! ভারতবাসী,
গভীর কলঙ্ক রাশি,
লেগেছে ললাটে তার বজ্রের মতন,
নাহি যায় হেন দাগ দিয়াছে যবন।

১৬

ধিক্‌রে ভারতবাসী ধিক্ শতবার,
সেই দেশে আপন,
ভাণ্ডারে অমূল্যধন—
লক্ষ্মীবাণী সমভাবে বসিত যথায়;
সেই ভারতের দশা একি হেরি হায়!

১৭

কোন্ বিদ্যা তব দেশে না ছিল এমন।
　　যার লাগি জন্মভূমি,
　　ত্যজিয়া চলেছ তুমি
ফিরিঙ্গিরে গুরু বলি কর সম্বোধন,
ইহা হতে শ্রেয় তব-মরণ শরণ,

১৮

শুনিয়া পরের মুখে নিজ ইতিহাস
　　গালি দেও মনাকুলে
　　স্বর্গবাসী আর্য্যকুলে
পবিত্র আরাধ্য সেই আর্য্যজাতি নাম
ভারতে হায় রে আজি সে নাম বিরাম।

১৯

ধনে, মানে আমাদের কি আছে গৌরব ?
　　মহারাণী খ্যাতি পেয়ে,
　　ভারতে নক্ষত্র হয়ে
বল কে স্বাধীনা, কেবা করে আলো দান ?
একে গলে অধীনতা হার পরিধান !

২০

ভারতে আমার মাতা, কারে আমি ডরি ?
　　শোকে অন্ধ জর জর,
　　নাহিক মরিতে ডর

কোন্ আর্য্য ডরিয়াছে ? আমি কেন ডরি ?
মাতা মোর অন্নপূর্ণা আমি ভিক্ষা করি।

২১

এসহে ভারতবাসি আর কত কাল,
সহিবে যন্ত্রণানল,
জননীর মুখোজ্জ্বল,
না হইল যদি, জিয়ে এত পুত্র যার,
তবে এজীবনে বল কি হল সুসার ?

২২

জাগরে ভারতবাসী যায় কিন্তু কাল।
এহেন কোমল বুকে,
দহিছে অনন্ত শোকে ;
ধরেছ মানব জন্ম এই কি কারণ ?
এ ভাবে কি চিরদিন করিবে ক্রন্দন ?

২৩

নশ্বর-মানবদেহ, কীর্ত্তি চিরস্থায়ী ;
ভঙ্গুর শরীর তরে,
রতন মিলিবে করে
এস সবে মিলি মোরা এ বাণিজ্য করি।
ঘাটেতে বাঁধিয়া কেন ডুবাইবে তরি !

২৪

যদি না করিলে কার্য্য জন্মিয়ে ভারতে,

তবে অগ্নি কুণ্ড করি,
এস সবে পুড়ে মরি
ভারতের পতিব্রতা মরেছে যেমন।
দাসত্বের তরে কেন রাখি এ জীবন ?

২৫

যে সমাজাকাশে শোভে বাবু শশধর !
সাধকের রূপ ধরি,
বাবু বলে সারি সারি,
তার না হইবে রক্ষা বুঝেছি নিশ্চয়।
কেমনে কলঙ্কী চাঁদ ভারতে উদয় ?

২৬

ভারতবাহিনী অয়ি দেবী মন্দাকিনী !
শুনিয়াছি রামায়ণে
ভগীরথ আরাধনে,
এলে মর্ত্তো, ঐরাবত দর্প চূর্ণ করি,
পশিল পাতালে জল পৃথিবী বিদারি,

২৭

সেই খরতর তেজ কোথায় জননি !
পতিত পাবনী তুমি,
পতিত ভারত ভূমি,
উদ্ধার তাহারে আজি কৃপাদৃষ্টি করে,
নতুবা অতল জলে ডুবাও তাহারে।

রাগিণী বসন্ত বাহার।

তাল আড়া।

(বিধি) দারুণ দুঃখের নিশি পোহাবে কবে!
ভারত গৌরব রবি, উদিত হবে।
অধীনতা অন্ধকার, এদেশে রবে না আর,
অধীন ভারতে হবে স্বাধীন সবে।
সকলে স্বাধীন ভাবে, স্বাধীনতা গুণ গাবে,
বিহঙ্গে গাইবে শূন্যে স্বাধীন রবে।
নিশি পেয়ে নিশাচরে যত এ ভারতে চরে,
আলোকে সাগর পারে, পলাবে সবে।
নিত্য নিশি দূরে যায়, নিত্য লোকে আলো পায়,
ভারত দুঃখের নিশি (কি) অনন্ত রবে?
ইচ্ছার বিধির লীলা, জলেতে ভাসিল শিলা,
তাঁহার ইচ্ছায় তরে, নরে অর্ণবে!

রাজবিহারী দাস।

অশুদ্ধ সংশোধন।

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
১	৩	কবি	করি
২	১১	বিন্ধ্যা	বিন্ধ্য
২	২০	সে	সেই
২	২১	সেই	সেঁ
৪	১২	অনলে	আনলে
৪	১৮	গা(উ)ক	গাক্
৮	৫	ইতিহাস	ইতিহাসে
৮	১৫	আর্যাবর্ত্ত	আর্য্যাব
১০	৪	শক্তিবান	শক্তিমান
১০	১৬	করিল	করিলে
১১	২	সেই	যেই
১৬	২০	বেশ	বশ
৩৪	২	নির্ব্বাও	নিবাও
৩৪	১৩	সন্তান	সংসার
৩৫	৫	করিছে	করিছু
৩৬	১৩	সেই	সে
৪২	২	ভারত	ভারতে
৫৫	৩	যাইতে	যাইত

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫৫	১৭	সূর্ষ্য	সূর্য্য
৫৬	১৯	তাকে	তা, কে
৫৭	১	দোহ দোহ	দেহি দেহি
৬২	১৩	সাগরের	সাগরে
৭২	১৭	যাবে	মারে
৭৯	১১	তাহার	তাহায়
৯৭	৯	কাঁদাইয়ে	কাঁদায়ে
৯৯	১৫	তোমারও	তোমার
১০১	১৫	স্থলে	স্থল
১০৩	১১	সুন্দরীর	সুন্দরী
১০৫	৬	স্বর্ণভূমি	স্বর্ণভূমি
১০৭	১৩	ভারতে	ভারত
"	১৬	ভারতে	ভারত
১০৮	২	অন্নপূর্ণ	অন্নপূর্ণা

আসুক প্রলয়, আসুক সে ত্বরা,
ডুবাতে ভারতে এ পাপের ভরা ;
পাপ নয় ত কি ?—যারা দিশে হারা—
বাঁচিয়া যাহারা করয় চোর ?

দেখি শুনি আর যাহা করি অনুভব—
হায় !—
বালকেরা হোথা ছুটাছুটি ছাড়ি—
কঠোর ব্যায়াম দাবা বড়ে পাড়ি—
হতে রণ-জিত গদগদ চিত
ক্ষুধা তৃষ্ণা ত্যজি বসিয়া থাকে—

কেহ বা সন্ধ্যায় তটিনীর তীরে
ক্লান্ত পথ চলি সেবিতে সমীরে—
ফিরিয়া আবাসে শ্রান্তি দূর তরে
স্ব-অঙ্গ শয্যায় ঢালিয়া রাখে !—

পদব্রজে চলা বিপদ সবার,
গাড়ী ঘুড়ী যোথা কাতারে কাতার,
এবে যুবকেরা বৃদ্ধ হতে ত্বরা,
সুদীর্ঘ দিবস চাকরি করি—

তাই—
অবকাশ পেলে খাতা পুঁথি ফেলে
নানা রঙ্গে মাতি কাটে দিবা রাতি—

মদ্যপানে, নয়, বারাঙ্গনা সনে,
তরঙ্গিণী মাঝে ভাসায়ে তরি।

বাল্যবিবাহ!

চঞ্চল স্বভাবা বালিকা ধরিয়া,
পরিণয় দেয় বল কি দেখিয়া?
নিতি খেলা ধূলা করে যে দুবেলা,
কেন সে বালিকা বদন ঢাকে?

প্রণয় অঙ্কুর হয় নাই যার,
প্রণয়িনী হ(ও)য়া সাজে কি তাহার?
বাল-কুলবধূ হবে কি আবার,
অকালে সকলি শিখিতে থাকে?

তাহে—
রসময় পতি অনুরাগে অতি
শিখাইয়া প্রেম বাল যুবতীরে,
টানিয়া টানিয়া যৌবন আনিয়া
সাজায় তাহায় সুখের তরি—

ভাসে তাহা লয়ে, নাহি মনে ভাবে
কালের তরঙ্গ তুলিবে ফেলিবে
আছাড়িবে জোরে—সে তরি তখন,
বাঁচাইবে হায় কেমন করি?—

উৎসর্গ।

সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্র চন্দ্র মিত্র
এম্. এ., বি. এল্.

সখের বাগানে, সখে, পশিয়া পুলকে,
তুলিয়া ফেলেছি ও যে বনফুল, হায়!
কারে দিব তোমা বিনা, কে লইবে আর
কে দেখিবে পরিমল, আছে কি না তায়!

* * *

১লা বৈশাখ ১২৮৮।

আরণ্য প্রসূন।

অবতরণিকা।

সুনীল অম্বর তলে শরতের শশী
বিশদ রজত রঙ্ ফলাইয়া মুখে
ভাসিল—হেরিল লক্ষ যোজন অন্তরে
মুদিত আনন দুখে কুমুদিনী প্রিয়া—
পড়িল খসিয়া আসি সরসী-সলিলে।
ধীরে ধীরে সরাইয়া মুখ-আবরণ,
চুম্বিল অধর তার বিপুল সোহাগে!
সিহরি আবেশে তাহে বিধু-বিনোদিনী
চাহিল শশাঙ্ক পানে,—গাঢ় আলিঙ্গনে
পড়িল—সোহাগী যথা—পতির উরসে
কহিতে মরম কথা প্রাণে প্রাণে যেন।
  হায় সে সুন্দর নিশি! গভীর নিশীথে
প্রশান্ত প্রকৃতি ধরি অপরূপ রূপ—
অগাধে নিদ্রিত জীব, স্থির পঞ্চভূত
সুসুপ্তি মগন যেন—জাগি মাত্র তুমি,
বীণাপাণি! বীণা হস্তে বসিলে আসিয়া

সেই সরসীর তীরে, পরশিলা তন্ত্রী,
বাজাইলা বীণা, মরি, মোহনে পূরিয়া ;
জাগাইলা তাহে গো-মা—প্রিয় পুত্র 'হেমে'।
হায় ! ইচ্ছা হয় লভি চরণ-প্রসাদ
তব, মাতঃ—হত্যা দিই সেই সরোবর-
কূলে অহরহ ভুলি চিন্তা বৈষয়িক,
শুনি বীণা—মজি তাহে ; ইহ জীবনের
পূত স্বার্থকতা লভি ইহ জনমেই।
জানি আমি, ধরাতলে—সরসী, ঝরণা,
কুসুমকানন, ক্ষেত্র, প্রবাহিনী তট,
মরু গিরি—নভঃ—শোভে পদযুগ তব,—
কিন্তু চিরাসন তব মানব-হৃদয় !—
স্নিগ্ধ-প্রভ নিশাপতি, অমাকাশে তারা,
সুনীল নীরদ কোলে চপলা সুন্দরী,
বিকসিত ফুল, হাসি রমণী অধরে,
সুরভি-হিল্লোল, আর পতত্রী কূজন,—
কবির অন্তরে সদা সুধা-প্রস্রবণ !
সেই সুধা উথলিয়া বহে অবিরাম
পরশি সে চিরাসন, অঙ্কুরিত তাহে
মরম লতিকা, তাহে ফোটে কত ফুল—
কোমল মরম সুতে গাঁথি তার হার
উপহারে তব পদে কবিতা-লহরী।

বড় সাধ গাঁথি মালা অর্পি ও চরণে !
হৃদয় পাষাণ মম, কিন্তু গো জননী ঃ
সুধার প্রবাহ তাহে বহে সত্য, কিন্তু
কভু নাহি দেখি হৃদি তিতিতে তাহায়
অঙ্কুরিতে লতা, কিংবা বিকসিতে ফুল !
কি দিয়া গাঁথিব মালা সূত্রে ধরা সার !
নাহি সে প্রণয়—তাহে নাহি সে বিচ্ছেদ,
না জানি যতন—তাই নাহিক যাতনা,
কই বা সে আশা উচ্চ, কই সে নৈরাশ,
না হেরি সে নারী মুখ—কবিতার খনি,
নাহি বাং প্রতিঘাত কঠিন মরমে,
বিঁধে নাই অগ্নিশেল—প্রেমে প্রবঞ্চনা,
নাহি চিন্তা চিতে মম ঝলসিতে হৃদি—
ঝটিকা সঙ্গম বিনা—ক্ষুদ্র পরবাহ
শোভে কি কখন গো মা ঊর্মিমালা পরি !
এ ছার হৃদয় যেন অনুভূতি হীন !
কি শোভা পড়িয়া তায় প্রকৃতির ছবি—
নির্জীব পাষাণে আঁকা সজীব জগৎ !
পূজিতে ও পদযুগ কত শত জন
একান্তে কাঁদিয়া ডাকে—ডাকি আমি তাই,
আপনি আসিয়া গো মা হৃদি-সরঃ মাঝে
ফুটাও কুসুম, দেহ সূতে, গাঁথি মালা,—

অঞ্জলি-প্রদান-সুখ লভি মূঢ়মতি।
তোমার করুণা বিনা মুক কাব্যকার!
স্বভাবতঃ দশা তার—পাগলের মত—
নিদ্রায় চঞ্চল মন—আমোদ ত্যজিয়া,
নিভৃতে সজল আঁখি চিন্তায় মগন—
কখন জলধী-তীরে, মরু-মাঝে কভু,
বনের পশুর সনে গহন কাননে,
অভ্রভেদী হিমালয় ধবল শেখরে,
কভু উঠি সুরলোকে, পশিয়া পাতালে,
বিচরে উদাস মন হাসিয়া কাঁদিয়া।
জিজ্ঞাসিলে হাসে—কহে পূর্ণ মনোরথ!
আশু সুখ—চিরসুখ—তীর্থ পর্য্যটনে,
কে লভে তাহার মত! ধন্য সেই, ধন্য
দরিদ্র যে মহাকবি! উদরের তরে
লালায়িত কৃতবিদ্য অভাগী ভারতে;
পরের দাসত্বে তার জীবন বিক্রীত—
হায়, সহে কত জ্বালা, কাঁদে অবিরাম,
তথাপি প্রফুল্লচিত—তোমার সেবায়।

আক্ষেপ।

জননীর অঙ্কে বসিয়া যেমন
লইয়া অধরে পয়ঃ-পূর্ণ স্তন—
পান করি দুগ্ধ—হায় কুসন্তান
নখরে তাহারে ছিঁড়িয়া ফেলে ;—

ভারতের সুত আমরা প্রত্যেক—
শোষিয়া জননী-শোণিত যতেক
লভিয়া সম্পদ সৌভাগ্য শতেক—
দিতেছি হৃদয়ে আগুন জ্বেলে ;—

ধর্ম্ম বোধ নাই, কর্ম্মে দিয়া ছাই,
মর্ম্ম কথা আর কর্ণে তোলা নাই,
স্বার্থপরতাই ঘটেছে বালাই,
দ্বেষাদ্বেষ তায় প্রবলা অতি ;

জাতিভেদ পণ করেছি কেমন,
পরস্পরে হায় পেতেছি বেদন,
সাম্যায়ত্ব ধন—একতা রতন
হারায়ে বসেছি কি মূঢ় মতি !

সাধ্য নাহি কারো করে প্রতীকার,
ব্রহ্মমন্ত্র সাধা বাক্যে অবতার—
নহে কি মিছার ক্ষমতা প্রচার
প্রাঙ্গনে অবলা মহিলা-পাশে !

হোথা ইন্দ্রজালে ভুলায়ে সকলে
আর্য্যবীর্য্য বল সব কেড়ে নিলে,
দিয়াছ যে এত,—বল কি পাইলে—
তার বিনিময়ে আছ কি আশে ?

দাসত্ব-শৃঙ্খলে নয়নের জল,
উদয়াস্ত হায় বহিছে কেবল,
দুঃখিনী ভারতে সুখী কেবা বল
রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র, আহা !

মিছার উপাধি লইয়া কি হবে,
সে মর্য্যাদা আশে কতকাল রবে,
তাহে কি অন্তর-অনল নিবিবে,
নিরন্তর জ্বলে ভারতে যাহা !

যে গরল পশি ভারত-হৃদয়ে,
যে অনল অঙ্গে দিয়াছে ছড়ায়ে,
থাকিলে ক্ষমতা শুষিতাম তাহা
যে'ত যে'ত প্রাণ গরল পানে—

উর্ব্বরা বসুধা পূর্ণ-তোয়া নদী,
ফল ফুলে কীর্ত্তি শস্য পূর্ণ যদি,
তাহার সন্তান অনাহারে মরে
এ কেমন কথা !—বাজেনা কি প্রাণে !

স্বাধীনতা সার নাহিক যাহার
সুখ সাধ আশা সকলি মিছার,
অধীন জনের বিলাস কি সাজে
কার্ সুখে হাসি—কিসের সুখ !

আপনার দেশে প্রবাসীর মত,
আছে ত সকলি—বল বুদ্ধি হত,
গেল গেল সব বিষয় বিভব—
ছায়াবাজী হেরি ফাটিছে বুক !

হতেছি ভিখারী—ভাবিয়া ভাবিনা,
দূরে যাইবনা—ব্যবসা বুঝিনা,
পুত্র পরিবার মায়া ত্যজিবনা,
ঘরে বসি তবু চাকর রব—

নিজ গুণ গাই নাছাড়ি বড়াই,
লেকচার মিটিং মিসন লইয়া,
বিব্রত কতই, বড় লোক বলে,
কাগজে কাগজে প্রচার হব—

পুরুষত্ব যত বাক্যে পরিণত,
মূর্খ বলে নয়—সুশিক্ষিত যত,
পর নিন্দা লয়ে নাচিয়া নাচিয়া
হৃদয় পুলকে হাসিছে কত—

সব কাজ ফেলে দলাদলি করা
অবশ্য কর্ত্তব্য বুঝিয়াছে তারা,
করে সর্ব্বনাশ, একতা বিনাশ—
গরল রসনা ধরিয়া যত।

এত অধ্যয়নে ফলিছে কি ফল !
অধ্যয়ন (ই) সার স্বার্থের কেবল,
বড় পদ লও—ভিন্ন হয়ে রও,
দেশ হিতৈষিতা ভুলায় যায়—

হতভাগ্য এবে বলিব কি, আহা,
লতা পাতা মূল ভারতের যাহা,
বিদেশীরা আসি তুলিতেছে তাহা,
করিছে ঔষধ প্রস্তুত তায়—

ভারত কার্পাস—বিলাতের কলে,
বস্ত্র লই তার কত গুণ মূলে ;
দিয়া সব শস্য বিনিময়ে মিলে
সামান্য খেলনা, মক্ষিকা, লোহা।

নীল কুটী যত বিদেশীর সব !
চার ক্ষেত্র'পরে ওরা কারা সব ?
চিনি, চট, সুতে, কাদের বিভব ?
কেনবা তাদের করিয়া দেওয়া ?

পরের হইয়া পরের লইব—
পরের (ই) খাইব পরের (ই) পরিব—
গাই ত সুখ্যাতি পরের (ই) গাইব—
পরেরে আপন ভাবিতে হল ;

আর্য্যসুত হয়ে গৌরব ভুলিয়া
নতশীরে পর পাদুকা তুলিয়া
পরের পাছুতে ছুটিতে ছুটিতে
অভাগা জীবন ফুরায়ে গেল !

তবুনা স্বজনে মৃদু সম্ভাষণে
ডাকিয়া বসা'ব আপন আসনে,
সাধিয়া যতনে কহিব গোপনে
ত্যজিয়া সরম মরম কথা—

"ভাবনা কি ওহে দেখ দেখ চেয়ে
সোণার ভারত আছে কিবা হয়ে,
কিবা ছিল আর, কার ধন লয়ে
ধনিনী মানিনী সবাই সেথা—

ছিল কহিনুর প্রচুর রতন,
কে আসিয়া তাহা করিল হরণ!
হরিল যাহারা নহে সুরাসুর,
কেবল (ই) একতা বলের গুণে—

যদি হে শিখিলে তাদের সকল,
কই হে শিখিলে তাদের কৌশল,
কই বুদ্ধি—সেই, কই সেই বল,
কই সে একতা—দেখে বা শুনে?—

ছি ছি ছি রাজন্! করিলে কি গতি!
হেলায় খোয়ালে পৈত্রিক সঙ্গতি!
এই কি রে হায় ভারত-নিয়তি!—
অবনতি তার সন্তান করে!

হীন-বীর্য্য-বল জন্মিলে সন্তান,
আছাড়িয়া তায় বধিত স্পার্টান,
বল-বীর্য্য-হীন সবাই সমান
হেথায় কে কারে আছাড়ি মারে!

আসুক জলধি উথলিয়া কায়,
প্রভঞ্জন সনে মাতি বৈরিতায়,
বৃষ্টি ঘনধারে বজ্রপাত তায়,
চৌদিক ব্যাপিয়া আঁধার ঘোর—

আরণ্য-প্রসূন।

খণ্ড কাব্য।



কলিকাতা

১৪ নম্বর ডক্ ষ্ট্রীট,

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

১২৮৮।

PRINTED BY GOPAL CHANDRA DEY.
At the New Sanskrit Press, 14, Duff Street,
CALCUTTA.